পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 264 Saturday, 24 August, 2024 ✻ ২৯ বর্ষ, ২৬৪ সংখ্যা ✻ ৭ ভাদ্র ১৪৩১, শনিবার, ২৪ আগস্ট, ২০২৪ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

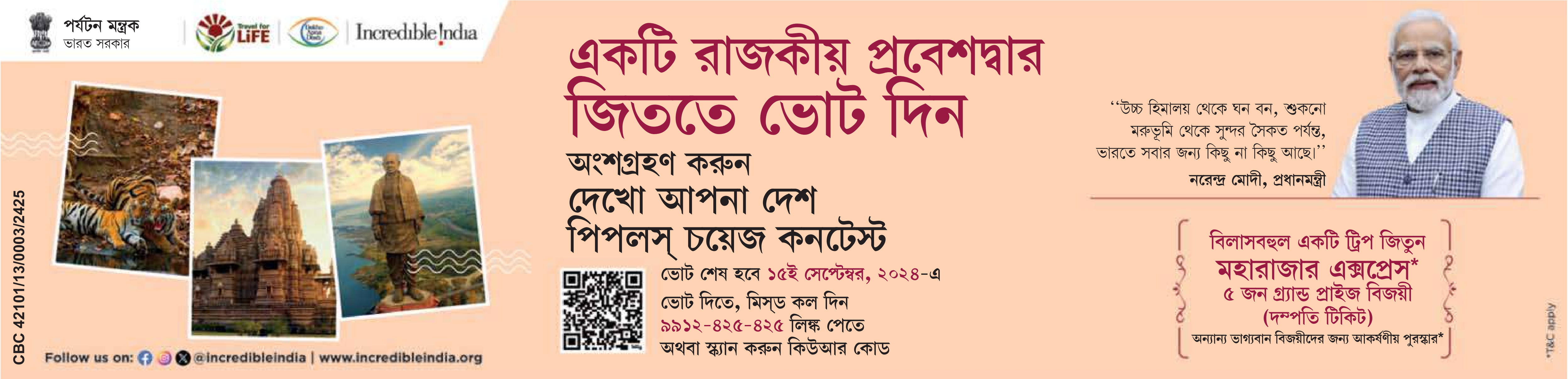

সন্দীপ ঘোষ নেই কোনও পদে স্বাস্থ্য ভবন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ আগস্টঃ আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ পদে ইস্তফা দেওয়ার পর, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অন্য একটি কলেজে একই পদে কেন বহাল করা হল সন্দীপ ঘোষকে? এই প্রশ্ন উঠেছে সুপ্রিম কোর্টেও। এরই মধ্যে সন্দীপ ঘোষের বর্তমান পদ নিয়ে তৈরি হয় জটিলতা। গত বুধবার তাঁর ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ পদ বাতিল করে দেওয়া হয়। বর্তমানে তিনি আদৌ কোনও পদে আছেন কি না, তা এবার স্পষ্ট করল স্বাস্থ্য দফতর। আজ শুক্রবার, স্বাস্থ্য দফতরের তরফে একটি সাংবাদিক বৈঠক করা হয়। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, আপাতত ইওএল বা এক্সট্রা অর্ডিনারি লিভে অর্থাৎ ছুটিতে আছেন সন্দীপ ঘোষ। গত বুধবার দুপুরে স্বাস্থ্য ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখান জুনিয়র ডাক্তাররা। তাঁদের দাবি মেনে নেওয়ার জন্য সময় বেঁধে দেন। এরপর ওইদিন সন্ধ্যায় আরজি করে গিয়ে স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম জানিয়ে দেন, সন্দীপ ঘোষের অধ্যক্ষ পদ বাতিল করা হল। ন্যাশনালে অধ্যক্ষ না থাকলে সন্দীপ ঘোষের পদ কী হলে? এর উত্তরে স্বাস্থ্য ভবনের এক শীর্ষ কর্তা জানিয়েছিলেন, তাঁকে ওএসডি করা হবে। সেই খবর প্রকাশ হওয়ার পর প্রবল বিতর্ক তৈরি হয়। চিকিৎসকদের একাংশের মধ্যে ধারণা তৈরি হয়, ওএসডি পদপ্রাপ্তি এক ধরনের পদোন্নতি। কম্পালসারি ওয়েটিংয়ে না পাঠিয়ে কেন ওএসডি করার কথা ভাবা হচ্ছে, তা নিয়ে কাটাছেঁড়া শুরু হয়ে যায়। ফলে কর্মবিরতিতে ইতি টানার প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে বলে উদ্বেগ বাড়ে স্বাস্থ্য প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের। শুক্রবার এই পরিস্থিতিতে সাংবাদিক বৈঠক করে স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম জানান, সন্দীপ ঘোষের ওএসডি সংক্রান্ত কোনও বিজ্ঞপ্তি বের হয়নি। তাহলে সরকারি চাকরিতে সন্দীপ ঘোষের অবস্থান কী? তাঁর ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে পোস্টিং বাতিল হলে, কোথায় পোস্টিং হবে? নিয়োগ বাতিলের বিজ্ঞপ্তিতে তার কোনও স্পষ্ট জবাব নেই কেন? স্বাস্থ্য সচিবের বক্তব্য, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে সন্দীপ ঘোষ এখন 'এক্সট্রা অর্ডিনারি লিভে' আছেন।

কী করে সিজিও-র ভিতরে ঢুকে গেল আইনজীবীদের মিছিল?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ আগস্টঃ আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে গোটা দেশ। অন্যান্য মহলের মতো দফায় দফায় রাস্তায় নেমেছেন আইনজীবীরা। এদিন আবার বিক্ষোভের আঁচ পৌঁছায় একেবারে সিজিও কমপ্লেক্সে। কিন্তু, পুলিশ উপস্থিত থাকার পরেও কিভাবে সিজিও কমপ্লেক্সের ভিতরে বিক্ষোভ দেখলেন আইনজীবীরা? পুলিশের ভূমিকায় উষ্মা সিবিআই আধিকারিকদের। প্রসঙ্গত, শুক্রবার দুপুর দেড়টা নাগাদ প্রবল বৃষ্টির মধ্যে হঠাৎ করেই বিধাননগর মহকুমা আদালত থেকে প্রায় দু'শো আইনজীবী মিছিল করে সিজিও কমপ্লেক্স চত্বরে ঢুকে পড়েন। শুরু হয় বিক্ষোভ। আইনজীবীদের মিছিলটি প্রথমে সিজিও কমপ্লেক্সের পিছনের দিকের গেট দিয়ে ঢুকে যায় বলে শোনা যায়। স্লোগান এবং বিক্ষোভের আওয়াজ শুনে ছুটে যায় কেন্দ্রীয় বাহিনী। কিন্তু, মিছিলের পুরোভাগে মহিলারা থাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। তাঁদের সঙ্গে আবার তখন মহিলা কর্মী ছিলেন না। যতক্ষণে বিক্ষোভের প্রায় ১০ মিনিট অতিক্রান্ত তারপরেই ঘটনাস্থলে আসেন বিধাননগর পুলিশের বিধাননগর উত্তর থানার আধিকারিকরা। আসেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদ মর্যাদার এক আধিকারিক। তাঁরাই আইনজীবীদের বুঝিয়ে বাইরে নিয়ে যান। কিন্তু, তখনও দমানো যায়নি আন্দোলনকে। সিজিও থেকে বেরিয়ে ফের তাঁরা মিছিল করে আদালতের দিকে চলে যান। আইনজীবীদের দাবি, সিবিআই

পুলিশের ভূমিকায় প্রশ্ন সিবিআই আধিকারিকদের

দ্রুত তদন্ত করুক। সিবিআই তদন্তভার হাতে নেওয়ার পর এখনও পর্যন্ত তদন্ত কতদূর এগিয়েছে তা জানানোর দাবি করেন আইনজীবীরা। এদিকে এদিন সকাল থেকে সিজিও কমপ্লেক্সের ভিতরে এবং বাইরে বিধাননগর পুলিশ মোতায়েন ছিল। যখন মিছিল সিজিও কমপ্লেক্স চত্বরে ঢুকছে তখন বিধাননগর পুলিশ দাঁড়িয়ে সিজিও-র সামনের দিকের গেটে। কিন্তু, এই মিছিল আইনজীবীদের ঘোষিত কর্মসূচি। তারপরেও কিভাবে মিছিল পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে ঢুকে গেল? উঠছে প্রশ্ন। পুলিশ কর্মীদের একাংশের দাবি, মিছিলটি সিজিও কমপ্লেক্সের সামনে গেটে আসার কথা ছিল। কিন্তু হঠাৎ পিছনের গেটে চলে যাওয়ায় তাঁরা বুঝতে পারেননি। কিন্তু, আইনজীবীদের মিছিল তো বিধাননগর উত্তর থানার সামনে দিয়ে আসে। তাহলে তাঁরা দেখতে পেলেন না কেন? সেই প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। সব দেখার পরেও পুলিশ সতর্কতা অবলম্বন না করে পেছনের গেট অরক্ষিত রাখল কী করে? সূত্রের খবর, এদিনের মিছিলের উদ্যোক্তা শাসকদল অনুগামী আইনজীবীরা। মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন বিধাননগর আদালতের বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সোমা মণ্ডল। তিনি আবার তৃণমূল পন্থী আইনজীবী হিসাবেই পরিচিত। সেই কারণেই কি পুলিশ কার্যত দাঁড়িয়ে দেখল? পিছনের গেট অরক্ষিত রেখে বিক্ষোভের সুযোগ করে দিল? উঠছে প্রশ্ন। গোটা ঘটনা নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করছেন সিবিআই আধিকারিকরা। তারপরেই নড়েচড়ে বসে বিধাননগর পুলিশ। সিজিও কমপ্লেক্সের সামনে চলে আসেন খোদ যুগ্ম কমিশনার।

সিবিআই তদন্ত 'নাপসন্দ'? ডিভিশন বেঞ্চে সন্দীপ ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ আগস্টঃ কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এবার ডিভিশন বেঞ্চে মামলা দায়ের করার জন্য বিচারপতি টন্ডনের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। আরজি করে ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুন কাণ্ডের সূত্র ধরেই সামনে আসে মেডিক্যালের একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ। কয়েকদিন আগে ওই ঘটনায় সিট গঠন করেছিল নবান্ন। তবে শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ আরজি করে আর্থিক দুর্নীতি-সহ সমস্ত দুর্নীতি মামলার তদন্তভার সিবিআইকে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তারপরই সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মামলা দায়েরের আবেদন জানান সন্দীপ ঘোষ। তবে এখনই বিষয়টি গ্রহণ করতে রাজি নয় ডিভিশন বেঞ্চ। ৮ আগস্ট গভীর রাতে আরজি করে ডাক্তারি পড়ুয়াকে ধর্ষণ ও নৃশংস খুনের ঘটনা ঘটে। এরপরই হাসপাতালে দুর্নীতির একাধিক অভিযোগ সামনে আসতে শুরু করে। সব অভিযোগেরই কেন্দ্রে ছিলেন প্রাক্তন প্রিন্সিপাল ডক্টর সন্দীপ ঘোষ। তিনিই নানা বিষয়ে হাসপাতালকে দুর্নীতির আঁতুড়ঘরে পরিণত করেছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছিল। এ ব্যাপারে সন্দীপের বিরুদ্ধে সরব হন আরজি করের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার আলি। শুক্রবার এ ব্যাপারেই আরজি করের সমস্ত দুর্নীতির তদন্ত সিবিআইকে করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। তারপরই তড়িঘড়ি আদালতে ছুটলেন প্রাক্তন অধ্যক্ষ। পর্যবেক্ষকদের মতে, সন্দীপ ঘোষের এহেন পদক্ষেপ থেকেই স্পষ্ট যে সময় যত গড়াচ্ছে ততই চাপ বাড়ছে তাঁর।

সিবিআই দফতরে গিয়েও খালি হাতে ফিরল আন্দোলনকারীরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ আগস্টঃ সুপ্রিম কোর্টের 'অনুরোধ', রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিবের 'আবেদন নিবেদন'- কোনওকিছুতেই কাজ হল না। শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজ্যের আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের একটি প্রতিনিধি দল সিবিআই দফতরে গিয়েছিল। সেখান থেকে বেরিয়ে তারা জানিয়ে দেয়, আপাতত কাজে ফিরছেন না আন্দোলনকারী চিকিৎসকেরা। আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে যেমন কর্মবিরতি চলছিল, তেমনই চলবে। আরজি কর কাণ্ডে গত ১৪ আগস্ট তদন্তভার দেওয়া হয় সিবিআইকে। তার পর থেকে কেটে গিয়েছে ন' দিন। আন্দোলনকারী চিকিসকদের প্রতিনিধি দল সিবিআই দফতরে গিয়েছিল তদন্তের অগ্রগতির কথা জানতে। কিন্তু সিবিআইয়ের তরফে তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়, ওই তদন্ত চলছে আদালতের নজরদারিতে। বিষয়টি বিচারাধীন। তাই এ বিষয়ে কিছু জানানো যাবে না। শুক্রবার এর পরেই আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধিরা জানিয়ে দেন, তাঁরা কর্মবিরতি চালিয়ে যাবেন। আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে আন্দোলনকারী চিকিৎসকেরা শুরুতেই যে চার দফা দাবি জানিয়েছিল, তার একটি ছিল, তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে নিয়মিত জানাতে হবে আরজি করের চিকিৎসকদের। কিন্তু সেই তদন্তের ভার পাঁচদিনের মাথায় হস্তান্তরিত হয়। কলকাতা পুলিশের কাছ থেকে যায় সিবিআইয়ের হাতে। আন্দোলনকারীরা তাঁদের দাবি অনুযায়ীই সিবিআইয়ের কাছে তদন্তের অগ্রগতি জানতে চান। কিন্তু তাঁদের খালি হাতেই ফিরিয়েছে সিবিআই।

রহস্যের জট ছাড়াতে

১৪ জন পুলিশ কর্মীকে তলব করল সিবিআই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ আগস্টঃ ৮ আগস্ট মধ্যরাতে আরজি করে নিজের কর্মস্থলেই ধর্ষণ ও নৃশংসভাবে খুন হতে হয়েছে ডাক্তারি পড়ুয়াকে। শুধু তাই নয়, চারতলার যে সেমিনার হল থেকে ডাক্তারি ছাত্রীর দেহ উদ্ধার হয়েছিল, সেই ক্রাইম স্পটেও ১৪ আগস্ট মধ্যরাতে হামলা চালানোর চেষ্টা করেছিল দুষ্কৃতীরা। গোটা ঘটনায় কলকাতা পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ভর্ৎসনা করেছে কলকাতা হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট। আদালতের নির্দেশে ঘটনার তদন্ত নেমে এবার আরজি কর মেডিক্যালের আউটপোস্টের ডিউটিতে থাকা পুলিশের কর্মীদের তলব করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সূত্রের খবর, ৮ আগস্ট রাত থেকে ১৪ আগস্ট মধ্যরাত পর্যন্ত ডিউটিতে থাকা পুলিশ কর্মীদের মধ্যে ১৪ জনকে তলব করেছে সিবিআই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তলবে সাড়া দিয়ে এদিন সন্ধেতেই সিজিওতে যান সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় সহ পুলিশের ৬জন কর্মী। জানা যাচ্ছে, ডাক্তারি ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুন কাণ্ডে ধৃত কলকাতা পুলিশের সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়ের গতিবিধি সম্পর্কে তাঁদের কাছ থেকে আরও বিস্তারিত তথ্য জানতে চাইবেন তদন্তকারীরা। একই সঙ্গে সেদিন আর কারা কারা আরজি করের ওই বিল্ডিংয়ে প্রবেশ করেছিল, সেখানে যাতায়াতের পথে কারও অস্বাভাবিক আচরণ তাঁদের চোখে পড়েছিল কিনা, এসবই জানা হবে। একই সঙ্গে

১৪ আগস্ট মধ্যরাতে দুষ্কৃতীরা যে তাণ্ডব চালিয়েছিল, তাতে ক্রাইম সিনেও দুষ্কৃতীরা প্রবেশ করেছিল কিনা, পুলিশ কেন পাল্টা প্রতিরোধ গড়তে পারল না, এসব ব্যাপারেও জানতে চাওয়া হবে। প্রসঙ্গত, ডাক্তারি ছাত্রীকে খুন ও ধর্ষণ কাণ্ডে আগেই সিবিআইন তদন্তের দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার এই সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে ১৪ আগস্ট মধ্যরাতে আরজি করে হামলা-সহ হাসপাতালের একাধিক দুর্নীতির তদন্তভারও সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ। আদালতের ওই নির্দেশের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আরজি কর আউটপোস্টের দায়িত্বে থাকা ১৪ জন পুলিশ কর্মীকে সিবিআইয়ের তলব যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

মঙ্গলে নবান্ন অভিযানে অনুমতি হাইকোর্টের রাজ্য সরকারের আপত্তি শুনল না উচ্চ আদালত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ আগস্টঃ মঙ্গলবার শান্তিপূর্ণ অভিযানের ডাক দিয়েছে ছাত্র সমাজ। তা নিয়ে সরকারের উৎকণ্ঠা যে রয়েছে তা গত কদিনে বার বারই স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু তার পরেও এই প্রতিবাদ মিছিল নিয়ে কোনও আপত্তি করল না হাইকোর্ট। বরং কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হরিশ টন্ডন জানিয়ে দিলেন, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ হতেই পারে। এ ব্যাপারে আগেই ছাত্র সমাজের মিছিলে অনুমতি দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি জানিয়েছিলেন, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকে কোনওভাবেই আটকানো যাবে না বা প্রতিবাদীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। একই সঙ্গে আদালত এও বলে, প্রয়োজনে রাজ্য সরকার অবশ্যই আইনি পদক্ষেপ করতে পারবে। তবে যতক্ষণ তার প্রয়োজন না পড়ছে, যতক্ষণ প্রতিবাদ শান্তিপূর্ণ, ততক্ষণ কোনও বাধা দেওয়া যাবে না। শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হরিশ টন্ডনের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চে ছিল ওই মামলার শুনানি। আদালত সূত্রের খবর, দু'পক্ষের সওয়াল জবাব শেষে নবান্ন অভিযান নিয়ে রাজ্য সরকারের করা মামলায় হস্তক্ষেপ করল না হাইকোর্ট। ডিভিশন বেঞ্চের তরফে জানানো হল, সুপ্রিমকোর্টের গাইডলাইন মেনে শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করা যেতে পারে। ২৭ আগস্ট নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছে ছাত্র সমাজ। সরাসরি কোনও রাজনৈতিক ব্যানারে এই কর্মসূচির কথা ঘোষণা করা হয়নি। শুধুমাত্র ছাত্র সমাজের নাম দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার চলছে। এ ব্যাপারে কলকাতা পুলিশের কোনও অনুমতি না নিয়ে কী করে অভিযানের ডাক দেওয়া

হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিল রাজ্য। প্রসঙ্গত, ২৭ তারিখ যে নবান্ন অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে তাতে কোনও রুট বলা হয়নি। অর্থাৎ শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মিছিল আসতে পারে। পুলিশ ও প্রশাসনের উদ্বেগ সেটাই। কারণ, গত ১৪ তারিখ রাতে এমনই হয়েছিল। শহর জুড়ে প্রতিটি এলাকাতেই রাস্তার মোড়ে বড় বড় জমায়েত হয়েছিল। পরে এক সাংবাদিক বৈঠকে কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলও বলেছিলেন, ''এই সব জমায়েত নেতৃত্ববিহীন ছিল। ফলে কোথায় কত লোকের জমায়েত হতে পারে তা আন্দাজ করা মুশকিল ছিল। রাজ্যের উদ্বেগ, শান্তিপূর্ণ মিছিল বলে যা শুরু হবে, কোনও একটা উস্কানিতে তা অশান্ত হয়ে উঠতে পারে। সেই কারণে এ ব্যাপারে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল রাজ্য। এমনকী বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে আরজি কর মামলার শুনানির মাঝেও এই প্রসঙ্গের অবতারণা করে রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিব্বাল বিচারপতিদের উদ্দেশে বলেন, ''এই ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ২৭ তারিখ একটা প্রতিবাদ মিছিল রয়েছে। যদি কোনও প্রতিবাদ মিছিল হয়, তাহলে রাজ্য সরকারকে যেন বলা হয় কোন রুটে এই মিছিল হবে। একটা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) থাকতে হবে।'' কপিল সিবাল আরও বলেন, ''ওরা পতাকা নিয়ে যায়, কিন্তু পতাকা খুলে নিলেই তো সেটা লাঠি হয়ে গেল। আমাদের কাছে ছবি আছে। তাই আদালতের কাছে আর্জি যে, রাজ্য সরকারের পেশ করা স্ট্যাটাস রিপোর্ট দেখা হোক। এবং একটা নির্দেশ দিয়ে বলা হোক যেন এসওপি অনুসরণ করা হয়।'' তারই প্রেক্ষিতে শীর্ষ আদালত জানিয়েছিল, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকে কোনওভাবেই আটকানো যাবে না। শুক্রবার শীর্ষ আদালতের সেই নির্দেশই বহাল রাখল কলকাতা হাইকোর্ট।

পড়ুয়াদের প্রতিবাদ রুখতে স্কুলে স্কুলে পৌঁছল চিঠি! শিক্ষক সংগঠন পাল্টা বলছে, 'বিচার চাই'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ আগস্টঃ আরজি কর হাসপাতালে ঘটে যাওয়া তরুণী পড়ুয়া-চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সারা রাজ্য তোলপাড়। এই নিয়ে প্রতিবাদ-বিক্ষোভে প্রথম থেকেই চিকিৎসকদের পাশাপাশি সামিল হয়েছেন সমস্ত স্তরের সাধারণ মানুষ। প্রতিটি পেশার লোকজন পথে নেমেছেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে। এমনকি বাদ যায়নি স্কুলের পড়ুয়ারাও। শহর কলকাতায় এবং কলকাতার বাইরেও, একাধিক জায়গায় দেখা গেছে, স্কুলের ইউনিফর্ম পরে দল বেঁধে পথে নেমেছে পড়ুয়ারা। গলা তুলে স্লোগান দিয়েছে, বিচার চেয়েছে আরজি কর কাণ্ডের। এই নিয়েই এবার ক্ষুব্ধ নবান্ন। আরজি কর হোক বা অন্য কোনও ঘটনার প্রতিবাদ, মিছিল, রাস্তা অবরোধ-সহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে স্কুল পড়ুয়াদের অংশগ্রহণ নিয়ে এবার মুখ্যসচিবের কড়া নির্দেশ পৌঁছল জেলাশাসকদের দফতরে। তাতে লেখা রয়েছে, স্কুল পড়ুয়াদের এসব কর্মসূচি কোনওমতেই অনুমোদনযোগ্য নয়। নবান্নের নির্দেশ, 'এটা নিশ্চিত করতে হবে এই ঘটনা যেন না ঘটে। খুঁজে বের করুন এরকম কোনও জায়গায় হচ্ছে নাকি, তাহলে সেটা বন্ধ করতে হবে। যারা করছেন তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করতে হবে।' মুখ্যসচিব নির্দেশে আরও বলেন, 'স্কুল পড়ুয়াদের রাস্তা অবরোধ-সহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এটা আমাদের নজরে এসেছে। এই কাজ কোনও ভাবেই করা যাবে না।' এই নির্দেশিকার পরে জেলাশাসকের তরফে ডিস্ট্রিক্ট ইনস্পেক্টরদেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে স্কুলগুলিতে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়ার এবং সেই মোতাবেক বেশ কিছু স্কুলে ডিআই-এর চিঠিও পৌঁছেছে প্রতিবাদ-মিছিলে ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করার কথা বলে। তবে এই নির্দেশ নিয়ে অনেক প্রশ্ন এবং বিভ্রান্তিও তৈরি হয়েছে। অনেকেরই বক্তব্য, স্কুল ছুটির পরে, স্কুলের বাইরে, পড়ুয়ারা কী করবে, কোথায় যাবে, কোন অনুষ্ঠানে থাকবে, তা নিয়ে কী ভাবে বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে সরকার? এই কথাই বলছেন রাজ্যের প্রধান শিক্ষক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক চন্দন মাইতিও। তিনি এই নির্দেশের

প্রতিবাদ করে বলেন, ''আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের মত্যুতে সারা রাজ্য, দেশ তথা বিশ্বে একটা আলোড়ন তৈরি হয়েছে। অনডিউটি অবস্থায় মর্মান্তিক ধর্ষণ এবং খুন, এক জঘন্যতম কাজ হয়েছে। এই জন্য আমাদের রাজ্যের সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও একটা আবেগ তৈরি হয়েছে। এই জন্য কোথাও কোথাও তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই পথে নেমে প্রতিবাদ করছে।'' এর সঙ্গে রাজ্যের স্কুলগুলির প্রধান শিক্ষকরা বা অন্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা সেভাবে জড়িত হচ্ছেন না বলেও দাবি করেছেন তিনি। তাঁর কথায়, ''আমরা বরং বারবার বুঝিয়েছি ছাত্রছাত্রীদের। কিন্তু তারাও নাছোড়বান্দা। এবং স্কুল ছুটির পরে কে কোথায় কী করবে, কোন আন্দোলনে নামবে, তার দায় বিদ্যালয়ের উপর বর্তায় না বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর পড়ে না। এই দায় বর্তায় রাজ্যের আইনশঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্বে যাঁরা আছেন, তাঁদের উপর। অভিভাবকদেরও দায়িত্ব এটা।'' তিনি আরও বলেন, ''আমরা স্কুলের ভিতরে এমন কিছু ঘটলে তাদের নিবত্ত করার চেষ্টা করি। কিন্তু তবু অনেক সময়েই তারা শিক্ষকদের কথা শোনে না। তারা অবাধ্য হয়ে বাইরে বেরিয়ে প্রতিবাদ করে, আন্দোলন করে। এতে বিদ্যালয়ের কী করার থাকতে পারে? অনেক সময় দেখতে পাচ্ছি অভিভাবকদের প্রচ্ছন্ন সম্মতি রয়েছে। এই আবেগের বশবর্তী হয়ে ছাত্রছাত্রীরা কিছু করলে তার দায় প্রধান শিক্ষক নেবেন-এমন নির্দেশ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশে লেখা ঠিক হচ্ছে না।'' তাঁর কথায়, ''আমরা ডিআই সাহেবকে অনুরোধ করছি এই নির্দেশ প্রত্যাহারের। স্কুল চলাকালীন তারা যাতে না যেতে পারে, সে জন্য আমরা তো আর পুলিশও ডাকতে পারি না। সেটা আপনারা বোঝান, উপর থেকে বার্তা দিন, একটা প্ল্যান তৈরি করুন, সঠিক বিচার দিন। তাহলে ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলন সেভাবে দানা বাঁধবে না। কিন্তু যখন বাঁধ ভাঙে তখন কোনওরকমে বালির বাঁধ দিলে ঘরবাড়ি, গাছপালা রক্ষা পায় না।'' সব শেষে তিনি বলেন, ''আমরা রাজ্য সরকার, প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থাকে অনুরোধ করব, যাতে দ্রুত ওই মর্মান্তিক ঘটনা, যা বিশ্বকে নাড়া দিয়েছে, তার যাতে সঠিক বিচার হয়। আমরা, শিক্ষক সমাজও সেই বিচারের দাবিতে অপেক্ষা করে আছি। উই ডিমান্ড জাস্টিস, উই ওয়ান্ট জাস্টিস।''

সুপ্রিম কোর্টে সশরীরে হাজিরা দিতে হবে মুখ্যসচিবকে অন্যথায় জারি হবে গ্রেফতারি পরোয়ানা

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্টঃ একদিকে আরজি কর-কাণ্ডের জেরে সুপ্রিম কোর্টে প্রশ্নবাণে জর্জরিত হতে হচ্ছে রাজ্য সরকারকে। এরই মধ্যে বড় নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের। সশরীরে হাজিরা দিতে হবে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে। তবে, শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের নয়, ১৮টি রাজ্যের মুখ্য সচিবকে সুপ্রিম কোর্টে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। অভিযোগ, ওইসব রাজ্যে প্রাক্তন বিচারপতি এবং বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশিত বকেয়া পেনশন ভাতা এবং অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে না। প্রধান বিচারপতির নির্দেশ, নির্দিষ্ট দিনে হাজিরা না দিলে, মুখ্যসচিবদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হবে। শীর্ষ আদালতে আবেদন জানানো হয়েছিল, যাতে মুখ্যসচিবদের ভার্চুয়াল মাধ্যমে হাজিরা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু সে কথা শুনতে রাজি হননি প্রধান বিচারপতি। সশরীরেই হাজিরা দিতে হবে। অল ইন্ডিয়া জাজেস অ্যাসোসিয়েশন-এর তরফে সুপ্রিম কোর্টে অভিযোগ জানানো হয়েছিল। বলা হয়েছিল, শীর্ষ আদালতের একাধিক নির্দেশ সত্ত্বেও ন্যাশনাল জুডিশিয়াল পে কমিশনের-এর সুপারিশ অনুযায়ী অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এবং বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের পেনশন সুনিশ্চিত করেনি এই ১৮টি রাজ্য। কেন তা করা হল না? আগামী ২৭ আগস্ট শুনানির দিন সশরীরে হাজিরা দিয়ে মুখ্য সচিবদের সেই ব্যাখ্যা দিতে হবে।

দায়িত্ব নিলেন গোবিন্দ মোহন, নতুন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব পেল ভারত

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট ঃ নতুন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন ১৯৮৯ ব্যাচের সিকিম ক্যাডারের আইএএস অফিসার গোবিন্দ মোহন। শুক্রবার নতুন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব হিসেবে দায়িত্বভার বুঝে নিয়েছেন তিনি। অজয় কুমার ভাল্লার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন তিনি। ভাল্লার ৫ বছরের শেষ হয়েছে বৃহস্পতিবারই।বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি থেকে বি.টেক নিয়ে পড়াশোনা করেছেন গোবিন্দ মোহন এবং আইআইএম আহমেদাবাদ থেকে পিজি ডিপ্লোমা, শীর্ষ আমলাতান্ত্রিক পদে নিয়োগের আগে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করছিলেন তিনি। সিকিম এবং কেন্দ্রীয় সরকার উভয় ক্ষেত্রেই বিভিন্ন পদে কাজ করার বিস্তৃত অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর।

ত্রিপুরার বন্যা দুর্গতদের জন্য অগ্রিম ৪০ কোটি টাকা রিলিজ করল কেন্দ্রীয় সরকার

আগরতলা, ২৩ আগস্ট ঃ ত্রিপুরার বন্যা দুর্গতদের জন্য অগ্রিম ৪০ কোটি টাকা রিলিজ করল কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শুক্রবার তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করে এই তথ্য জানান। পাশাপাশি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সহ কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরার বন্যা পীড়িত জনগণের পাশে আছেন।প্রসঙ্গত, প্রসঙ্গত, ত্রিপুরার প্রায় ১৭ লক্ষ মানুষ এই বিপর্যয়ে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এখন পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ৪৫০টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে এবং তাতে প্রায় ৬৫ হাজার ৪০০ জন আশ্রয় নিয়েছেন। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জরুরি ভিত্তিতে শিবিরগুলিতে বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রী যেমন খাবার প্যাকেট, পানীয়জল এবং ঔষধ প্রদান করা হচ্ছে। গ্রামোন্নয়ন, জলসম্পদ, বিদ্যুৎ, আরক্ষা, আধাসামরিক বাহিনী, অগ্নিনির্বাপক ইত্যাদি দপ্তরের অফিসার এবং কর্মীরা গত ৪ দিন ধরে বন্যা বিধ্বস্ত জনগণের উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যে নিয়োজিত রয়েছেন।

নেপালে নদীতে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই বাস মৃত্যু ১৫ ভারতীয়র, আহত ১৮ জন

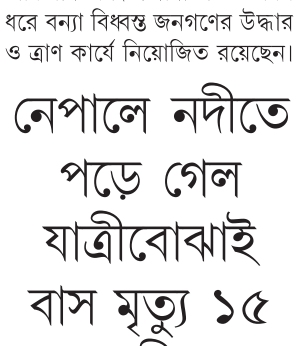

কাঠমান্ডু, ২৩ আগস্ট নেপালের তনহুঁ জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নদীতে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি বাস। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসে যে ৪০ জন যাত্রী ছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই ভারতীয়। এই দুর্ঘটনায় ইতিমধ্যেই অন্তত ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ১৮ জন। বাসটি ভারতের গোরক্ষপুর থেকে নেপালে গিয়েছিল।প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে, পোখরা থেকে কাঠমান্ডু যাচ্ছিল বাসটি। ওই বাসটিতে প্রায় ৪০ জন যাত্রী ছিলেন। শুক্রবার তনহুঁ জেলার মারশিয়াংড়ি নদীতে বাসটি পড়ে যায়। তবে বাসটি কী ভাবে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। নেপাল পুলিশের তরফে তনহুঁ জেলার ডিএসপি দীপকুমার রায়া জানিয়েছেন, বাসটি উত্তর প্রদেশ থেকে নেপালে গিয়েছিল। বাসটির নম্বরপ্লেটেও 'ইউপি' লেখা রয়েছে। উত্তর প্রদেশের এক সরকারি আধিকারিক এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, গাড়িটির রেজিস্ট্রেশন নম্বর খতিয়ে দেখে সেটির মালিকের নাম এবং রাজ্যের কোনও বাসিন্দা দুর্ঘটনায় কবলে পড়েছেন কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ভারতের মহাকাশ ক্ষেত্রে অগ্রগতি অসাধারণঃরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট প্রথম জাতীয় মহাকাশ দিবস উপলক্ষ্যে সমস্ত দেশবাসীকে অভিনন্দন জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। একইসঙ্গে রাষ্ট্রপতি জানালেন, মহাকাশ অনুসন্ধান রোমাঞ্চকর ও সেইসঙ্গে চ্যালেঞ্জিং কাজও। চন্দ্রযান-৩এর চাঁদে অবতরণের বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে শুক্রবার দেশজুড়ে উদযাপিত হচ্ছে প্রথম জাতীয় মহাকাশ দিবস। চন্দ্রযান৩এর সাফল্য এবং চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে প্রথম দেশ হিসেবে ভারতের পদার্পণএর দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে প্রথম এই জাতীয় মহাকাশ দিবস পালন করা হচ্ছে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু দিল্লির ভারত মণ্ডপমে এই উপলক্ষ্যে মূল অনুষ্ঠানের সূচনা করেন।অনুষ্ঠানের সূচনার পর রাষ্ট্রপতি এদিন ইসরোর রোবটিক্স চ্যালেঞ্জ ও ভারতীয় অন্তরীক্ষ হ্যাকাথনের বিজয়ীদের পুরস্কৃত করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইসরোর চেয়ারম্যান ডঃ এস সোমনাথ এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং প্রমুখ। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেছেন, সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত যখন বিক্রম ল্যান্ডার সফলভাবে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ করেছিল, তা ছিল সমস্ত ভারতীযদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের মুহূর্ত। আমি টাচডাউনের লাইভ ফুটেজ দেখেছি এবং সমস্ত ভারতীয়দের মতো, অত্যন্ত গর্ব অনুভব করেছি। এই কৃতিত্বকে উদযাপন করার জন্য আমি একধাপ এগিয়ে যেতে চাই এবং প্রথম জাতীয় মহাকাশ দিবসে সমস্ত ভারতীয়কে অভিনন্দন জানাতে চাই, বিশ্বমানের মাইলফলক অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে ইসরোর যাত্রা অসাধারণ হয়েছে। রাষ্ট্রপতি মুর্মু বলেছেন, আমি এটা জেনে খুশি যে, চাঁদ অধ্যয়নের জন্য অন্যান্য মিশনগুলিও ভবিষ্যতে ইসরো দ্বারা পরিকল্পনা করা হয়েছে। আমি সমগ্র ইসরো পরিবার এবং বিশেষ করে চন্দ্রযান মিশনের সঙ্গে যুক্ত সকলকে আমার শুভেচ্ছা জানাই। রাষ্ট্রপতি বলেছেন, মহাকাশ অনুসন্ধান মানুষের ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। মানুষের কল্পনা বাস্তবে রূপান্তরিত হয়েছে। মহাবিশ্বের রহস্য উন্মোচন করা হয়েছে। মহাকাশ অনুসন্ধান রোমাঞ্চকর এবং সেইসঙ্গে একটি চ্যালেঞ্জিং কাজও। এতে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য পরিচালিত গবেষণা বিজ্ঞানের বিকাশকে ত্বরান্বিত করে এবং মানুষের জীবনকে উন্নত করে। অন্যদিকে ভারতের মহাকাশ ক্ষেত্রের অগ্রগতি অসাধারণ, সীমিত সম্পদেই চিত্তাকর্ষক প্রাপ্তি হয়েছে ভারতের। বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতির কথায়, ভারতের মহাকাশ ক্ষেতের অগ্রগতি অসাধারণ। সীমিত সম্পদসহ সফলভাবে সম্পন্ন মঙ্গল অভিযান হোক অথবা একসঙ্গে শতাধিক স্যাটেলাইটের সফল উৎক্ষেপণ হোক, আমরা অনেক চিত্তাকর্ষক প্রাপ্তি অর্জন করেছি।চন্দ্রযান৩এর সাফল্য এবং চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে প্রথম দেশ হিসেবে ভারতের পদার্পণএর দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে শুক্রবার প্রথম জাতীয় মহাকাশ দিবস পালন করা হয়। মূল অনুষ্ঠানটি হয় দিল্লির ভারত মণ্ডপমে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু মূল অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। এই অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি বলেছেন, মহাকাশ ক্ষেত্রে ইসরো উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।রাষ্ট্রপতি বলেছেন, ইসরো ভারতের মহাকাশ স্টেশন স্থাপনের দিকে এগোচ্ছে। আমি গগনযান মিশনের জন্যও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি, যা ভারতীয় মহাকাশ দলকে মহাকাশে নিয়ে যাবে। আমি নিশ্চিত, এই সমস্ত মিশনগুলি এমন ফলাফল দেবে যা দেশকে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং বৈজ্ঞানিকভাবে উপকৃত করবে। রাষ্ট্রপতির কথায়, আমাদের নিষ্ঠাবান বিজ্ঞানীরা ন্যূনতম সম্পদ ব্যবহার করে ভারতের স্পেস প্রোগ্রামকে বিশ্বের সেরা স্পেস প্রোগ্রামগুলির মধ্যে একটি করে তুলেছেন। এ জন্য তাঁরা প্রশংসার দাবিদার। আমার পূর্ণ আস্থা আছে, আমাদের দেশে মহাকাশ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ক্রমাগত অগ্রগতি হবে এবং আমরা শ্রেষ্ঠত্বের নতুন মান স্থাপন করতে থাকে।

বিশ্বে শান্তি, সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা আনার ক্ষমতা রাখে ভারত ও আমেরিকা ঃরাজনাথ সিং

ওয়াশিংটন, ২৩ আগস্ট ঃ বিশ্বে শান্তি, সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা আনার ক্ষমতা রয়েছে ভারত ও আমেরিকার। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। শুক্রবার আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসি তে প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখার সময় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, ভারত ও আমেরিকা স্বাভাবিক মিত্র। আমি বিশ্বাস করি, ভারত ও আমেরিকা বিশ্বে শান্তি, সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা আনার ক্ষমতা রাখে...প্রতারণা আমাদের চরিত্রে নেই। আমরা প্রতারিত হতে পারি, কিন্তু আমরা কখনই অন্যকে ঠকাতে পারি না। এই বার্তাই বিশ্বের কাছে পৌঁছন উচিত। আমরা সেই দেশ, যে দেশ সমগ্র বিশ্বকে 'বসুধৈব কুটুম্বকম' বার্তা দিয়েছি। আমাদের দেশে যারা বাস করেন তাঁরা শুধু আমাদের পরিবারের সদস্য নয়, বিশ্বের সবাই দেশ, ধর্ম অথবা সম্প্রদায় নির্বিশেষে একই পরিবারের সদস্য। 'সমগ্র বিশ্ব একটি পরিবার', যদি এমন কোনও দেশ থেকে থাকে যারা এই বার্তা দিয়েছে, তা হল একমাত্র ভারত। সবাই এটা করতে পারে না, শুধুমাত্র একটি আধ্যাত্মিক দেশ এটা করতে পারে।প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং আরও বলেছেন, 'আগে আমরা সমস্ত প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম আমদানি করতাম। যখন আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসে তখন প্রতিরক্ষা রফতানি ছিল ৬০০ কোটি টাকা, এখন ১০ বছর পর তা ২৩,০০০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। রাজনাথ আরও বলেছেন, আমি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি, আন্তর্জাতিক মহলে ভারতের মর্যাদা বেড়েছে। এর আগে ভারতের মতামতকে যতটা গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া উচিত ছিল, ততটা গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া হয়নি। কিন্তু, এখন ভারত যখন বৈশ্বিক ফোরামে কিছু বলে, বিশ্ব মনোযোগ দিয়ে শোনে। মরগান স্ট্যানলি বলেছেন, ২০২৭ সালের মধ্যে ভারতকে বিশ্বের শীর্ষ ৩ অর্থনীতিতে থাকা থেকে কেউ আটকাতে পারবে না।

পেট্রোল-ডিজেলের দাম স্থিতিশীল, অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৭৮ ডলারের কাছাকাছি

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুড প্রায় ৭৮ ডলার প্রতি ব্যারেল এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত প্রায় ৭৩ ডলার প্রতি ব্যারেল। শুক্রবার পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি (পিএসইউ)।ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪,৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বইতে পেট্রোল ১০৩.৪৪ টাকা, ডিজেল ৮৯.৯৭ টাকা, কলকাতায় পেট্রোল ১০৪.৯৫ টাকা, ডিজেল ৯১.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা ডিজেল ৯২.৩৪ টাকা প্রতি লিটারে পাওয়া যায়।আন্তর্জাতিক বাজারে, সপ্তাহের পঞ্চম দিনে প্রথম বাণিজ্যে, ব্রেন্ট ক্রুড ০.১২ ডলার বা ০.১৬ শতাংশ হ্রাসের সাথে ব্যারেল প্রতি ৭৭.১০ ডলারে প্রবণতা করছে। ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুডও ০.১১ ডলার বা ০.১৫ শতাংশ কমে ব্যারেল প্রতি ৭২.৯০ ডলারে লেনদেন করছে।

বন্যা পরিস্থিতিতে সহায়তার ঘোষণা অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট ঃ বন্যা পরিস্থিতিতে সহায়তার ঘোষণা করলেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।শুক্রবার তিনি এক্স বার্তায় লিখেছেন, ত্রিপুরার বন্যা পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, মোদী জির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের ত্রাণ দেওয়ার জন্য এসডিআরএফ থেকে কেন্দ্রীয় অংশ হিসাবে ₹ ৪০ কোটি অগ্রিম মুক্তির অনুমতি দিয়েছে। কেন্দ্রের মোতায়েন করা ১১টি এনডিআরএফ দল, সেনাবাহিনীর ৩টি কলাম এবং বায়ুসেনার ৪টি হেলিকপ্টার ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারকে সহায়তা করছে ত্রাণ ও উদ্ধার অভিযানে।যাই হোক না কেন, ত্রিপুরার আমাদের বোন এবং ভাইয়েরা এই কঠিন সময়ে লড়াই করার জন্য মোদী সরকারকে তাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবে।প্রসঙ্গত, প্রবল বৃষ্টিতে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ত্রিপুরায়। চার দিনে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ২২ জনের। রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকা ভেসে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার বৃষ্টির কারণে ধস নেমে একই সঙ্গে দুই পরিবারের সাত জনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মহিলা এবং শিশুরাও। বৃষ্টি থামার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। মৌসম ভবন জানিয়েছে, ত্রিপুরার বিস্তীর্ণ অংশে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি চলবে। আটটি জেলায় জারি করা হয়েছে লাল সতর্কতা।

ইউক্রেন সংঘাতের সময় শিক্ষার্থীদের উদ্ধারে পোল্যান্ডের সাহায্য ভারত ভুলতে পারবে নাঃপ্রধানমন্ত্রী

ওয়ারশ, ২৩ আগস্টঃ ইউক্রেন সংঘাতের সময় ভারতীয় শিক্ষার্থীদের উদ্ধারে পোল্যান্ডের সাহায্য ভারত কখনই ভুলতে পারবে না। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গত বৃহস্পতিবার পোল্যান্ডের ওয়ারশতে পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্কের সঙ্গে যৌথ বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, ওয়ারশ শহরে আমাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আমি প্রধানমন্ত্রী টাস্ককে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আপনি দীর্ঘকাল ধরে ভারতের বন্ধু ছিলেন এবং ভারত ও পোল্যান্ডের মধ্যে সম্পর্ক বৃদ্ধিতে আপনার বিশাল অবদান রয়েছে। এখন ৪৫ বছর পর কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী পোল্যান্ড সফরে এসেছেন। আমি আমার তৃতীয় মেয়াদের শুরুতে এই সুযোগ পেয়েছি। এ জন্য আমি পোল্যান্ডের সরকার ও জনগণকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। ২০২২ সালে ইউক্রেন সংঘাতের সময় ভারতীয় শিক্ষার্থীদের উদ্ধারে আপনারা যে সাহায্য করেছেন, তা ভারতের মানুষ কখনই ভুলতে পারবে না।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে গত বৃস্পতিবার ওয়ারশের চ্যান্সেলারিতে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা জানানো হয়। পরে পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্কের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। যৌথ বিবৃতিতে পোলান্ডের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, সমগ্র বিশ্ব ভারতের প্রশংসা করে, কারণ ভারতের সরকার অত্যন্ত গণতান্ত্রিক। আবারও, আমি আপনার নির্বাচনী বিজয়ের জন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাতে চাই। এটা খুবই সন্তোষজনক। আমিও জানি আপনাদের দেশে সরকার জনগণের ম্যান্ডেট অনুযায়ী নির্বাচিত হয়।

হরিদ্বারে গঙ্গায় মিলল অজ্ঞাপরিচয় মহিলার মৃতদেহ

হরিদ্বার, ২৩ আগস্ট ঃ কোতয়ালী এলাকার ভোগপুর গ্রামের কাছে গঙ্গার নীলধারায় এক মহিলার দেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃতদেহ দেখে গ্রামবাসী পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ দেহটি গঙ্গা থেকে উদ্ধার করে পাশের গ্রামের লোকজনের কাছ থেকে শনাক্ত করার চেষ্টা করলেও দেহ শনাক্ত করা যায়নি। এরপর পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। শুক্রবার ভোগপুরের এক গ্রামবাসী গঙ্গার নীলধারার দিকে গিয়েছিলেন।

বায়ুসেনার এমআই-১৭ হেলিকপ্টারে দক্ষিণ ত্রিপুরা ও গোমতী জেলার বন্যা পরিস্থিতি দেখলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা

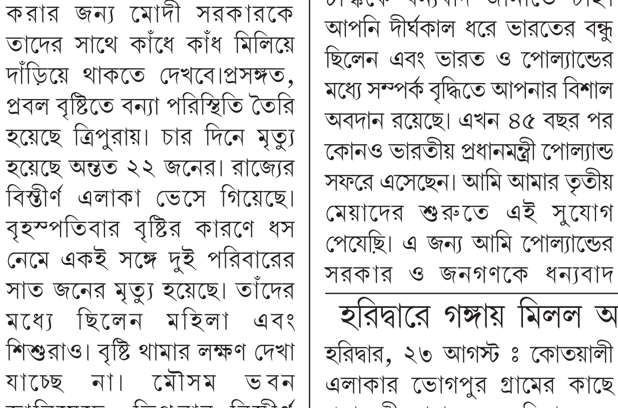

আগরতলা, ২৩ আগস্ট ঃ বায়ুসেনার এমআই-১৭ হেলিকপ্টারে দক্ষিণ ত্রিপুরা ও গোমতী জেলার বন্যা পরিস্থিতি দেখলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। শুক্রবার সকালে আগরতলা এমবিবি বিমানবন্দর থেকে হেলিকপ্টারে চড়েন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সাথে ছিলেন রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা। দক্ষিণ ত্রিপুরা ও গোমতী জেলার বিভিন্ন বন্যা প্লাবিত এলাকা ঘুরে দেখেন। পরে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের সাথে কথা বলে ত্রাণ সরবরাহ ও বিতরণ নিয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়েছেন।প্রসঙ্গত, ত্রিপুরার প্রায় ১৭ লক্ষ মানুষ এই বিপর্যয়ে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এখন পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ৪৫০টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে এবং তাতে প্রায় ৬৫ হাজার ৪০০ জন আশ্রয় নিয়েছেন। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জরুরি ভিত্তিতে শিবিরগুলিতে বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রী যেমন খাবার প্যাকেট, পানীয়জল এবং ঔষধ প্রদান করা হচ্ছে। গ্রামোন্নয়ন, জলসম্পদ, বিদ্যুৎ, আরক্ষা, আধাসামরিক বাহিনী, অগ্নিনির্বাপক ইত্যাদি দপ্তরের অফিসার এবং কর্মীরা গত ৪ দিন ধরে বন্যা বিধ্বস্ত জনগণের উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যে নিয়োজিত রয়েছেন।প্রাথমিক তথ্যে জানা গেছে এখন পর্যন্ত পরিকাঠামো এবং কৃষি ফসল সহ বাড়িঘর এবং গবাদি পশুর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এখন পর্যন্ত সর্বশেষ তথ্যে জানা গেছে বিদ্যুৎ দপ্তরের ৮৪৪টি খুঁটি ভেঙে পড়েছে, ১৫ ১টি ট্রান্সফরমার, ৩১০ কিমি কন্ডাক্টরস এবং ২টি সাবস্টেশন সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাজ্যের ২ হাজার ৩২টি স্থানে ভূমিধুসের ঘটনা ঘটেছে, যার মধ্যে ১ হাজার ৭৮৯টি স্থানে ভূমিধুস পরিষ্কার করা হয়েছে এবং বাকি জায়গাগুলির ভূমিধস সরানোর কাজ পুরোদমে চলছে।জানা গিয়েছে, ১ হাজার ৯৫২টি স্থানে রাস্তা ভেঙে পড়েছে। যার মধ্যে এখন পর্যন্ত ৫৭৯টি স্থানে পুনরুদ্ধারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার করার জন্য রাজ্যজুড়ে মোট ১৫৩টি ড্রজার কাজে লাগানো হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় পূর্ত দপ্তরের প্রায় ২০০ জন ইঞ্জিনিয়ার দিনরাত কাজ করে চলছেন। রাজ্যের ৮টি জেলায় বন্যার কারণে খারিফ ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা যাচ্ছে যে প্রায় ৫ হাজার হেক্টর সব্জি ক্ষেত এবং ১ লক্ষ ২০ হাজার হেক্টর ধানের জমি এখনও জলের তলায় রয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন শহর এলাকায় বন্যা দুর্গতদের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ৬৫টি শিবির খোলা হয়েছে। এই শিবিরগুলোতে ৭ হাজার ২৩২টি পরিবারের ২৮ হাজার ৯৯৪ জন আশ্রয় নিয়েছেন।

ভবিষ্যতে মহাকাশ ক্ষেত্রে আরও অনেক কিছু করবো, বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট ঃসমগ্র দেশবাসীকে প্রথম জাতীয় মহাকাশ দিবসের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২৩ আগস্ট, শুক্রবার জাতীয় মহাকাশ দিবসে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, মহাকাশ ক্ষেত্রে আমাদের সরকার ধারাবাহিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং আমরা ভবিষ্যতেও মহাকাশ ক্ষেত্রে আরও অনেক কিছু করবো।চন্দ্রযান-৩এর চাঁদে অবতরণের বর্ষপূর্তি হিসেবে ২৩ আগস্ট, শুক্রবার দেশজুড়ে প্রথম জাতীয় মহাকাশ দিবস উদযাপন হচ্ছে। শুক্রবার সকালে এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, প্রথম জাতীয় মহাকাশ দিবসে সবাইকে শুভেচ্ছা। মহাকাশ ক্ষেত্রে আমাদের দেশের কৃতিত্ব আমরা অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে স্মরণ করছি। এটি আমাদের মহাকাশ বিজ্ঞানীদের অবদানের প্রশংসা করারও একটি দিন।

৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পিছোল কেজরিওয়ালের জামিন আর্জির শুনানি, সময় পেল সিবিআই

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট ঃ আবগারি দুর্নীতিতে সিবিআইএর মামলায় জামিনের আবেদন জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। পাশাপাশি দিল্লি হাইকোর্টের রায়কেও চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন তিনি। সিবিআইএর গ্রেফতারিকে 'বৈধ' আখ্যা দিয়েছিল দিল্লি হাইকোর্ট, সেই রায়কেই চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে দ্বারস্থ হয়েছেন কেজরিওয়াল।কেজরিওয়ালের এই জোড়া আবেদন নিয়ে শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে শুনানি হয়। কিন্তু, সুপ্রিম কোর্টে আরও সময় চায় সিবিআই। কেজরিওয়ালের একটি আবেদনের জবাব দিতে সিবিআইকে আরও এক সপ্তাহ সময় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এরপর আগামী ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কেজরিওয়ালের জামিন আর্জি ও দিল্লি হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ সংক্রান্ত আবেদনের শুনানি পিছিয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

উষ্ণ অভ্যর্থনা প্রবাসী ভারতীয়দের

কিভ, ২৩ আগস্ট ঃ ইউক্রেনের রাজধানী কিভ। শুক্রবার কিভ পৌঁছনোর পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান প্রবাসী ভারতীয়রা। প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজেই এক্স মাধ্যমে জানিয়েছেন, কিভ পৌঁছেছি। প্রবাসী ভারতীযরা উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছেন।ইউক্রেনে তাঁর একদিনের সফরের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কিভ সেন্ট্রাল রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছেন। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীনতা লাভের পর এটিই প্রথম কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর ইউক্রেনে সফর।

এসসি ও এসটি সংরক্ষণ ইস্যুতে কংগ্রেস, সপা ও ইন্ডি জোটের নীরবতা বিপজ্জনক ঃমায়াবতী

লখনউ, ২৩ আগস্ট ঃতফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতিদের সংরক্ষণ নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ বাতিলের প্রতিবাদে গত ২১ আগস্ট দেশজুড়ে ভারত বনধ পালিত হয়। এই ইস্যুতে এবার সরব হলেন বহুজন সমাজ পার্টির প্রধান মায়াবতী। বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করেছেন তিনি। একইসঙ্গে মায়াবতী মন্তব্য করেছেন, এসসি ও এসটি সংরক্ষণ ইস্যুতে কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি ও ইন্ডি জোটের নীরবতা বিপজ্জনক।উল্লেখ্য, সম্প্রতি শীর্ষ আদালত একটি মামলার রায়ে জানায়, তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতি সমাজের মধ্যে যাঁরা আর্থিক ভাবে স্বচ্ছল তাঁদের সংরক্ষণ বাতিল করে দেওয়া হোক। পরিবর্তে আর্থিকভাবে যাঁরা একেবারে নীচে রয়েছেন, সেই অতি পিছিয়ে পড়া অংশকে চিহ্নিত করে তাঁদের বাড়তি সুবিধা দেওয়ার পক্ষে রায় দেয় শীর্ষ আদালত।এ প্রসঙ্গে শুক্রবার সকালে এক্স মাধ্যমে মায়াবতী নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তিনি এক্সএ লেখেন, এটি অত্যন্ত দুঃখজনক এবং উদ্বেগজনক যে, কেন্দ্র এখনও পুরানো ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করতে এবং এসসিএসটি সংরক্ষণে শ্রেণীবিভাগ এবং ক্রিমি লেয়ারের নতুন নিয়মগুলি কার্যকর করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এখনও কোনও দৃঢ় পদক্ষেপ নেয়নি। ২১ আগস্ট ভারত বনধ সত্ত্বেও কেন্দ্র যদি এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার বিষয়ে না ভাবে, তবে এটি উদ্বেগের বিষয় ... এই বিষয়ে কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি এবং তাঁদের ইন্ডি জোটের নীরবতা সমান বিপজ্জনক।

শনিবার মহারাষ্ট্র বনধের ডাক এমভিএ-এর

মুম্বই, ২৩ আগস্ট ঃ গত ২১ আগস্ট ভারত বনধের আংশিক সাফল্যের পরে, ২৪ আগস্ট মহারাষ্ট্র বনধের ডাক দিয়েছে মহা বিকাশ আঘাড়ি (এমভিএ)। শনিবার, ২৪ আগস্ট মহারাষ্ট্র বিরোধী জোট, মহা বিকাশ আঘাড়ির পক্ষ থেকে মহারাষ্ট্র বনধের ডাক দেওয়া হয়েছে। কংগ্রেস, উদ্ধব ঠাকরের নেতৃত্বে শিবসেনা এবং শরদ পাওয়ার নেতৃত্বাধীন এনসিপি (এসপি) এই বনধ ডেকেছে।এমভিএর ডাকা আজ(শনিবার) 'মহারাষ্ট্র বনধ' প্রসঙ্গে শিবসেনা (ইউবিটি) নেতা উদ্ধব ঠাকরে বলেছেন, অনেক মানুষ মনে করতে শুরু করেছেন, মেয়েরা স্কুলে নিরাপদ নয়। সমস্ত নাগরিক আজ বনধে অংশ নেবেন, শুধু মহা বিকাশ আঘাড়ি নয়। দুপুর ২টা পর্যন্ত বনধ থাকবে। বাস ও ট্রেন পরিষেবাও বন্ধ রাখতে হবে, আপনি যে কোনও ধর্ম অথবা জাতের হোন, কিন্তু আপনার মেয়েবোনদের সুরক্ষার জন্য এই বনধকে সফল করুন।

ব্রিটিশ ভারতের একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক রাধা গোবিন্দ কর

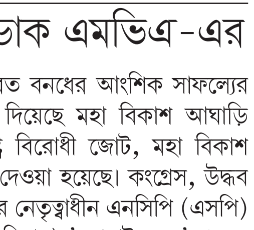

মধুসূদন দে,বাঁকুড়াঃরাধাগোবিন্দ কর একজন ভারতীয় চিকিৎসক। জন্ম ২৩ শে আগস্ট। সাল ১৮৫২। পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার সাঁতরাগাছি তে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা দুর্গাদাস কর একজন চিকিৎসক ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার আর.জি.কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল তাঁর নামেই নামকরণ করা হয়েছে।হিন্দু স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়নের জন্য কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। নানা কারণে এক বছর পর কলকাতা মেডিকেল কলেজ ত্যাগ করেন। ১৮৮৩ সালে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ইংল্যান্ডে যান। ১৮৮৭ সালে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেডিকেল ডিগ্রী লাভ করেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এর সাথে একটি মেডিকেল স্কুল গড়ে তোলা তাঁর জীবনের লক্ষ্য হয়ে ওঠে। অর্থের অভাব। প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলেন। কয়েকজন চিকিৎসক বন্ধু তাঁর মিশনে যোগদান করেন। সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠল ১৮৮৬ সালে ১৮ ই অক্টোবর ক্যালকাটা স্কুল অফ মেডিসিন। ১৮৮৭ সালে নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুল। ১৯১৬ সালে নামকরণ করা হয় বেলগাছিয়া মেডিকেল কলেজ। ১৯১৮ সালে ১২ই মে রাধাগোবিন্দ করের মৃত্যুর পর নাম পরিবর্তন করে আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল রাখা হয়।ব্রিটিশ ভারতের একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক। নিজের জীবনের সমস্ত উপার্জন মানুষের চিকিৎসার স্বার্থে দান করেন। বিবেকানন্দের ডাকে তিনি কলকাতায় আসেন । কলকাতায় প্লেগ তখন মহামারীর আকার নিয়েছে। তিনি উত্তর কলকাতা ঘুরে ঘুরে রোগীদের সেবা করে চলেছেন। পথ্য কিনতে অপরাগ রোগীকে নিজের অর্থ তুলে দিচ্ছেন। রোগীকে রোগ থেকে বাঁচার পরামর্শ দিচ্ছেন। এমন এক মানবদরদী চিকিৎসককে তাঁর শুভ জন্মদিনে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

৬ ভাদ্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার, ইংরেজিঃ২৩ আগস্ট ২০২৪, ৫৫৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ৭ ভাদ্র, চান্দ্রঃ১৯ ঋষিকেশ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্বৎ, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দ, বাংলাদেশঃ৮ ভাদ্র ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১ ভাদ্র ১৯৪৬, মৈতৈঃ১৯ থাবান, আসামঃ ৬ ভাদ, মুসলিমঃ১৭সফর১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ১৯ঃ০২ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ৫৮ঃ০২।চন্দ্র উদয়ঃরাত্রি ০৮ঃ৩৭ঃ৪৩(২৩) এবং অস্তঃসকাল ০৯ঃ৪৭ঃ০৫(২৪)।কৃষ্ণ পক্ষ তিথিঃ চতুর্থী (রিক্তা) বিকাল ঘ ০৩ঃ১৮ঃ০৫ দং ২৫৭২৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃ রেবতী সকাল ঘ ০১ঃ২৫ঃ২৩ দং ৫০১৫৫০ পর্যন্ত পরে অশ্বিনীকরণঃ বালব বিকাল ঘ ০৩ঃ১৮ঃ০৫ দং ২৪৫২৫ পর্যন্ত পরে কৌলব সকাল ঘ ০২ঃ০৪ঃ১৭ দং ২৫৫২৫ পর্যন্ত পরে তৈতিলযোগঃশূল বিকাল ঘ ০৩ঃ২৬ঃ২১ দং ২৫১৮৫ পর্যন্ত পরে গণ্ডঅমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ১৯ঃ০৭ থেকে ০৭ঃ০০ঃ১৯ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫০ঃ৫৫ থেকে ১০ঃ২২ঃ৪৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৪ঃ৩১ থেকে ০২ঃ৩৫ঃ৪৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১৬ঃ৫৫ থেকে ০৫ঃ৫৮ঃ০৭ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৮ঃ৫৫ থেকে ০৮ঃ৫৯ঃ৪৩ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০২ঃ৫৫ থেকে ০৩ঃ৪৮ঃ১৯ পর্যন্ত।মহেন্দ্রযোগঃরাত্রি ১০ঃ৩০ঃ৩১ থেকে ১১ঃ১৫ঃ৫৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৪৮ঃ১৯ থেকে ০৫ঃ১৯ঃ০৭ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০৭ঃ৫০ঃ৫৫ থেকে ০৮ঃ৪১ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিকর াত্রিঃ০৭ঃ২৮ঃ৫৫ থেকে ০৮ঃ১৪ঃ১৯ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০৮ঃ২৮ঃ৫২ থেকে ১০ঃ০৩ঃ৪৫ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৩ঃ৪৫ থেকে ১১ঃ৩৮ঃ৩৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৮ঃ২২ থেকে ১০ঃ১৩ঃ৩০ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৪৬২৫৩২ (১০) ২ পদচন্দ্রঃ ০০৫৭৪৯ (১) ১ পদমঙ্গলঃ ১২৫৫২৫২ (৫) ১ পদবুধঃ ৩২৩৯১৮ (৯) ২ পদবৃহস্পতিঃ ১২৪৪৩৪৫ (৫) ১ পদশুক্রঃ ৪২৮৩৩১৯ (১২) ১ পদশনিঃ ১০১৯৫০৩ (২৪) ৪ পদরাহুঃ ১১১৬২৮২৪ (২৬) ৪ পদকেতুঃ ৫১৬২৮২৪ (১৩) ২ পদশনি বক্রি।লগ্নঃসিংহ রাশি সকাল ০৬ঃ৫৯ঃ৫৬ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সকাল ০৯ঃ১০ঃ০৮ পর্যন্ত। তুলা রাশি সকাল ১১ঃ২৪ঃ১৯ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি দুপুর ০১ঃ৪০ঃ০২ পর্যন্ত। ধনু রাশি দুপুর ০৩ঃ৪৫ঃ২১ পর্যন্ত। মকর রাশি বিকাল ০৫ঃ৩২ঃ১৫ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি বিকাল ০৭ঃ০৫ঃ৩৮ পর্যন্ত। মীন রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ৩৬ঃ৪২ পর্যন্ত। মেষ রাশি রাত্র ১০ঃ১৭ঃ১৬ পর্যন্ত। বৃষ রাশি রাত্রি ১২ঃ১৫ঃ৩৯ পর্যন্ত। মিথুন রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ২৮ঃ৫৭ পর্যন্ত। কর্কট রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৪৪ঃ৪১ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

একনাগাড়ে বৃষ্টির সৌজন্যে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি কমেছে অনেকটাই। তাপমাত্রাও মোটামুটি স্বস্তিদায়ক। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত এই বৃষ্টিপাত চলবে, কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৭.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯০ শতকরা এবং ৭৭ শতকরা। জোয়ার-সকাল ৮ টা ৫৬ মিনিট এবং রাত ৮টা ২৫ মিনিট। ভাটা-বেলা ১টা ৫০ মিনিট এবং রাত ১ টা ২০ মিনিট। সূর্যঃউদয় ৫টা ১৪ মিনিট এবং অস্ত যাবে ৬টা ১০মিনিট

রাশিফল

মেষ রাশিঃ নিজের বেপরোয়া মনোভাবের জন্য ব্যবসায় লোকসান বৃদ্ধি। সন্তানদের লেখাপড়ায় অমনোযোগিতার ফলে পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হবে না।

বৃষ রাশিঃ কর্মপ্রার্থীদের মনোমতো কর্মলাভের সুযোগ আসবে। উচ্চশিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় সাফল্য।

মিথুন রাশিঃ মহিলাদের নতুন চাকরির সুযোগ আসতে পারে।

কর্কট রাশিঃধনাগম অতিশয় শুভ। কর্মক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি।

সিংহ রাশিঃ পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে মনোমালিন্যে সম্পর্কে অবনতি।।

কন্যা রাশিঃসন্তানদের আবদার সব সময় মেনে নেবেন না।

তুলারাশিঃসমাজ-কল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে আপনার নাম, যশ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাবে।

বৃশ্চিক রাশিঃআর্থিক উন্নতি হবে।

ধনু রাশিঃ সংসারে শান্তি আসবে।

মকর রাশিঃ কর্মপ্রার্থীদের কাজের সন্ধানের জন্য আরও উদ্যমী হতে হবে। কাজের যোগ হতে পারে।

কুম্ভ রাশি ঃঠিকাদারি ব্যবসায় নতুন কাজের বরাত আসতে পারে।।

মীন রাশিঃবাবা-মায়ের প্রতি কর্তব্য পালন করলেও সেরকম প্রশংসিত হবেন না।সন্তানদের অন্যায়-আবদার সবসময় মেনে নেবেন না। শুভ দিন হবে আজ । সন্তান হতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় আজ শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে উদ্বোধন করলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ শ্রী বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার মুখ্য সচেতক শ্রী নির্মল ঘোষ উপমুখ্য সচেতক শ্রী দেবাশীষ কুমার বিধায়ক অশোক দেব বিধায়ক ডাঃ রানা চক্রবর্তী বিধায়ক শ্রীমতি সুপ্তী পান্ডে বিধায়ক নয়না বন্দোপাধ্যায় ও অন্যান্য বিধায়ক ও আধিকারিক ও বিধানসভার কর্মীবৃন্দ । আগামী ২৬ শে আগস্ট রাতে জন্মাষ্টমীর পুজো হবে এবং পরের দিন ২৭ তারিখ ভোগ বিতরণ হবে। নানান সংস্কৃতিক ও সঙ্গীতের মাধ্যমে আজকের উদ্বোধন একটি আকর্ষণীয়ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ছবি সুবল সাহা।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে নবান্নের তৈরি টাস্ক ফোর্স হাওড়ার বাজারেও অভিযানে নামলো

দাম কমানোর পরামর্শ, কাজ না হলে কড়া আইনি ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৩ আগস্ট ঃ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর এর আগে কলকাতার বিভিন্ন বাজারে অভিযান চালিয়েছে নবান্নের তৈরি টাস্ক ফোর্স। শুক্রবার তারা হাওড়ার বাজারেও অভিযানে নামলেন। এদিন সকালে হাওড়ার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে দাম কমানোর পরামর্শ দিলেন তাঁরা। কাজ না হলে কড়া আইনি ব্যবস্থার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়। এই অভিযানের পর হাওড়ার বাজারেও সবজির দাম নিযন্ত্রণে আসবে বলে আশা করছেন টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা। প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পেয়ে কলকাতার পর এদিন হাওড়ার বাজারেও অভিযানে নামেন নবান্নের তৈরি টাস্ক ফোর্স। শুক্রবার সকালে মধ্য হাওড়ার কালীবাবুর বাজারে অভিযান চালায় টাস্ক ফোর্সের দল। সঙ্গে ছিল এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ ও হাওড়া থানার পুলিশ। এদিনের অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর মার্কেটিং কমিটির টাস্ক ফোর্সের সদস্য রবীন্দ্রনাথ কোলে। তিনি এদিন কালীবাবুর বাজারে ঢুকে খুচরো বিক্রেতাদের কাছ থেকে আলু, পেঁয়াজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সবজির দাম জানতে চান। বিশেষ করে আলুর দামে কেন এতো ফারাক

বিভিন্ন ব্যবসায়ীর কাছে তাও জানার চেষ্টা করেন তিনি। বিশেষভাবে জোর দেন আলুর দামের উপর। তিনি বিক্রেতাদের বেশি লাভ না রাখারও নির্দেশ দেন। এদিন বাজারের জনৈক ক্রেতা পার্থ ভৌমিক বলেন, দোকানদারেরা বলছেন পাইকারদের কাজ থেকে বেশি দামে কিনতে হচ্ছে। হয় টাস্ক ফোর্স পাইকারি বাজারে গিয়ে দাম নিয়ন্ত্রণ করুক, না হয় ২৪ ঘণ্টা এখানে পোস্টিং দিক। তবেই দাম নিয়ন্ত্রণে আসবে। এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের ইন্সপেক্টর সুরজি চক্রবর্তী বলেন, এদিন বেশিরভাগ দোকানে আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে আছে। এখন পাইকারি বাজারে আলুর দাম ২৭ টাকা। বেশিরভাগ দোকানে ৩২ টাকা বলা হলেও কিছু কিছু দোকানে ৩৫ টাকা দাম বলছে। দোকানদারকে সতর্ক করা হয়েছে। যারা এমন দামে বিক্রি করছেন তাঁদের নাম, মোবাইল নম্বর নেওয়া হয়েছে। এখানে প্রতিদিন এসে নজরদারি করা হবে বেশি দামে সবজি বিক্রি হচ্ছে কিনা। যাতে দোকানে প্রাইস লিস্ট টাঙানো হয় সে ব্যাপারে দোকানের মালিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে সাধারণ মানুষ জিনিসের দাম জানতে পারেন। এদিন কালীবাবুর বাজারে এসে মুখ্যমন্ত্রীর মার্কেটিং কমিটির টাস্ক ফোর্সের সদস্য রবীন্দ্রনাথ কোলে বলেন, হাওড়ার এই বাজার সম্পর্কে অনেক অভিযোগ আমাদের সামনে এসেছে। ওইজন্য আমরা এসেছি। এখানে পাইকারি বিক্রেতারা আলু বিক্রি করছে ২৭ টাকায়। কিন্তু এখানে খুচরা বিক্রেতাদের মধ্যে কেউ ৩০ টাকায়, কেউ ৩৫ টাকায় বিক্রি করছে। যারা বেশি দামে বিক্রি করছেন তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এমন না করার জন্য। বেশি দামে যাতে আলু বিক্রি না হয় সে ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন। তাদের আরও জানানো হয়েছে যদি আলু বেশি দামে বিক্রি করা হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে আমরা তা করতে চাইছি না। যারা বেশি ভাবে আলু বিক্রি করছে তাদের কাছে গিয়ে আমরা বুঝিয়েছি। হিসেব অনুযায়ী এখানে আলুর দাম হওয়া উচিত ৩০ টাকা। তা না করে আলু বিক্রেতা বেশি দামে আলু বিক্রি করছে। পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে কথা বলে নজরদারির ব্যবস্থা করা হবে।

নিমতায় বজরংবলী উৎসব কমিটির কৃতী সংবর্ধনা ও শিক্ষণ সামগ্রী বিলি

দুরন্ত বার্তা, নিমতা, ২৩ আগস্ট ঃ নিমতা কালী বাড়ি সত্যেন দত্ত রোডে বাসরিক বজরংবলী উৎসব কমিটির উদ্যোগে মন্দির সংলগ্ন প্রয়াত স্বপন কুমার দাস মঞ্চে উত্তর দমদম পুরসভার ২৬ নং ওয়ার্ডের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে কৃতি পড়ুয়াদের সংবর্ধনা এবং শিক্ষণ সামগ্রী প্রদান অনুষ্ঠানে চাঁদের হাট বসেছিল। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন উদ্বোধক উত্তর দমদম পুরসভার পুরপ্রধান বিধান বিশ্বাস,প্রধান উপদেষ্টা পুর পারিষদ সদস্য শিক্ষক বিন্দুমাধব দাস, পুর প্রতিনিধি কল্যাণ কর, নীলা মিত্র, শংকর দাস, ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী,পঞ্চায়েত সদস্য গৌরাঙ্গ সাহা, বজরংবলী উৎসব কমিটির সভাপতি নিতাই দত্ত, সুমন দাস সহ বিশিষ্ট জনেরা। উৎসব কমিটির সভাপতি নিতাই দত্ত ও অন্যতম মনিকা বরুয়া রা জানান দীর্ঘ ১২ বছর ধরে সগৌরবে নিমতা কালী বাড়ি সত্যেন দত্ত রোডে চার দিন ধরে এলাকার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ উদ্দীপনায় জাকজমক পূর্ন ভাবে বজরংবলী উৎসব পালন করে চলেছি। বজরংবলীর মূর্তিতে পূজা আরতি ও আরাধনা সন্ধ্যায় ভোগ বিতরন হয়।এলাকায় কৃতী পড়ুয়াদের উচ্চ শিক্ষায় উৎসাহ প্রদান ও শিক্ষণ সামগ্রী বিলি। শেষ দিনে বাঁকুড়া জয়রাম বাউল সম্প্রদায়ের প্রতিভাবান বাউল শিল্পীদের সমন্বয়ে বাউল সংগীতানুষ্ঠান।

বৃষ্টির সতর্কতা নেই কলকাতায়, আপাতত চলবে স্বস্তির বৃষ্টিপাত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ আগস্ট ঃ শুক্রবার সকালের আবহাওয়া বুঝিয়ে দিচ্ছে, দক্ষিণবঙ্গে আপাতত বৃষ্টিপাত চলবে। দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই আগামী ২৪ ঘণ্টা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শনিবার থেকে ভারী বৃষ্টি হতে পারে চার জেলায়। এই জেলাগুলি হল দুই ২৪ পরগনা এবং দুই মেদিনীপুর। রবিবারও এই চার জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। রবিবার রাত থেকে ভারী বৃষ্টি হতে পারে দুই মেদিনীপুর, হুগলি এবং পশ্চিমের তিন জেলা বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং ঝাড়গ্রামে। কলকাতায় অবশ্য ভারী বৃষ্টির সতর্কতা নেই। তবে শহরের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকবে। শুক্রবার সকালেও কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলির আকাশ ছিল মেঘলা। কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টিও হয়েছে। শুক্রবার শহরের তাপমাত্রা সর্বনিম্ন থাকতে পারে ২৬.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৪ ডিগ্রি বেশি।

একে একে প্রকাশ্যে আসছে সন্দীপ ঘোষের কীর্তির মালা

সমীর দাস, কলকতা, ২৩ আগস্ট ঃ বনগাঁ হাইস্কুলের কৃতি ছাত্র সন্দীপের মধ্যে যখন একবার লোভ ঢুকে গিয়েছিল তখন তা আর আটকাতে পারেন নি তিনি। বিশেষ করে শাসক দলের ঘনিষ্ঠ হওয়ায় তিনি 'ধরাকে সরা' জ্ঞান করতেন। ফলে ডুবে যাচ্ছিলেন অন্ধকার জগতে। ইতিমধ্যে তার সম্পর্কে বহু অভিযোগ এসেছে। এবার সামনে আসলো আরো অভিযোগ। জানা গিয়েছে, ২০২২ সালের জুলাই মাসে আরজি কর হাসপাতালে স্যালাইন সংকট দেখা দেয়। হঠাৎ করেই রাতে ট্রমা কেয়ার সেন্টারে স্যালাইন শেষ হয়ে যায়। জানা যায় যে স্যালইন সরবরাহকারী সংস্থা স্যালাইন দিত, তাদের দীর্ঘদিন ধরে টাকা বাকি। ফলে তারা স্যালাইন সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। ওই অবস্থায় গভীর সংকটে পড়েন রুগীরা। গোটা আরজি কর হাসপাতাল জুড়ে দেখা দেয় স্যালাইনের তীব্র সংকট। তবুও ওই সংস্থাকে টাকা না দিয়ে পাল্টা তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান সন্দীপ ঘোষ। উঠে আসছে এমনটাই অভিযোগ। পরে সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজ থেকে স্যালাইন এনে সেই সমস্যা মেটানো হয়। এছাড়াও তার নতুন কিছু কীর্তি সামনে আসছে। ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে হাসপাতালের মর্গ থেকে চারটি মরদেহ লোপাটের অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ, মৃতদের পরিবারকে না জানিয়ে মরদেহ অন্য মেডিক্যাল কলেজে ফরেনসিক মেডিসিনের ওয়ার্কশপের জন্য ভাড়া দেওয়া হয়। এই কাজের জন্য মৃতদেহের রেজিস্ট্রার পর্যন্ত লোপাট করা হয় বলে অভিযোগ। সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেন তৎকালীন আরজি করের ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সোমনাথ দাস। আরো জানা যায়, নিজের পছন্দের যে জুনিয়ার ডাক্তার, ইন্টার্নদের দল, তাদের নিয়মিত মদ্যপানের ব্যবস্থা করা হত গেস্ট হাউসে। কলেজের ফেস্টে নিজের কাছের ছাত্রছাত্রীদের দেদার ফুর্তির ব্যবস্থা করার অভিযোগও উঠেছে সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে। এছাড়াও হাসপাতালে সিসিটিভি লাগানোর জন্য ১৪ লক্ষ টাকা খরচ দেখানো হয়। তবে আদৌ পর্যাপ্ত সিসিটিভি ছিল না বলে অভিযোগ। শাসক দলের ঘনিষ্ঠ হওয়ায় এতদিন এই নিয়ে খুব বেশি নড়াচড়া পরে নি। এবার কি তা আদন্তের অধীনে আসবে? প্রশ্ন নাগরিক মহলের।

রাজ্য সরকার চলতি বছরে মোট ৭৫ হাজার কৃষককে আধুনিক কৃষি সরঞ্জাম কিনতে সাহায্য করবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ আগস্ট ঃ রাজ্য সরকার চলতি বছরে মোট ৭৫ হাজার কৃষককে আধুনিক কৃষি সরঞ্জাম কিনতে সাহায্য করবে। এজন্য খরচ হবে ২৫০ কোটি টাকা। সাহায্য দানের প্রক্রিয়ায় এবার সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় রাখতে অনলাইনে লটারির মাধ্যমে প্রাপকদের বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কৃষি দফতর সূত্রে জানা গেছে এবছর থেকেই কৃষির যান্ত্রিকীকরণের জন্য আর্থিক সহাযতা প্রকল্প বা এফএফএসএম-এর অধীনে কৃষকদের যন্ত্রপাতি কিনে দেওয়ার ক্ষেত্রে অনলাইন আবেদনের পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। গত ২০ অগস্ট থেকে কৃষি দফতরের পোর্টালে আবেদন নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যা চলবে আগামী ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। তার পরে আবেদনকারীদের মধ্যে লটারি করে কৃষি যন্ত্রাংশ দেওয়া হবে। কৃষি দফতরের শীর্ষ আধিকারিকদের নজরদারিতে এই লটারি করা হবে। কৃষি সরঞ্জাম বিলি নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ রুখতেই সামগ্রিক প্রক্রিয়া অনলাইন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে কৃষি দফতর সূত্রে জানা গেছে । এছাড়াও কৃষকবন্ধু প্রকল্পে নাম থাকা কৃষক বা সরকারি কোনও দফতরের স্বীকৃত কৃষক গোষ্ঠী কৃষিযন্ত্র ভা।। কেংদ্র স্থাপনের জন্য আবেদন করতে পারবেন। এই প্রকল্পের মাধ্যমে কোনও কৃষক বা কৃষকগোষ্ঠী পাওয়ার টিলার বা সৌরশক্তি চালিত পাম্প কেনার জন্য আবেদন জানাতে পারবেন। তবে সেক্ষেত্রে আগ্রহী কৃষকদের ০.৫ একর নিজস্ব জমি থাকতে হবে। ছোট যন্ত্রাংশের ক্ষেত্রে চাষিরা ৫০ শতাংশ ভর্তুকি পাবেন। চাষিরা পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর ছা।। ড্রোনের জন্যও আবেদন করতে পারবেন।

কম মেট্রো চালানোর সিদ্ধান্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ আগস্ট ঃ আগামী সোমবার জন্মাষ্টমীর দিন মেট্রো রেল কবি সুভাষ দক্ষিনেশ্বর করিডরে অন্যান্য দিনের তুলনায় কম ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওইদিন এই করিডরে ২৮৮টির পরিবর্তে আপ ও ডাউনে ২৩৪টি ট্রেন চালানো হবে বলে মেট্রোর তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি এসপ্ল্যানেড হাওড়া ময়দান রুটে ১৩০টির পরিবর্তে ১২২টি ট্রেন চালানো হবে। তবে জোকা-মাঝেরহাট ও কবি সুভাষ রুবি রুটে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক থাকবে।

উলুবেড়িয়া থানার সামনে বিক্ষোভ বিজেপির

আর জি কর কান্ডের দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবিতে হাওড়া জেলা গ্রামীন বিজেপির পক্ষ থেকে শুক্রবার উলুবেড়িয়া থানার সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও থানা কর্মসূচি। এই অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি ছিল সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ। নেতৃত্বে ছিলেন হাওড়া জেলা গ্রামীন বিজেপির সভাপতি অরুণ উদয় পাল চৌধুরী , বিক্ষোভ কর্মসূচির শেষে সভাপতি অরুণ উদয় পাল চৌধুরী বলেন উলুবেড়িয়া থানার পুলিশ আমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি এবং বিজেপর সভ্য সমর্থকরা শান্তিপূর্ণ ভাবে কর্মসূচি পালন করেন,এই কর্মসূচিতে আরো উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা নেতা রমেশ সাধুখাঁ, সন্তোষ দোলুই, গৌতম মুখার্জি প্রমুখ।

'আমি তৃণমূল করি, এটাই আমার অপরাধ?'তৃণমূল নেত্রী রাজন্যা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ আগস্ট ঃ আর জি কর কান্ড নিয়ে যখন উত্তাল বাংলা তথা ভারত, তখন তৃণমূলের ছাত্রনেত্রী রাজন্যা গেলেন সোনারপুর থানায়। ঘটনা সূত্রে জানা যাচ্ছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় কুরুচিকর পোস্ট! এমনই অভিযোগ তুলে পুলিশের দ্বারস্থ হলেন শাসকদলের ছাত্রনেত্রী রাজন্যা হালদার। তাঁর অভিযোগ, তাঁর ছবি ব্যবহার করে সোশ্যাল মিডিয়ায় অশালীন পোস্ট করা হয়েছে। তিনি বলেন, ' রাত দখলের ডাক দিচ্ছে, তাঁরাই প্রকাশ্যে রেপ থ্রেট দিচ্ছে!' বৃহস্পতিবার রাতেই এই ঘটনায় সোনারপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দাযের করেছেন তিনি। তাঁর অভিযোগ তাঁর সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্য যিনি করেছেন, তিনি মোটেই সভ্য মহিলা নন। তিনি এর প্রতিকার চাইতেই পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন। রাজন্যা জানান, এবার সাইবার ক্রাইম দপ্তর থেকে তদন্ত করা হবে। তখন দেখা যাবে ওই মহিলা কিভাবে আত্মরক্ষা করেন। এরপর বিষয়টি যাবে সাইবার ক্রাইম বিভাগের হাতে। বারুইপুর পুলিশ জেলার অধীন সাইবার ক্রাইম থানায় এই ঘটনার তদন্ত হবে বলে জানিয়েছেন রাজন্যা।এই ঘটনায় যাঁর বিরুদ্ধে পোস্ট করার অভিযোগ, তিনি বামমনস্ক বলে দাবি রাজন্যার। তিনি একজন মহিলা বলেও দাবি করেছেন তিনি। তৃণমূল নেত্রীর দাবি, আরজি করের নারী নির্যাতন নিয়ে যাঁর সুবিচার চাইছেন, তাঁদের মধ্যেই কেউ আর এক নারীর প্রতি অশালীন মন্তব্য করছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন, শুধু তাঁর সম্পর্কেই নয়, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কেও কুরুচিকর পোস্ট করা হয়েছে। তিনি এর তীব্র প্রতিবাদ জানান। যদিও কোন পোষ্টের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তা এখনও স্পষ্ট নয়।

শিয়ালদহ ডিভিসনে যাত্রী সন্তুষ্টি ও নিরাপত্তাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে

দুরন্ত বার্তা, কলকতা, ২৩ আগস্ট ঃ ভালোভাবে রক্ষনাবেক্ষনের জন্য ব্রিজগুলিতে ট্রেন পরিষেবার অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রেলপথের পরিকাঠামো ব্যবস্থাপনায় সেতুর কাঠামোগত সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা যা পরিষেবা বিঘ্ন ও বিলম্বের ঝুঁকি হ্রাস করে, এবং নির্ভরযোগ্য ও সময়নিষ্ঠ ট্রেন অপারেশনে সহায়ক। সেতুর রক্ষনাবেক্ষনের কাজ একটি অত্যাবশ্যকীয় দিক, যা রেল নেটওয়ার্কের অখণ্ডতা ও নির্ভরযোগ্যতা বজায় রাখতে সহায়ক। পূর্ব রেলওয়ে যাত্রীদের সুবিধা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী বিভিন্ন রেল সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ কাজ পরিচালনা করছে। আধুনিক নিরাপত্তা মানদণ্ড অনুসরণ করে, নিরাপত্তা এবং গ্রাহক সন্তুষ্টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেই অনুযী, শিয়ালদহ ডিভিশনের শিয়ালদহ-দমদম জংশনের অন্তর্গত ব্রিজ নম্বর ১৭ এর আর.সি.সি. (রিইনফোর্সড সিমেন্ট কংক্রিট) জ্যাকেটিংয়ের মাধ্যমে কলামগুলি সুরক্ষিত করা হয়েছে, যার ফলে কাঠামোর স্থিতিস্থাপকতা এবং যাত্রী নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হচ্ছে। এই ব্রিজ টি শিয়ালদহ-দমদম জংশন সেকশনের ৪৩-৫ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত এবং মোট ২ X ৯.১৫ মিটার জুড়ে অবস্থিত। এই সেতুটির উপর দিয়ে প্রতিদিন প্রায় ৯৫ টির মতো লোকাল ও এক্সপ্রেস ট্রেন যাতায়াত করে। নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে এবং ট্রেনের সাছন্দে চলাচলের জন্য সেতুর কাঠামোগত অখণ্ডতা এবং বোঝা বহনের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য অত্যাধুনিক রেট্রোফিটিং কৌশলগুলি প্রয়োগ করা হচ্ছে। পূর্ব রেলওয়ে যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করছে এবং যাত্রীদের অসুবিধা দূর করতে সব ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সঠিক রক্ষনাবেক্ষনের মাধ্যমে সেতুর নিরাপত্তা, উদ্ভাবন, এবং গ্রাহক সন্তুষ্টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে।

টেট-এ প্রশ্ন ভুল মামলা, ৩ সদস্যের বিশেষ কমিটি গঠনের নির্দেশ হাইকোর্টে

টেট-এ প্রশ্ন ভুল মামলা ৩ সদস্যের বিশেষ কমিটি গঠনের নির্দেশ হাইকোর্টের দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ আগস্ট ঃ ২০১৪ সালের পর ২০১৭ এবং ২০২২ সালের টেট পরীক্ষার প্রশ্নপত্রেও ভুল থাকার অভিযোগ উঠেছিল। কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন পরীক্ষার্থীদের একাংশ। প্রশ্নপত্র যাচাইয়ে দুই বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়ে কমিটি গড়ার নির্দেশ দেয় সিঙ্গল বেঞ্চ। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে গিয়েছিল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। শুক্রবার বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডনের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়। এই মামলায় এবার তিন সদস্যের বিশেষ কমিটি গড়ার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। হাইকোর্টের নির্দেশ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন করে বিশেষজ্ঞ এই কমিটিতে থাকবেন। এই বিশেষজ্ঞ কমিটি বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের দিয়ে প্রশ্নপত্র খতিয়ে দেখবে, নির্দেশ এমনটাই। অর্থাৎ প্রশ্ন ভুল ছিল কিনা, তা খতিয়ে দেখার দায়িত্ব থাকবে এই কমিটির উপর।

চন্ডীতলার কাপাসাড়িয়ায় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৩ আগস্ট ঃ নির্মল গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষ্যে হুগলি জেলার সিঙ্গুর বিধানসভার অধীন চন্ডীতলা ২ নম্বর ব্লকের কাঁপাসাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সনকা গ্রামে প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয়ে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের উদ্বোধন হলো। এটির উদ্বোধন করেন রাজ্যের কৃষি বিপণন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না, ওই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া, হুগলির জেলা শাসক মুক্তা আর্য, কাপাসাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান যথাক্রমে রিত্তিক রায় ও দেবাশীষ

বিশ্বাস সহ ব্লক প্রশাসন ও স্থানী জনপ্রতিনিগন। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন সমাজকে স্বচ্ছ ও নির্মল ভাবে গড়ে তুলতে ভয়ংকর বিষ পলিথিনকে বর্জন করতে হবে, বিশেষ করে বাচ্চারা আগামী দিনে যাতে পলিথিনের ভয়ংকর বিষাক্ততা থেকে মুক্ত থাকতে পারে তার জন্য এই কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প অত্যন্ত জরুরী। ওই অনুষ্ঠানে কাপাসাড়িয়া গ্রাম পঞ্চাযেতের উপপ্রধান দেবাশীষ বিশ্বাস বলেন আগামী দিনে এখানে মডেল গ্রাম হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবং আগামী প্রজন্ম যাতে সুস্থভাবে বাঁচতে পারে তার জন্য এই প্রকল্পের মাধ্যমে সকল গ্রামবাসীগনকে যুক্ত হতে আহ্বান জানান তিনি। জানা গেছে অষ্ট চরণ দাস নামে এক গ্রামবাসী এই প্রকল্পের জন্য জমি দান করেছেন। তার জন্য সকলে তাকে ধন্যবাদ জানান।

পূজার ছুটিতে পুরী ভ্রমণের পরিকল্পনা ঃ কলকাতা-পুরী স্পেশাল ট্রেনে ১৩,০০০ অতিরিক্ত বার্থ উপলব্ধ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ আগস্ট ঃ আসন্ন উসবের মরশুম, যার মধ্যে রয়েছে পূজা, দীপাবলি এবং ছট পূজা, পুরীতে যাত্রীদের ভিড় অত্যন্ত বেড়েছে। বিভিন্ন গন্তব্যস্থলের মধ্যে, পুরী বাঙালিদের জন্য একটি প্রিয় স্থান হিসেবে বিশেষভাবে উজ্জ্বল। পুরী এমন একটি অনন্য অভিজ্ঞতা প্রদান করে যেখানে সমুদ্রের গর্জন উপভোগ করার পাশাপাশি জগন্নাথ মন্দির দর্শন করার সুযোগ থাকে। ভ্রমণপিপাসু বাঙালিদের কাছে ট্রেন সর্বদাই প্রথম পছন্দ। ট্রেনে যাত্রা কেবল সাশ্রযী.নয়, এটি আনন্দদায়কও, যা এটিকে পরিবহনের জন্য পছন্দের মাধ্যম করে তুলেছে। যাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে এবং অতিরিক্ত ভ্রমণের চাপকে সামাল দিতে ইস্টার্ন রেলওয়ে একটি অতিরিক্ত বিশেষ ট্রেন পরিষেবা চালু

করার উদ্যোগ নিয়েছে, যা কলকাতা ও পুরীর মধ্যে চলাচল করবে। এই উদ্যোগের ফলে ১৩,০০০ অতিরিক্ত আসন তৈরি হবে, যা যাত্রীদের জন্য বহুল প্রয়োজনীয় স্বস্তি এনে দেবে এবং তারা সহজেই তাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবেন। ০৩১০১ কলকাতা - পুরী স্পেশাল ট্রেনটি প্রতি বৃহস্পতিবার ০৩.১০.২০২৪ থেকে ২৮.১১.২০২৪ (৯ টি ট্রিপ) পর্যন্ত কলকাতা থেকে রাত ১১,৫০ টায় ছাড়বে এবং পরের দিন সকাল ০৯,৩৫ টায়.পুরীতে পৌঁছাবে। ০৩১০২ পুরী-কলকাতা স্পেশাল ট্রেনটি প্রতি শুক্রবার ০৪.১০.২০২৪ থেকে ২৯.১১.২০২৪ (৯ টি ট্রিপ) পর্যন্ত পুরী থেকে দুপুর ০৩,০০ টায় ছাড়বে এবং পরের দিন রাত ০২,০০ টায় কলকাতায় পৌঁছাবে। ট্রেনটি উভয় দিকেই আন্দুল, খড়গপুর, বালাসোর, ভদ্রক, কটক, ভুবনেশ্বর এবং খুরদা রোড স্টেশনগুলিতে থামবে। ট্রেনে এয়ার-কন্ডিশনড, স্লিপার ক্লাস এবং জেনারেল সেকেন্ড ক্লাসের আসন থাকবে। ০৩১০১ কলকাতা - পুরী স্পেশাল ট্রেনটির টিকিট PRS এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে বুক করা যাবে।

করের টাকা থেকে উকিলের পিছনে কোটি কোটি খরচ, কটাক্ষ তথাগতর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ আগস্ট ঃ বাংলাদেশের প্লাবন নিয়ে ভারতকে দায়ী করার যে অভিযানে নেমেছে সেই দেশ, তার প্রতিবাদ করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। শুক্রবার তিনি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ভারতকে টোপে ফেলার পুরনো খেলায় ফিরেছে বাংলাদেশ। বোঝার চেষ্টা করুন (আপনি না বুঝলে কোনও পার্থক্য বুঝবেন না)। নদীর উপরের অংশে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হলে সেই জল সমুদ্রে যাবে। কোনও বাঁধ, কোনও ব্যারেজ, কোনও চিনের প্রাচীর তা আটকাতে পারবে না। এখন এমন হয় যে, আপনার আল্লা তাঁর অসীম জ্ঞানে বাংলাদেশকে (পাকিস্তানকেও) পথে বসিয়ে দেশটিকে বন্যার সমভূমিতে পরিণত করেছেন। ভারত যদি ব্যারেজের গেট বন্ধ করে প্রবাহ বন্ধ করার চেষ্টা করত, তাহলে জল ব্যারাজের পেছনে প্রবাহিত হতো, উপচে ও অন্য পথে যেভাবেই হোক বাংলাদেশে চলে যেত। তাই আপনার আল্লাহ যা করেছেন তার জন্য ভারতকে দোষারোপ করা বন্ধ করুন। ভারতীয় আবহাওয়া সংক্রান্ত রিপোর্ট (এটি শ্রেণীবদ্ধ নয়) পর্যবেক্ষণ এবং সময়মত ব্যবস্থা নেওয়ার দিকে কিছু মনোযোগ দিন। বন্যা আশ্রয়স্থল নির্মাণ এবং উগ্রবাদীকরণ এবং হিন্দুদের টার্গেট করার দিকে কম মনোযোগ দিন। আমার পূর্বপুরুষদের দেশ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কষ্টের কথা শুনে আমার বিশেষভাবে দুঃখ লাগছে। তিনটি ছবি-সহ জনৈক নাজমুস সাজেদ চৌধুরী এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ভারত তার বাঁধ থেকে জল ছেড়ে বাংলাদেশে কৃত্রিম বন্যা তৈরি করেছে। আপনি এখনও ভাবছেন, কেন মানুষ ভারতকে এত ঘৃণা করে? এর প্রেক্ষিতেই তথাগতবাবু প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। এদিকে আবার তিনি এই রাজ্যের সরকারকে কটাক্ষ করলেন। করের টাকা থেকে উকিলের পিছনে কোটি কোটি খরচ করা হচ্ছে বলে কটাক্ষ করলেন বিজেপি-র প্রাক্তন সভাপতি তথাগত রায়। শুক্রবার তিনি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, তৃণমূল নাকি অপরাধীর ফাঁসি চায়! আহা, মরে যাই! এদিকে অপরাধীদের নাম লুকোনোর জন্য জনসাধারণের ট্যাক্সের টাকা থেকে উকিলের পিছনে কোটি কোটি খরচ করছে। তিনি অপর একটি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, মমতা নিজেকে কী নিয়ে ব্যস্ত তার নমুনা। যখন রাষ্ট্র একটি হাসপাতালের একজন মহিলা চিকিৎসকের নৃশংস হত্যা-ধর্ষণ নিয়ে থমকে আছে, এবং তার সরকার ধামাচাপা দেওয়ার কাজে ব্যস্ত, তখন সে দেশের বাকি অংশে ধর্ষণের বিষয়ে 'ভয়ংকর' হওয়ার ভান করছেন! এমন ভয়াবহ ট্রাজেডির মাঝেও মানুষকে হাসানোর এ এক ক্ষমতা! অপর একটি এক্স হ্যান্ডলে তথাগতবাবু এ দিন লিখেছেন, মাঝে মাঝে কিছু হাবা তৃণমূলী হাউমাউ করে, আমি যে বিজেপির হয়ে কথা বলি বিজেপি তার প্রতিদান দেয় না। আদর্শের জন্য বিজেপি করার ব্যাপারটা এই সব জড়বুদ্ধিদের বুঝিয়ে লাভ নেই।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৬৪ সংখ্যা, শনিবার, ৭ ভাদ্র, ১৪৩১

দারিদ্র, খিদেই মানুষের বড় শত্রু

সম্পাদকীয়

দারিদ্র কিম্বা খিদেই সাধারণ মানুষের বড় শত্রু। সকলেই সেঠা মানেন। তাই দুনিয়া জুড়ে সেই সমস্ত সাধারণ মানুষের খিদে দূর করতে সকলে প্রাণপাত করছেন। এমনটাই বলা হয়। দুনিয়ার সার্বিক শান্তি ও সমৃদ্ধি স্থাপনের লক্ষ্যে অসাম্য দূর করতে তাই ক্ষুধাহীন, দারিদ্রহীন পৃথিবা তৈরীতে হাত লাগাতে হবে। সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা তৈরি করে চলে মানুষ। এমনই এক দুনিয়া সৃষ্টির চেষ্টা, যার রূপবৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র বর্তমানেই নয়, বজায় থাকবে ভবিষ্যতেও। অনেক ভেবে-চিন্তে তৈরি হল দীর্ঘকাল ধরে বজায় থাকার মতো টেকসই উন্নয়নের জন্য ২০৩০-এর এক লক্ষ্যমাত্রা, যা রাষ্ট্র সংঘের প্রতিটি সদস্য-রাষ্ট্র গ্রহণ করল ২০১৫-য়। এতে ছিল ১৭টি টেকসই উন্নয়ন-লক্ষ্য, যা এই প্রকল্পের কেন্দ্রবিন্দু। উল্লেখযোগ্য যে, এই ১৭টি অ্যাজেন্ডার মধ্যে দ্বিতীয় লক্ষ্যটা ছিল ২০৩০-এর মধ্যে দুনিয়াকে ক্ষুধামুক্ত করতে হবে। তালিকার একেবারে প্রথম দিকে, দুনিয়াকে দারিদ্রমুক্ত করার পাশেই ছিল এই লক্ষ্যমাত্রার অবস্থান। কিন্তু কি হল, দশ বছর পার হয়ে গেল। কিছুই দেখা গেল কি। এমনই প্রশ্ন তুলছেন সাধারণ মানুষ। তাদের প্রশ্ন আগামী ৬-৭ বছর পরে কি তাদের সামনে সেই খিদে দারিদ্র ভুক্ত দেশ চোখের সামনে উঠে আসবে। আগস্টের প্রথম সপ্তাহে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হল ৩২তম ত্রিবার্ষিক ' কনফারেন্স অফ এগ্রিকালচারাল ইকোনমিস্টস'। সেখানে জার্মানির বন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি-অর্থনীতিবিদ মার্টিন কাইম বললেন যে, রাষ্ট্র সংঘর এই ২০৩০-এর মধ্যে ক্ষুধা দূর করার লক্ষ্য খুব সম্ভবত পূরণ হবে না। খাদ্য-সংক্রান্ত নিরাপত্তা আর টেকসই উন্নয়ন নিয়ে গবেষণা করে এ বিষয়ে দুনিয়ার একজন অগ্রণী স্কলার এই অধ্যাপক কাইম। অধ্যাপক কাইম একদম নতুন কিচ্ছু বলেননি। তিনি যা বলেছেন তার পুরোটাই দুনিয়ার সংশ্লিষ্ট মহলের জানা গত কয়েক বছর ধরেই। প্রথমে ভাবা যাক যে, ক্ষুধার বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম, এই ক্ষোভ, কি কেবলমাত্র নৈতিকতার প্রকাশভঙ্গি? না, ভেবে দেখলে বোঝা যাবে, বোধকরি তা আরও বেশি কিছু। ২০১৫-য় যখন রাষ্ট্র সংঘ ২০৩০-এর লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করে, মোটামুটি সে-সময় দুনিয়ায় প্রায় ৭৮ কোটি মানুষ যথোপযুক্ত পুষ্টির অভাবে ভুগছে, সে-সময় এক বছরে অনাহারে মারা গিয়েছে প্রায় ৩০ লক্ষ ৫-অনূর্ধ্ব শিশু, প্রায় ৬ কোটি ৬০ লক্ষ শিশু খালি পেটে যাচ্ছে স্কুলে। দুনিয়ার সার্বিক ছবিটা তাই সত্যিই বেশ ভয়ের। তবু ২০৩০-এর মধ্যে দুনিয়ার ক্ষুধা মুছে দেওয়ার এই সংগ্রাম রাষ্ট্র সংঘের থাকছে। কিন্তু কেন। সেই প্রশ্নের উত্তর নেই। তবে কি রাষ্ট্র সংঘ হেরে যাবে। মনে হয় তাই, কেন না, এই সংগ্রামের লড়াইটা বড় কঠিন। বিশ্বকে দারিদ্র মুক্ত বা খিদে মুক্ত করার লড়াইটা সহজ নয় এটা জেনেই তারা এই পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিলেন।

সঙ্কটাপন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী এলাকায় সরকারি অভিযান

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট ঃ কেন্দ্রীয় আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রকের উদ্যোগে, দেশের ১৯৪টি জেলায় বিশেষভাবে সঙ্কটাপন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী (পিভিটিজি) প্রধান এলাকায় পিএম-জনমন অভিযান সংক্রান্ত জ্ঞাপন-শিক্ষণ এবং সংযোগ অভিযান (ইনফরমেশন এডুকেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন - আইইসি) এবং সুবিধাপ্রাপক সম্পৃক্তি শিবির কর্মসূচি চলছে ২৩ অগাস্ট থেকে ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত।কেন্দ্রীয় আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী জুয়াল ওরাম এবং প্রতিমন্ত্রী শ্রী দুর্গাদাস উইকে গতকাল পিএম-জনমন প্রকল্পের আওতায় চলা প্রকল্পগুলির কাজকর্ম এবং আজ থেকে শুরু হওয়া বিশেষ প্রচারাভিযানের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন। উল্লেখ্য, জনজাতি গৌরব দিবসে (১৫ নভেম্বর, ২০২৩) ঝাড়খণ্ডের কুন্তি জেলা থেকে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী পিএম-জনমন অভিযানের সূচনা করেন।গত বছর ১০০টি জেলায় এই ধরনের জ্ঞাপন-শিক্ষণ এবং সংযোগ অভিযানের আওতায় ছিল ১৮টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত আঃদামান ও নিকোবরের প্রায় ৫০০টি ব্লকের ১৫,০০০ বিশেষভাবে সঙ্কটাপন্ন আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল। এবছর পরিধি আরও বাড়ানো হয়েছে-আওতায় থাকছেন ১৯৪টি জেলা ও কেঃদ্রশাসিত অঞ্চলের ১০.৭ লক্ষ পিভিটিজি পরিবার এবং ৪৪.৬ লক্ষ মানুষ। ২৮,৭০০ পিভিটিজি প্রধান এলাকায় ১৬,৫০০ গ্রাম, ১৫,০০০ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ১০০০ তালুক জুড়ে এই অভিযান চলবে। যেসব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে, তার মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, গুজরাট, কর্ণাটক, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, তেলঙ্গনা, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। পিএম-জনমনের আওতায় চলা প্রকল্পগুলির পরিষেবা প্রান্তিকতম এলাকায় বসবাসরত পিভিটিজি পরিবারগুলির কাছে যাতে ঠিকভাবে পৌঁছয় তা নিশ্চিত করা এই কর্মসূচির লক্ষ্য। মূলত, হাট-বাজার, সাধারণ পরিষেবা কেন্দ্র, গ্রাম পঞ্চায়েত, অঙ্গনওয়াড়ি, বহু উদ্দেশ্যসাধক কেন্দ্র, বন্ধন বিকাশ কেন্দ্র, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে এই উপলক্ষ্যে বিশেষ সচেতনা অভিযানের আয়োজন করা হচ্ছে। এতে সামিল হবেন মাইভারত স্বেচ্ছাসেবক, নেহরু যুবকেঃদ্র, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, এনএসএস, এনসিসি, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও কৃষক উপাদক সংগঠনের প্রতিনিধিরা।এই কর্মসূচির আওতায় পিভিটিজি পরিবারগুলির হাতে পৌঁছে দেওয়া হবে আধার কার্ড, জনজাতি শংসাপত্র, অরণ্য অধিকার আইনের আওতায় পাট্টা ইত্যাদি। জনধন অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত নথিও তুলে দেওয়া হবে তাদের হাতে। কারণ, বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে এইসব নথি অত্যন্ত জরুরি।আদিবাসীদের ভাষায় পিএম-জনমন কার্ড বিতরণ করা হবে এই অভিযান চলাকালীন। আয়োজন করা হবে সুবিধাপ্রাপক সম্পৃক্তি শিবির এবং স্বাস্থ্য শিবিরের। জোর দেওয়া হবে সিকল সেল রোগ পরীক্ষায়। সচেতনতার প্রসারে স্থানীয় ও আদিবাসী ভাষায় তৈরি প্যামপ্লেট, ভিডিও ইত্যাদি ব্যবহার করা হবে। পিএম-জনমন সংক্রান্ত বার্তা নিয়ে তৈরি হবে দেওয়াল চিত্র। বিভিন্ন ধরনের বৃত্তি, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, কিষান ক্রেডিট কার্ড, কিষান সম্মান নিধি বাবদ অর্থ পাওয়ার ক্ষেত্রে যাতে এদের কোনো অসুবিধা না হয়, তা নিশ্চিত করা হবে জরুরি ভিত্তিতে। প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক শংসাপত্রও সহজে পেয়ে যাবেন এরা। সমগ্র কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত থাকবেন রাজ্য ও জেলাস্তরের আধিকারিকরা। এছাড়াও আদিবাসী বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিকেও সামিল করা হবে এই কাজে। পিএম-জনমন প্রকল্পের লক্ষ্য হলো সকলের পাকা বাড়ি, প্রতি পরিবারে নলবাহিত জল, গ্রামে গ্রামে পাকা রাস্তা, প্রতি পরিবারে বিদ্যুৎ, ছাত্রাবাস, কৌশল বিকাশ কেন্দ্র, ভ্রাম্যমান চিকিসা দল, পুষ্টি, উন্নত জীবিকার বিষয়গুলি নিশ্চিত করা। মূলত ৯টি ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হচ্ছে এই প্রকল্পে। এজন্য ২০২৩-২৪ থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ২৪,১০৪ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ ধরা হয়েছে।(পিআইবি)

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল বললেন, সত্যকে জানার চেষ্টা করতে হবে। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবি। তাহলে সুস্থ সমাজ জীবন প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। জীবনের সত্যকে গ্রহণ করার মধ্যে অকৃত্রিম আনন্দ থাকে। যে সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চলে তার কোনওদিন কোথাও বিপদ হয় না।

ভগিনী নিবেদিতা ও তাঁর বাণী

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, কর্ম করে যেতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। কর্ম করতে হবে। সৎ কর্ম করতে হবে। যতদিন বাঁচি ততদিন কাজ করি। এটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। সেই পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে মানব জাতিকে। গীতায় বলেছে কর্মযোগের কথা। কর্মযোগের সাধনা করতে হবে। এক নিষ্ঠভাবে কাজ করতে হবে। যিনি কর্মবীর তিনি জগতে কাউকে ভয় পান না।

রেশন থেকে নিউট্রিশন ঃ পুষ্টি সুরক্ষার প্রশ্নে ন্যায্য মূল্যের দোকানগুলিকে নতুন করে সাজিয়ে তোলা হবে

লেখক ঃ সঞ্জীব চোপড়া
ভারত সরকারের খাদ্য ও গণবন্টন দফতরের সচিব

নয়াদিল্লি ঃ উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে প্রতাপ বিহার ব্লকে একটি ন্যায্য মূল্যের দোকানের কর্ণধার চমন প্রকাশ। ১১ বছর ধরে খাদ্য শস্য বন্টনের কাজ করছেন তিনি। ওই অঞ্চলের একমাত্র ন্যায্য মূল্যের দোকানের কর্ণধার হওয়ায় ১,৫০০ পরিবার তাঁর ওপর নির্ভরশীল। কোভিড-১৯ অতিমারির সময় সাধারণ মানুষ গণবন্টন ব্যবস্থার ওপর আরও নির্ভরশীল হয়ে পড়ায় এলাকাবাসীর আশা - ভরসার কেন্দ্র হয়ে পড়েন চমন প্রকাশ। তিনি হলেন দেশের ৫.৩ লক্ষ রেশন দোকানের কর্ণধারের একজন- যাঁরা প্রান্তিকতম বিন্দুতেও শস্য বন্টনের কাজ করে চলেছেন এবং ৮০ কোটিরও বেশি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে চলেছেন গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে। এই ন্যায্য মূল্যের দোকানগুলির অনুমোদন এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। দামের ঘাটতি পুষিয়ে দেওয়ার জন্য এদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় প্রতি কুইন্টাল লেনদেনের ভিত্তিতে। কিন্তু ন্যায্য মূল্যের দোকান থেকে খাদ্য বন্টনের কাজ হয় মাসে ৭-১০ দিন। বাকি সময়ে এই দোকানগুলির কোনো কাজ না থাকায় দোকানদারদের বাড়তি আয় দূরঅস্ত। বস্তুগত এবং মানব সম্পদের এই অপচয় দেশের প্রান্তিকতম স্থানে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয় ন্যায্য মূল্যের দোকান ব্যবস্থাপনার আর্থিক লাভজনকতা এবং ভবিষ্যতের অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন তুলে দেয়। বিগত দশকে খাদ্য ও গণবন্টন দফতর ন্যায্য মূল্যের দোকানগুলির আধুনিকীকরণে বেশ কয়েকটি কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এই দোকানগুলিতে বসানো হয়েছে বৈদ্যুতিন বিক্রয় কেন্দ্র সরঞ্জাম বা ইলেকট্রনিক পয়েন্ট অফ সেল (ই-পিওএস) মেশিন। প্রায় ১০০ শতাংশ লেনদেনের ক্ষেত্রে এখন জৈবমাত্রিক (বায়োমেট্রিক) যাচাই-এর কাজ হয় আধারের মাধ্যমে। পিওএস সরঞ্জামগুলিকে বৈদ্যুতিন ওজন যন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করার কাজ ২০২৪-এর শেষ নাগাদ সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার কথা। এর লক্ষ্য কেনাবেচার সময় খাদ্যশস্যের সঠিক ওজন নির্ধারণ নিশ্চিত করা। মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্ম নিশ্চয়তা আইনের আওতায় রাজ্যগুলিকে আদর্শ ন্যায্য মূল্যের দোকান গড়ে তোলায় উসাহ দেওয়া হচ্ছে-যেখানে অপেক্ষমানদের বসা ও পানীয় জলের সুবিধা থাকবে। এই

দোকানগুলি থেকে সাধারণ পরিষেবা কেন্দ্রের (কমন সার্ভিস সেন্টার) পরিষেবা প্রদান কিংবা বাণিজ্য প্রতিনিধি (বিজনেস করেসপনডেন্টস) পরিষেবা প্রদান করার ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে রাজ্যগুলিকে। এর ফলে রেশন দোকানের মালিকদের বাড়তি আয় সম্ভব হয়ে উঠবে। ২০২৪-এর জানুয়ারিতে খাদ্য ও গণবঃটন দফতর ডিজিটাল বাণিজ্য সংক্রান্ত মুক্ত সংযোগ ব্যবস্থা বা ওপেন নেটওয়ার্ক ফর ডিজিটাল কমার্স (ওএনডিসি) এর আওতায় নিয়ে আসতে একটি পরীক্ষামূলক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এর লক্ষ্য ন্যায্য মূল্যের দোকানগুলির ক্রেতা সংখ্যা বাড়ানো এবং তাদের আরও লাভজনক করে তোলা। তা সত্ত্বেও এই দোকানগুলির লাভজনকতা এবং ভবিষ্যতে অস্তিত্বের প্রশ্নে দোকান মালিক এবং সরকার-উভয়পক্ষের মনেই সংশয় রয়েছে। আর একটি বড় চ্যালেঞ্জ হল সুবিধাপ্রাপকদের পুষ্টিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। বর্তমানে খাদ্য ও গণবন্টন দফতর ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলির মাধ্যমে শুধুমাত্র শক্তিগুণ সমৃদ্ধ শস্যদানা (চাল এবং গম) বিলিয়ে থাকে। কিন্তু জনসংখ্যার একটি বড় অংশ এখনও অপ্রতুল পুষ্টির শিকার। জাতীয় পারিবারিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা (এনএফএইচএস-৫)-এ দেখা যাচ্ছে ৬ থেকে ৫৯ মাসের শিশুদের ৬৭.১, ১৫ থেকে ৪৯ বছরের মহিলাদের ৫৭ এবং ১৫ থেকে ৪৯ বছরের পুরুষদের ২৫ রক্তাল্পতায় ভুগছেন। এছাড়াও বৃদ্ধি থমকে যাওয়া, ওজন কম হওয়া - ইত্যাদি সমস্যা ৫ বছরের নিচে থাকা শিশুদের ক্ষেত্রে বড় একটা সমস্যা হিসেবে রয়ে গেছে। কাজেই রেশন দোকান মালিকদের আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি খাদ্যতালিকায় বৈচিত্র্য এনে সাধারণ মানুষের পুষ্টিবিধানেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। সেকথা মাথায় রেখেই গাজিয়াবাদ, জয়পুর, আমেদাবাদ এবং হায়দ্রাবাদে ১৫ টি করে - মোট ৬০ টি ন্যায্য মূল্যের দোকানকে 'জলপোষন কেন্দ্র' করে তুলতে খাদ্য ও গণবন্টন দফতর একটি পরীক্ষামূলক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এই কেন্দ্রগুলি থেকে মিলেট, ডাল, ভোজ্যতেল, সয়াবিনের মতো পুষ্টি-নিবিড় খাদ্যপণ্যও সরবরাহ করা হবে কম দামে। দোকানীদের উপার্জন বৃদ্ধির পাশাপাশি সাধারণ মানুষের পুষ্টির চাহিদাও এতে মিটবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে ৪ টি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে ক) রেশন দোকান মালিকদের প্রশিক্ষণ, খ) ইনভয়েস ফিনান্সিং - এর মাধ্যমে তাদের কার্যকর মূলধনের সংস্থান, গ) বাজারে সংযুক্তি এবং ঘ) পুষ্টি সংক্রান্ত সচেতনতার প্রসার। রেশন দোকানীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে খাদ্য ও গণবন্টন দফতর দক্ষতা বিকাশ মন্ত্রকের আওতাধীন ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর আন্ত্রেপ্রেনিউয়ারশিপ এন্ড স্মল বিজনেস ডেভেলপমেন্ট-এর সঙ্গে একটি সমঝোতাপত্রে স্বাক্ষর করেছে। এর মাধ্যমে আর্থিক, ডিজিটাল, পুষ্টিগত এবং ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে ন্যূনতম জ্ঞাতব্য সম্পর্কে এই দোকানীদের অবহিত করা হবে। মে এবং জুন ২০২৪-এ এধরণের ২টি প্রশিক্ষণ অধিবেশন হয়েছে। এছাড়াও খাদ্য ও গণবঃটন দফতর 'এফপিএস সহায়' নামে একটি মোবাইল অ্যাপ গড়ে তুলতে স্মল ইন্ডাসট্রিস ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের সঙ্গে সমঝোতায় এসেছে। এই অ্যাপ ব্যবহার করে রেশন দোকানীরা ইনভয়েস সংক্রান্ত অর্থায়ন এবং গণবন্টন প্রণালীর আওতায় নেই এমন পণ্য কেনায় সক্ষম হবেন। রেশন দোকানীদের সরবরাহ শৃঙ্খল তৈরি করা এবং ' মিত্র' হিসেবে গড়ে তুলতেও বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাঁরা ক্রেতাদের পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবারের বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্যও সরবরাহ করতে পারবেন। এই সব উদ্যোগের সুবাদে চমন প্রকাশের পেশাদার জীবন ইতিবাচক পরিবর্তনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। তাঁদের মতো মানুষের আয়বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা ন্যায্য মূল্যের দোকানীরা সাধারণ মানুষের পুষ্টির চাহিদা পূরণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবেন।

জলবায়ু-সঙ্কটের যুগে বীজ খামারের বিকাশ

শিবরাজ সিং চৌহান
ভারত সরকারের কৃষি, কৃষক কল্যাণ ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী

নয়াদিল্লি ঃ আমাদের সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারগুলির মধ্যে রয়েছে - কৃষি উন্নয়ন ও কৃষক কল্যাণ। যাঁরা আমাদের বাঁচিয়ে রাখেন, সেইসব অন্নদাতাদের জীবনে আনন্দ ও সমৃদ্ধি আনাই আমাদের অঙ্গীকার। আমরা এই অঙ্গীকার পূরণে সম্ভাব্য সব ধরনের চেষ্টা চালাবো। কৃষকদের আয় বাড়াতে আমরা ছয় দফা কৌশল তৈরি করেছি। আমাদের মূল লক্ষ্যগুলির মধ্যে রয়েছে -উপাদন বৃদ্ধি, উপাদনের খরচ হ্রাস, উপাদিত পণ্যের ন্যায্য দাম, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং জৈব খামার চাষে উসাহদান। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল-উপাদন বৃদ্ধি এবং উন্নত মানের বীজের ব্যয় হ্রাস। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ১০৯ রকমের নতুন বীজ কৃষক ও জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন। গত ১০ বছরে কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। বিশ্ব উষ্ণায়ন ও পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতার মতো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার মোকাবিলা করে উপাদন বৃদ্ধিই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এই ধরনের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় আগামী পাঁচ বছরে জলবায়ু-বান্ধব ১ হাজার ৫০০টি নতুন ধরনের বীজ তৈরি করব। একমাত্র বিজ্ঞানই এই মুহূর্তে কৃষকদের কল্যাণে সহায়তা করতে পারে। পরিবেশ-বান্ধব বীজ তৈরির জন্য আমাদের কৃষি বিজ্ঞানীদের নিয়ে আমি গর্বিত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কৃষি ক্ষেত্রে উদ্ভাবন খামার এবং কৃষকদের কল্যাণ সুনিশ্চিত করবে। ভালো ফলনের জন্য উন্নতমানের বীজ কতটা গুরুত্বপূর্ণ, একজন কৃষক হিসেবে আমি তা ভালো বুঝতে পারি। বীজ যদি ভালো এবং কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চলের মাটি ও আবহাওয়ার উপযোগী হয়, তবে নজিরবিহীন উপাদন বৃদ্ধি পাবে। মোদীজি এটি ভালো বোঝেন এবং সেই লক্ষ্যে কাজ করার জন্য আমাদের উসাহিত করেন। বৈচিত্র্যই হ'ল ভারতে কৃষি ক্ষেত্রের বিশেষত্ব। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সমতলের তুলনায় পার্বত্য অঞ্চলে চাষাবাদের পদ্ধতি ভিন্ন। এই বৈচিত্র্যের কথা মাথায় রেখেই আমরা ১০৯ ধরনের নতুন বীজ তৈরি করেছি। এর মধ্যে ৬৯টি নিয়মিত ফলনের সঙ্গে যুক্ত এবং

৪০টি বীজ বাগিচা চাষের উপযোগী। ভারতকে আন্তর্জাতিক পুষ্টির কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে মোদী সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। কৃষকদের কঠোর শ্রমের সঠিক মূল্যায়ন এবং তাঁরা যাতে ফসলের ন্যায্য দাম পান, তা সুনিশ্চিত করাই আমাদের অঙ্গীকার। সেজন্য আমরা ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে তাঁদের উপাদিত ফসল কিনে নিচ্ছি। উপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষকদের আয় বৃদ্ধিকেই আমরা অগ্রাধিকার দিচ্ছি। ভারত এখন সবুজ বিপ্লব প্রত্যক্ষ করছে। আমাদের অন্নদাতারা এখন শক্তি ও জ্বালানি প্রদানকারী হয়ে উঠেছেন। মোদীজির প্রয়াসের ফলেই পশুপালন, মৌ-পালন, ভেষজ উপাদন, ফুল এবং ফল চাষ প্রভৃতির মতো ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করে তোলা হচ্ছে। পূর্ববর্তী সরকারগুলি কখনই কৃষি এবং কৃষকদের অগ্রাধিকার দেয়নি। মোদীজির নেতৃত্বে কৃষি ক্ষেত্রে নজিরবিহীন অগ্রগতি ঘটেছে। ২০১৩-১৪ অর্থবর্ষে কৃষি ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ ছিল ২৭ হাজার ৬৬৩ কোটি টাকা। আর ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে তা ১,৩২,৪৭০ কোটি টাকায় পৌঁছে গিয়েছে। এটি শুধুমাত্র কৃষি দপ্তরের জন্য। এছা।া, কৃষির অন্যান্য ক্ষেত্র ও সারে ভর্তুকির জন্য পৃথক বাজেট বরাদ্দ রয়েছে। ইউরিয়া সারে সরকার কৃষকদের প্রায় ২ হাজার ১০০ টাকা এবং ডাই-অ্যামোনিয়াম ফসফেট (ডিএপি)-এ ব্যাগ পিছু ১ হাজার ৮৩ টাকা ভর্তুকি দিয়ে থাকে। ফসলের ক্ষতির ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনায় কৃষকদের জন্য বিপুল অঙ্কের বিমার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কৃষকদের ক্ষমতায়ন ও তাঁদের সমস্যা কমিয়ে ফলন প্রক্রিয়া সহজ করতে এবং আয় বৃদ্ধিতে মোদী সরকার সবধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে। এই লক্ষ্যেই ১ লক্ষ কোটি টাকার কৃষি পরিকাঠামো তহবিলের মাধ্যমে আমরা কৃষি পরিকাঠামো গ।ে তুলছি। ৭০০টিরও বেশি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সঙ্গে কৃষকদের যুক্ত করা হচ্ছে। নমো ড্রোন দিদি প্রকল্পের মাধ্যমে আমাদের মা ও বোনেদের প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে। কৃষি সখী প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ে ৩৫ হাজার কৃষি কাজে যুক্ত কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। মোদীজি কৃষি ক্ষেত্রে ভারতকে স্বনির্ভর করার উদ্যোগ নিয়েছেন এবং আমরা সেই লক্ষ্যে কাজ করে চলেছি। আগামী ৫ বছরে আমরা ১৮ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে রপ্তানি-কেন্দ্রিক হর্টিকালচার ক্লাস্টার গড়ে তুলব। ১ হাজার ৫০০-রও বেশি কৃষি বাজারকে সুসংহত করা হবে। সেইসঙ্গে, ৬ হাজার ৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ে আমরা তৈলবীজ মিশনেরও সূচনা করছি। কৃষকদের ছাড়া আমাদের দেশের অস্তিত্ব অসম্পূর্ণ। সেই কারণে, প্রাচীন স্থাপত্যে কৃষকদের ঠাঁই দেওয়া হয়েছে। কৃষি হ'ল-ভারতীয় অর্থনীতির মেরুদন্ড এবং কৃষকরা হলেন এর আত্মা। প্রধানমন্ত্রী মোদীজির দীর্ঘমেয়াদী, সর্বাঙ্গীন অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সামগ্রিক উন্নয়নের ভাবনাকে সামনে রেখে ভারত ও আমাদের কৃষি ক্ষেত্র দ্রুতগতিতে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। আমার কৃষক ভাই-বোনেদের উপর পুরোপুরি আস্থা রয়েছে। স্বাধীন ভারতের এই সোনালী যুগে (আজাদি কা অমৃতকাল) আমাদের কৃষকরা স্বনির্ভর ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবেন।

একজন সুশিক্ষিত মা সুসন্তান গড়ে তোলে-বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পরিদর্শন করে সেখানকার সাধারণ মানুষ এমনকি দরিদ্রদেরও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং বিদ্যাজ্ঞান দেখে অন্তর থেকে অভিভূত হয়েছিলেন। তাই স্বামীজির মুখে বার বার উচ্চারিত হয়েছে, 'শক্তি হবে মানুষ গড়ার কারখানা' অর্থাৎ ' মেকিং এডুকেশন'। তিনি মনে করতেন প্রকৃত শিক্ষা এমন হবে যা মানবচিত্তের অজ্ঞান ও অন্ধকার মুক্ত করে পূর্ণতা প্রকাশের সহায়ক হয়ে ওঠবে। স্বামীজির মতে ভারতের শিক্ষা কখনও আধ্যাত্মিক আদর্শ ও ভাবনা থেকে আলাদা হতে পারেনা। কিন্তু আমার আমাদের সনাতনী আদর্শ ও সনাতনী শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হয়েছি। ভারতের সনাতন আদর্শ, ধর্ম ও দর্শন যা ভারতবর্ষের তথা ভারতবাসীর শরীর গঠনের একমাত্র এবং অন্তর্নিহিত শক্তি। এই সকল বিষয় থেকে আমরা শ্রদ্ধা ও আস্থা হারিয়ে আজ আমাদের নৈতিক এবং সামাজিক জীবন ক্রমশ নিম্নমুখী হয়েছে। এর পাশাপাশি স্বামীজি এ কথাও স্বরন করিয়েছেন, ভারতবর্ষের শিক্ষা যেন কেবল ধর্মীয় শিক্ষায় পরিনত না হয়। স্বামীজি তাঁর ইউরোপ ভ্রমণ কালে উপলব্ধি করে ছিলেন, আমার যদি বহিঃবিশ্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখি তবে তার ফল কিন্তু মোটেই সুখকর হবেনা। বরং ফল হবে বিষময়। তাই ভারতের সর্বাঙ্গীন কল্যানের জন্য তিনি প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের বেদান্ত ও বিজ্ঞানের অপূর্ব সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ের কথা বলেছেন। তাঁর পরেও স্বামীজির সতর্কবাণী শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন এই গ্রহন যেন অন্ধ অনুকরণ না হয়। এই বিষয়টা আরও ভালো ভাবে বুঝতে স্বামীজি বলেছেন, সম্প্রসারণই জীবন, সংকীর্ণতায় - মৃত্যু। প্রেমই জীবন, দ্বেষই মৃত্যু। আমরা আমাদের শক্তিশালী গড়ে তুলতে যতটা প্রয়োজন ততটুকুই গ্রহন করব। নজর রাখতে হবে প্রাশ্চাত্যের আধ্যাত্মিকতাহীন ভোগ সর্বস্য যান্ত্রিক সভ্যতা যেন আমাদের সনাতনী চেতনার অন্তরায় হয়ে না দাঁড়ায়। আমরা যেদিন থেকে অপর সকল জাতিকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করলাম সেই দিন থেকে প্রকৃতপক্ষে আমাদের পতন আরম্ভ হল। আর যতদিন না আমরা আবার সম্প্রসারণশীল হচ্ছি ততদিন কিছুই আমাদের বিনাশ আটকাতে পারবে না। অতএব আমাদেরকে পৃথিবীর সকল জাতির সঙ্গে মিলতে ও একাত্ত হতে হবে। ভোগের ব্যাপারে কিরূপ সফলতা লাভ করা যায় আমরা তা প্রাশ্চাত্যের জাতিদের কাছে শিখতে পারি। কিন্তু অতি সাবধানে সেটা শিখতে হবে। কিন্তু অতি দুঃখের

সঙ্গে আমাকে বলতে হচ্ছে, আজকাল আমরা যে সব শিক্ষিত ব্যক্তি দেখতে পাই, তাঁদের প্রায় কারো জীবন আশাপদ নয়। এখন আমাদের একদিকে প্রবীন হিন্দু সমাজ , অপরদিকে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা। এই দুইয়ের মধ্যে আমি প্রাচীন হিন্দু সমাজকেই গ্রহন করব। কারন সেখানে হিন্দু আজও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হলেও তার একটা নির্দিষ্ট বিশ্বাস আছে। সেই জোরে সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু একজন প্রাশ্চাত্য ভাবাপন্ন মানুষ একেবারে মেরুদন্ডহীন। সে চারদিক থেকে কতগুলো এলোমেলো ভাব পেয়েছে। তাঁদের মধ্যে না আছে সামঞ্জস্য, না আছে শৃঙ্খলা। অতএব সেগুলোকে সে আপন করে নিতে পারেনি। বস্তুত কতগুলো ভাবের বদহজমে সামঞ্জস্যহীন হয়েছে। সে নিজের পায়ে দন্ডায়মান নয়। তাঁদের মাথা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। প্রাচীনপন্থী ব্যক্তিরা ' ছিলেন। তাঁদের একটা দৃঢ়তা ছিল। কিন্তু সামঞ্জস্যহীন, ভারসাম্যহীন জীবরা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিত্বে লাভ করতে পারেনি। তাঁদের কি বলবো? পুরুষ না স্ত্রী, না পশু। সুতরাং আদর্শ হল আমাদের আধ্যাত্মিক ও লৌকিক সব প্রকার শিক্ষা। সব প্রকার শিক্ষা আমাদের নিতে হবে এবং যতদূর সম্ভব জাতীয় ভাবে এই শিক্ষা নিতে হবে। শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্বামীজি যে বার্তা ভারতবাসীকে দিয়ে গেছেন তা শুধু ভারতের শিক্ষা, ভারতীয়ের শিক্ষার মধ্যে আবদ্ধ নেই। তাঁর চিন্তিত শিক্ষা হল সমগ্র মানব জাতির শিক্ষা। তাই স্বামীজি মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে, Education is the manifestation of the perfection already in man. প্রকৃত শিক্ষা হচ্ছে এমন শিক্ষা যা মানব প্রকৃতির অজ্ঞান-আবরনে উন্মচন করে তা পূর্ণতা বিকাশের সহায়ক হবে। অর্থাৎ শিক্ষার মাধ্যমে একজন মানুষ প্রকৃত অর্থে মানুষ হয়ে উঠবে।

স্বামীজি শিক্ষা প্রসারের জন্য প্রথমেই জোর দিয়েছেন শিক্ষা বিস্তারের কারিগরদের উপর। এই কারিগরা হবেন ব্রহ্মচারী এবং ব্রহ্মচারীণী। ব্রহ্মচারীরা সন্যাস গ্রহণ করে দেশে দেশে শহর থেকে শহরে এবং প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পৌঁছে যাবে। জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছে দিতে হবে শিক্ষার আলো। ব্রহ্মচারীণীরা সেবার সঙ্গে নিরন্তর ভাবে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করে চলবে। নারী শিক্ষাই উন্নত পরিবার ও উন্নত সমাজের ধারক ও বাহক। একজন নরীকে কিন্তু এই কাজ করতে হবে একেবারে দেশীয় পদ্ধতিতে। পুরুষদের জন্য যেমন কতগুলি শিক্ষা কেন্দ্র থাকবে । ঠিক একইভাবে মেয়েদের শিক্ষা দিতেও কতগুলো শিক্ষা কেন্দ্র তৈরি করতে হবে। শিক্ষিত ও সব চরিত্র ব্রহ্মচারীরাও ঐ সকল কেন্দ্রে মেয়েদের শিক্ষার ভার নেবে। পুরান, ইতিহাস, শিল্প, ঘর-গৃহস্থালির নিয়ম ও আদর্শ চরিত্র গঠনের সহায়ক নীতি বর্তমান বিজ্ঞানের সহায়তায় শিক্ষা দিতে হবে। তবেই নারী শক্তির পূর্ণতা পাবে এবং বিকাশ হবে। একটি সমাজ ও দেশের উন্নযনে মূল আধার হল নারী। একজন সুশিক্ষিত মা সুসন্তান গড়ে তোলে। সুসন্তান দ্বারা গড়ে ওঠে সুসমাজ। আর সুসমাজ তৈরি করে একটি সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী দেশ। তাই বিবেকানন্দ দেশ গঠনের জন্য একেবারে প্রথমেই জোর দিয়েছিলেন শিক্ষার উপর। স্বামীজি মনে করতেন শিক্ষা যেমন মানব চিত্তের অন্ধকার মুক্ত করে তেমনি মানুষকে যুক্তিবাদী করে তোলে। এবং যুক্তিবাদী মন মানুষকে করে তোলে আত্মপ্রত্যয়ী এবং বলিষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী। তাই স্বামীজির কথায় বার বার ধ্বনিত হয়েছে শিক্ষার কথা।

কন্টেনার আটক করে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার মহিষ, গ্রেফতার চালক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৩ আগস্ট ঃ গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত ফাঁসিদেওয়া ব্লকের মুরালিগঞ্জ পোস্টে অভিযান চালায় বিধাননগর থানার পুলিশ। এরপর সেখানে একটি দশ চাকা কন্টেনার আটক করে এবং তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় মহিষ। এই ঘটনায় কন্টেনারে চালককে পুলিশ বৈধ কাগজপত্র দেখাতে বলেন। তবে কন্টেনারে চালক কোন বৈধ কাগজপত্র দেখাতে

না পারায় চালককে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায় কন্টেনার বাজেয়াপ্ত করে। ধৃতের নাম সাদাব (২৩)। সে উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। বিধাননগর থানার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ওই কন্টেনার থেকে ৪৩ টি মহিষ উদ্ধার হয়েছে। এবং উদ্ধার হওয়া মহিষ বিহার থেকে আসাম হয়ে বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তবে এই ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শুক্রবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

সবুজ আতশবাজি তৈরির জন্য প্রশিক্ষণ দিতে চলেছে রাজ্য

কলকাতা, ২৩ আগস্ট ঃ উৎসবের মরশুম শুরুর আগেই পরিবেশ বান্ধব, সবুজ আতশবাজি তৈরির জন্য প্রশিক্ষণ দিতে চলেছে রাজ্য সরকার। প্রথম দফায় পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বাজি কারিগরদের এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ২৬ আগস্ট শোভাবাজারের সুতানুটি ভবনে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হবে। এই কর্মসূচি নিয়েছে রাজ্যের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প দপ্তর। প্রশিক্ষণ দেবে কাউন্সিল অফ সাইন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ এবং নাগপুরের ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট (নিরি)। নবান্নের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, রাজ্যে মূলতঃ পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণাতে বাজি তৈরি হয়। তাই এই তিন জেলার কারিগরদের প্রশিক্ষণের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। অন্যান্য জেলায় যে অল্প সংখ্যক কারিগর রয়েছেন তাঁদেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে পরের দফায়। বড় বড় বাজি প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলি নিজেরাই নাগপুরে তাদের কারিগরদের প্রশিক্ষণ নিতে পাঠাচ্ছে। কিন্তু ছোট ছোট সংস্থা গুলির পক্ষে তা খরচসাপেক্ষ হওয়ায় সম্ভব হচ্ছে না। তাই রাজ্য সরকার নিজের খরচে এখানেই নাগপুরের সংস্থাকে ডেকে কর্মশালার আয়োজন করছে।

দীঘায় মহিলা পর্যটকদের কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হলো

দুরন্ত বার্তা, দীঘা, ২৩ আগস্ট ঃ দীঘা, শংকরপুর, তাজপুর ও মন্দারমনিতে মহিলা পর্যটকদের জন্য নৈশকালীন কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছে দীঘা মোহনা ও মন্দারমনি থানা। দীঘা থানা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সমুদ্র সৈকতে অধিক রাত পর্যন্ত পর্যটকদের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। বিশেষ করে মহিলা পর্যটকের সুরক্ষার দিকে চেয়ে এই নির্দেশ জারি করা হয়েছে। এজন্য সন্ধ্যার দিক থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত সৈকতের ধার গুলিতে পুলিশি টহলদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে যাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য সমস্ত সিসি ক্যামেরা গুলিকে সক্রিয় করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খোঁজ জানা গেছে। শুক্রবার রামনগর এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বলেন, 'আরজিকর কাণ্ডের পর সৈকত নগরী থানা গুলি এই ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে।' সৈকত নগরীতে মহিলা পর্যটকদের জন্য থানাগুলির এই কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য স্থানীয় মানুষ থেকে পর্যটকরা খুবই খুশি।

জলপাইগুড়িতে সক্রিয় হতে দেখা গেল জেলা পুলিশকে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৩ আগস্ট ঃ আরজি কর কান্ডের পর এবার জলপাইগুড়িতে সক্রিয় হতে দেখা গেল জেলা পুলিশকে। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার স্পেশালিটি সহ সর্বত্রই রয়েছে মহিলা পুলিশ এবং মহিলা উইনার্স টিম। হাসপাতাল, স্কুল - চত্তর সহ একাধিক জায়গায় অতিরিক্ত টহলদারি ও নজরদারি পুলিশের। প্রসঙ্গত, আরজিকর কান্ডের পর জেলায় বাড়ানো হয়েছে পুলিশি নিরাপত্তা। শুক্রবার দেখা গেল মহিলা পুলিশ বাহিনীকে একাধিক জায়গায় টহলদারি দিতে। হাসপাতাল চত্বরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরেও দেখেন তারা। এদিন সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জয়ন্ত রায় নামে এক চিকিৎসক এদিন বলেন, পুলিশের টহলদারি বাড়ানোতে তারা আশ্বস্ত। এইভাবে চলতে থাকলেও অনেকটাই নিরাপদ বলে তিনি জানান। এদিন ক্যামেরার মুখোমুখি হয়ে এক মহিলা পুলিশ অফিসার বলেন, স্কুল, হাসপাতাল কলেজ - বাজারঘাট এলাকায় ক্রমাগত এই টহলদারী চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে।

কোচবিহার এবিএন শীল কলেজে রোজগার মেলার আয়োজন

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৩ আগস্ট ঃ কোচবিহার ডিস্ট্রিক্ট ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে কোচবিহার এবিএন শীল কলেজে প্রথমবার রোজগার মেলা ২০২৪ এর আয়োজন করা হলো

শুক্রবার। উল্লেখ্য এক বছর আগে এই রোজগার মেলা নিয়ে কোচবিহার এবিএন শীল কলেজ ও কোচবিহার ডিস্ট্রিক্ট ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের এর মধ্যে একটি মৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। সেই মোতাবেক আজ কোচবিহার এবিএন শীল কলেজ এর কনফারেন্স রুমে রোজগার মেলার আয়োজন করা হয়। এই রোজগার মেলার মূল উদ্দেশ্য কলেজ ছাত্র-ছাত্রীরা কিভাবে ক্যাম্পাসিং এর মাধ্যমে চাকরির সুযোগ পাবে বিভিন্ন কোম্পানিতে সেই সব বিষয়ে সচেতন করা। এদিন এই বিষয়ে মূল উদ্যোক্তা দিলীপ বণিক বলেন, এক বছর আগেই কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের কিভাবে বিভিন্ন কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ করে দেওয়া হয় সেই বিষয় নিয়ে এ বি এন শীল কলেজের সাথে একটি মৌচুক্তি হয়েছিল। সেই মোতাবেক এই দিনের এই রোজগার মেলার আয়োজন।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৩ আগস্ট ঃ রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ পুরাতন মালদায়। শুক্রবার সকাল আনুমানিক দশটা নাগাদ পুরাতন মালদা ব্লকের ভাবুক অঞ্চলের আটাইলের কুমরাপাড়া এলাকায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষজনেরা। তাদের একটাই দাবি রাস্তা পাকা হোক। ঘটনার বিবরনে জানা গেছে যে বিগত বহু বছর ধরে সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রায় ৭০০ মিটার রাস্তা রয়েছে বেহাল এবং সেই রাস্তা সংস্কারের দাবিতে বিক্ষোভে শামিল সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষজনেরা। বাসের ব্যারিকেড দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তারা। বিভিন্ন দপ্তরে জানানো সত্ত্বেও হয়নি কোন সুরাহা। অবশেষে বাধ্য হয়ে তারা পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। তাদের কাতর আবেদন প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণের করা এবং রাস্তাটি সংস্কার যাতে দ্রুততার সাথে করা হয়। এলাকাবাসীর বক্তব্য বর্ষাকালে এ রাস্তা চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে, তাই রাস্তা পথ অবরোধের মাধ্যমে প্রশাসনকে জানাতে চাই যে এই রাস্তাটা যেন দ্রুততার সাথে মেরামত করা হয়।

গঙ্গারামপুর সংলগ্ন পুনর্ভবা নদীতে অবৈধভাবে চলছে বালি চুরি

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৩ আগস্ট ঃ বালি চুরি চক্রের স্বর্গরাজ্য এখন দক্ষিণ দিনাজপুরের পুনর্ভবা নদী চর। অভিযোগ, প্রতিদিনই সরকারি নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নদী থেকে বালি তুলে তা পাচার করছে বালি মাফিয়ারা। যারফলে আর্থিক ক্ষতির মুখে সরকারি টেন্ডার প্রাপ্ত সংস্থা। টেন্ডার পাওয়া সংস্থাকে কোনওরকম লাভ্যাংশ না দিয়ে প্রকাশ্য বালি পাচার করে চলেছে বালি মাফিয়ারা। ফলে প্রশ্নের মুখে পড়েছে প্রশাসনের ভূমিকা। দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরের

মাহুরকিসমত এলাকায় পুনর্ভবা নদীর হরিতলাঘাটের বালি তোলার বরাত পায় পেয়েছেন পূর্ব বর্ধমানের একটি সংস্থা। নিয়মানুযায়ী ওই সংস্থার কাছ থেকে চালান কেটে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের বালি তুলে তা বিক্রি করাই নিয়ম। কিন্তু এলাকার বালি মাফিয়ারা ওই সংস্থা থেকে কোনও চালান না কেটেই গায়ের জোরে বালি তুলে বিক্রি করছেন বলে অভিযোগ। বরাতপ্রাপ্ত সংস্থার তরফে বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও কোনও সুরাহা মেলেনি বলেও অভিযোগ। এলাকায় বালু মাফিয়া চক্রের নেটওয়ার্ক অত্যন্ত সক্রিয়। পুলিশি অভিযানের খবর আগেভাগেই পেয়ে যাচ্ছেন মাফিয়ারা। অগত্যা খালি হাতেই ফিরে আসতে হচ্ছে পুলিশকে। সাংবাদিকদেরও খবর করতে প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বরাতপ্রাপ্ত সংস্থার কর্ণধার তাপস বিশ্বাস জানিয়েছেন যে তিনি সরকারি ভাবে নিলামে ওই ঘাটের বালি তোলার টেন্ডার পেয়েছেন। এলাকার বালু পাচারকারীরা তাঁকে কোনও রয়্যালটি প্রদান বা চালান না কেটেই বালি তুলে বিক্রি করে দিচ্ছে। বিষয়টি জেলা ভূমি দফতরে জানিয়েও কিছু সুরাহা পাননি।

অ্যাম্বুলেন্স চালকদের দাদাগিরির স্বীকার হতে হলো এক মহিলা চিকিৎসককে, গ্রেফতার চালক

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ২৩ আগস্ট ঃ আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুর ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বাংলা। দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে চলছে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিল। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আবারো শহরতলী এলাকায় মহিলা চিকিৎসককে হুমকি এবং অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করার অভিযোগ উঠলো এক অ্যাম্বুলেন্স চালকের বিরুদ্ধে । এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর এলাকায়। বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্স চালকদের দাদাগিরি। মহিলা চিকিৎসককে হুমকি, অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করার অভিযোগ। ঘটনায় হাসপাতাল সুপার ও স্বাস্থ্য দপ্তরের লিখিত অভিযোগ দায়ের মহিলা চিকিৎসকের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বারুইপুর থানার পুলিশ। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গেছে স্বাস্থ্য দপ্তর ও পুলিশ সূত্রে । বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালের আয়ুর্বেদিক ডাক্তার শবরী সেনগুপ্ত। তার অভিযোগ আয়ুর্বেদিক বিভাগের সামনেই অ্যাম্বুলেন্স পার্কিং করা হয়। এর ফলে চিকিৎসক, চিকিৎসা কর্মী এবং রোগীদের ও যাতায়াতের সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। বিষয়টি নিয়ে এর আগেও তিনি স্বাস্থ্য দপ্তরে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। সেই সময় দিন ১৫ র জন্য বিষয়টির সমস্যার সমাধান হলেও ফের নতুন করে এই সমস্যা দেখা দেয়। ফের তিনি বাধা দিলে বৃহস্পতিবার অ্যাম্বুলেন্স চালকরা তাকে হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। এইসবের জেরে আতঙ্কিত ওই মহিলা চিকিৎসক। বিষয়টি সাথে সাথেই তিনি হাসপাতালের সুপার ও স্বাস্থ্য দপ্তরে জানিয়েছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান বারুইপুর থানার পুলিশও। মহিলা চিকিৎসকের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ। আর অভিযোগের পরে তদন্তে নেমে বারুইপুর থানার পুলিশ ওদিন রাতেই এক অ্যাম্বুলেন্স চালককে গ্রেফতার করে। ধৃতকে শুক্রবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

স্কুল আছে, শিক্ষক- শিক্ষিকা আছে অথচ নেই একটিও পড়ুয়া সোনারপুরের একটি প্রাথমিক স্কুলে

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৩ আগস্ট ঃ যখন রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকের অভাবে স্কুল বন্ধ হয়ে পড়ছে ঠিক তখনই অন্য দৃশ্য ধরা পড়লো দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার দক্ষিণ শ্রীপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। আসে যায় বেতন পায় অবস্থা। রাজ্যের স্কুলে এমন চিত্র বেনজির। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩ জন শিক্ষিকা অথচ একজন ও ছাত্রছাত্রী নেই। শিক্ষকরা স্কুলে আসে বসে থাকে তারপর বাড়ি চলে যায় বেতন ও ঠিক সময় মত পেয়ে যায়। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে ছাত্রছাত্রী কমতে কমতে এখন শূন্যে এসে দাঁড়িয়েছে। আর এই স্কুলে ছাত্র ছাত্রী না আসায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকরাও। রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের এই প্রাথমিক স্কুলটির এখন ভগ্ন দশা অবস্থায়। এমন কি যাত্রাপালার রিয়েসালের জন্য স্টেজ ও করা রয়েছে স্কুলের একটি কক্ষে। এছাড়াও খাওয়া-দাওয়ার জন্য সেখানে তৈরি করা হয়েছে একটি অস্থায়ী কাঠের চুলো। গোটা স্কুল জুড়ে ভর্তি হয়ে রয়েছে আগাছায়, যার ফলে বাড়ছে সাপের উপদ্রব। এই বিষয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা অনিতা ঢালি বলেন, এবছরের জানুয়ারি মাস থেকে একেবারে শূন্য হয়ে গেছে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা। প্রাইমারি স্কুল বোর্ডকে এই স্কুলের বিষয়ে অবগত করা হয়েছে। এই স্কুলের সভাপতি নটগোপাল দাস বলেন, আশেপাশে

প্রাইমারি স্কুলের সাথে হাইস্কুল একসাথে থাকায় তাঁরা সেখানেই চলে যাচ্ছে। এইমতো অবস্থায় প্রাইমারি স্কুল কর্তৃপক্ষ কেন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না ? কারণ এক সময় গমগম করে চলা স্কুলে এখন ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা শূন্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাহলে কি এখন এই স্কুল বন্ধ করে দেওয়ার কোন পরিকল্পনা নেওয়া হবে, নাকি এই স্কুলকে পুনরায় আবার নতুন করে গড়ে তোলার চেষ্টা চালাবে প্রাইমারি স্কুল কর্তৃপক্ষ? এই প্রশ্নই এখন এলাকার সাধারণ মানুষদের। স্থানীয় কাউন্সিলার বরুণ সরকার বলেন, আমরা চাই স্কুলে আবার পড়ুয়া আসুক এবং আগের মতন জমজমাট হোক।

লোক সংস্কৃতি বিষয়ক কর্মশালা হয়ে গেল আলিপুরে

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৩ আগস্ট ঃ শুক্রবার লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আয়োজনে আলিপুরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল মহা বিদ্যালয় এবং বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে লোক সংস্কৃতি বিষয়ক কর্মশালা ও সম্মেলন। এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে লোকসংস্কৃতি বিষয়ক ভাবনার উন্মেষ ঘটানো। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বরিষ্ঠ অপর অধিকর্তা কৌস্তভ তরফদার অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেলা পরিষদ) সৌমেন পাল, জেলা তথ্য সংস্কৃতিক আধিকারিক অনন্যা মজুমদার। এদিনের এই কর্মশালায় বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ড. বরুন চক্রবর্তী, সদস্য, লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ড. সুতপা সেনগুপ্ত, ড. মনিকা রায় কুন্ডু, ও ড. বাঁশরী মুখার্জি। মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ৫২ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিলো এদিনের এই কর্মশালায়।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ঃ ২১.০৮.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং ঃ টিএন-১৩৭-২৪-২৫। কাজের নামঃ** দমদম জংশন-নৈহাটি জংশন শাখাতে ঃ সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (ওয়ার্কস)/ ব্যারাকপুর-এর অধীনে আনুষঙ্গিক কাজ সহ আরডিএসও মান অনুসারে (মোট ১৩টি) লেভেল ক্রশিং গেট যথা গেট নং. ২,৩,৪,৫,৬,৮,৯এ,৯ ১০,১১,১২,১৩ এবং ১৪তে প্রামাণ্য হাইট গেজ-এর ব্যবস্থা করার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৭৮,০৯,৩৭৪.৪৬ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,৩৯,১০০.০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১৮.০৯.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮ (আঠারো) মাস। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ১৮.০৯.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে। টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিশদ **www.ireps.gov.in** -এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে টেন্ডারের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

(SDAH-164/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

NOTICE INVITING QUOTATION

Executive Engineer (PIU-Head), WBSRDA, North 24 Parganas Division invites quotations are as follows:-

NIQ No. & Date	Last Date/Time for receipt of quotation
N-01/2024-25/N-24/WBSRDA (Offline), Dated : 22/08/2024,	Dated : 31/08/2024, upto 3.00 PM
N-02/2024-25/N-24/WBSRDA (Offline), Dated : 22/08/2024,	Dated : 31/08/2024, upto 3.00 PM

The details can be obtained from website : www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Executive Engineer (PIU-Head)
WBSRDA, North 24 Parganas Division

ABRIDGED e-TENDER NOTICE

UNDERSIGNED invites e-tenders, vide **NIT 08/EO/2024-25** for Construction of 5 nos. Community Toilet and Construction of 7 nos. Concrete drain within Khanakul-I Panchayat Samity. Last date of application **30.08.2024 up to 5:00 PM**. For details please visit 'wbtenders.gov.in'

Sd/- Executive Officer,
Khanakul-I Panchayat Samity,
Khanakul, Hooghly

OFFICE OF THE JHALDA-II PANCHAYAT SAMITY
At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213
Memo. No. 674/EO/JLD-II, Dated: 23/08/2024

Notice

Executive Officer, Jhalda-II Panchayat Samity invites E-tender as 2 nd Call follows: NIeT No.-03(e)/EO/JLD- II/2024-25 for 8 nos. scheme(Tender ID 2024_ZPHD_726526_11 to 2024_ZPHD_726526_18) within the jurisdiction of Jhalda-II Panchayat Samity. Last Date of tender submission is 31.08.2024 up to 5-00 pm respectively. Details may be obtained from website: https://wbtenders.gov.in

Sd/- Executive Officer
Jhalda-II Panchayat Samity

গাঁজা পাচার, বিমান যাত্রী গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৩ আগস্ট ঃ বাগডোগরা বিমানবন্দরে এক বিমানযাত্রীর লাগেজ থেকে ৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। গ্রেফতার করা হয়েছে বিমানযাত্রী সেজে গাঁজা পাচারকারী বিশ্বজিত রায়(২৩) কে। বিমানবন্দরের পুলিশ এবং বিমানবন্দর সূত্রে জানা গেছে এদিন দুপুরে আকাশা এয়ারের বাগডোগরা- ব্যাঙ্গালুরু বিমানের যাত্রীদের লাগেজ স্ক্যান করছিলেন কর্মীরা। বিশ্বজিত এর লাগেজ স্ক্যান করতেই ২ টি প্যাকেটে গাঁজা দেখে চোখ ছানাবড়া হয়ে যায় কর্মীদের। খবর দেওয়া হয় সিআইএসএফ এবং বিমানবন্দর ফাঁড়ির পুলিশকে। পুলিশ পৌঁছে বিশ্বজিতকে গ্রেফতার করে বাগডোগরা থানার নিয়ে আসে। পুলিশ জানিয়েছে প্রাথমিক ভাবে ধৃত জানিয়েছে তার বাড়ি কোচবিহারের সিতাই। সে ব্যাঙ্গালুরুতে গাঁজা বিক্রি করার জন্য নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল।

WEST DINAJPUR HEALTH EMPLOYEES CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.

পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচন ২০২৪

২৭ আগস্ট ২০২৪ এবং ২৮ আগস্ট ২০২৪ দুপুর ১২ টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত সমিতির অফিসে মনোনয়নপত্র জমা নেওয়া হবে। ৩০ আগস্ট ২০২৪ এবং ৩১ আগস্ট ২০২৪ দুপুর ১২ টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত সমিতির অফিসে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার নেওয়া হবে। ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সমিতির অফিসে বেলা ১২ টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচন। ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সমিতির বিশেষ সাধারণ সভা হবে।

Partha sarathi Thandar
HDE

Legal Notice:

আমি, শ্রীমতী কিরণ কুমারী, স্বামী- শ্রী নিরঞ্জন কুমার শর্মা, সাং- ৪০, মনিলাল সাহা লেন, নিউ মার্কেট, ধর্মতলা, কোলকাতা- ৭০০০১৩, কোলকাতা ব্লকের অর্ন্তগত চৌবাগা (জে.এল. নং-০৩) মৌজায় ৬২১ নং দাগে ২(দুই) কাঠা জমি ২০২২ সালে (দলিল নং- ১৬৩০০২০৬২ /২০২২) শ্রী কেঃ টু মন্ডল মহাশয় দ্বারা নিযুক্ত পাওয়ার ওফ্ এটর্নী হোল্ডার শ্রীমতী মৃনালিনী নাগ (পাওয়ার দলিল নং- ১৬০৪০১৭২৩/ ২০২১)- মহাশয়ার নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছি।

অতঃপর উক্ত জমির মিউটেশন- এর আবেদন করিয়াছি, যদি কোনো ব্যক্তির কোনোরূপ অভিযোগ থাকে তাহইলে বিজ্ঞাপনের দিন হইতে এক মাসের মধ্যে কোলকাতা বি.এল.এল.আর.ও. অফিসে (ঠিকানা- কে.এম.সি. বিল্ডিং, রুম নং- ৩২৮, ৫ এস.এন. ব্যানার্জী রোড, কোলকাতা- ৭০০০১৩) অথবা ইমেল (bllroatm@gmail.com)- এর মাধ্যমে অভিযোগ জানান।

পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক
(ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ)
বি/ও-আইডিবি কলকাতা (সি-০৫৬২)
পী.एस.बी.

পরিশিষ্ট IV
[নিয়ম ৮(১)১]
দখলের নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেখানে, নিম্নস্বাক্ষরকারী হচ্ছেন পাঞ্জাব ও সিন্ধু ব্যাঙ্ক শাখা আইডিবি কলকাতার (কলকাতা) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সেকেন্ড) অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে এবং ধারা ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে। সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৩ এর সাথে পড়ুন ২৬শে মার্চ ২০২৪ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে একমাত্র প্রোঃ মাহাম্মদ জাহেদ (স্বত্বাধিকারী মেসার্স চিউ লি ট্যানারি) নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ টাকা পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছে। ৬,৮৭,৫১,০১৬.১০ (টাকা ছয় কোটি সাতাশি লক্ষ একান্ন হাজার ষোল এবং দশ পয়সা মাত্র) নগদ ক্রেডিট, টাকা ৫৪,৪৯,০৭৮.৯৭ (চুয়ান্ন লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার আটাত্তর টাকা এবং সাতানব্বই পয়সা মাত্র) টার্ম লোনের জন্য (ডব্লুসিএসএসআই), ২৫,৬৬,৯০৯.৭৬ (টাকা পঁচিশ লক্ষ ছিয়াট্টি হাজার নয়শ নয় এবং ছিয়াত্তর পয়সা মাত্র) ইসিএলটিএল টার্ম লোনের জন্য, ইসিএলটিএল এক্সটেনশনের জন্য টাকা ৩২,৪১,৬৩৪.৩৯ (টাকা বত্রিশ লক্ষ একচল্লিশ হাজার ছয়শত চৌত্রিশ টাকা এবং উনত্রিশ পয়সা মাত্র) ইসিএলটিএল এক্সটেনশনের জন্য, টাকা ১৮,০১,৯৩১.৫৬ (টাকা আঠার লক্ষ এক হাজার নয়শ একত্রিশ টাকা এবং ছাপ্পান্ন পয়সা মাত্র) সিএমএফসিএস (কোভিড মেয়াদী ঋণ), মোট পরিমাণ টাকা ৮,১৮,১০,৫৭০.৭৮ (আট কোটি, আঠারো লক্ষ, দশ হাজার, পাঁচশত সত্তর এবং আটাত্তর পয়সা মাত্র) এবং উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখের সাথে সুদ।

ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছে, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী আইনের ধারা ১৩ এর ধারা (৪) এর অধীনে তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছে। এই দুই হাজার চব্বিশ আগস্টের ২০তম দিনে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২- এর বিধি ৮ সহ পড়ুন।

আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানের প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, উপলব্ধ সময়ের ক্ষেত্রে, সুরক্ষিত সম্পদগুলি খালাস করার জন্য।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য এবং সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেনের জন্য পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্কের চার্জের সাপেক্ষে টাকা ৬,৫২,৯৫,৬৯৯.০৬ (টাকা ছয় কোটি বাহান্ন লক্ষ পঁচানব্বই হাজার, ছয়শত নিরানব্বই এবং ছয় পয়সা মাত্র) নগদ ঋণের জন্য, টাকা ৫৯,২২,৪৯৮.৭৭ (টাকা উনষাট লক্ষ, বাইশ হাজার, চারশো আটানব্বই এবং সাতাত্তর পয়সা মাত্র) ডব্লুসিএসএসআই মেয়াদী ঋণের জন্য, টাকা ২৬,৭২,৭৩২.৬৮ (টাকা ২৬ লক্ষ, বাহাত্তর হাজার সাতশ বত্রিশ এবং আটষট্টি পয়সা মাত্র), ইসিএলটিএল এক্সটেনশনের জন্য টাকা ৩৩,৭০,৫৫১.২১ (টাকা তেত্রিশ লক্ষ, সত্তর হাজার, পাঁচশো একান্ন এবং একুশ পয়সা মাত্র), টাকা ১৮,৯৫,৪৬৭.৮৬ (টাকা আঠারো লক্ষ পঁচানব্বই হাজার চারশো সাতষট্টি এবং ছিয়াশি পয়সা মাত্র) সিএমএফসিএস (কোভিড টিএল) এবং তার উপর সুদ।

ক্রম. নং.	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
১.	৬০০.৪০০ বর্গমিটার পরিমাপের জমির সমস্ত অংশ এবং পার্সেল কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স, জোন নং ৮, প্লট নং ৬৩২এ, সি.এস. প্লট/আর.এস. দাগ নং ৬৪৩(পি), জে. এল. নং ৩৫ মৌজা-গঙ্গাপুরের, থানা কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণা। **সীমাবদ্ধ সম্পত্তিঃ** মৌজায় সম্পত্তি - গঙ্গাপুর ক্যালকাটা লেদার কমপ্লেক্স, বানতলা, জোন-৮, ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), পিন-৭৪৩৫০২, লিজ হোল্ড সম্পত্তি মেসার্স চিউ লি ট্যানারির কাছে বরাদ্দকৃত লিজ নং ৭৫৯৩-এর জন্য নিবন্ধিত দলিলের মাধ্যমে বছর ২০০৪। পূর্বঃ প্লট নং জোন-৮/৬৩২এ, পশ্চিমঃ প্লট নং জোন-৮/৬৩৩, উত্তরঃ প্লট নম্বর জোন-৮/৬২৬, দক্ষিণঃ ১৫এম প্রস্থ রাস্তা দ্বারা। ০.৪৪৫ বর্গমিটার পরিমাপের জমির সমস্ত অংশ এবং পার্সেল কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স, জোন নং ৮, প্লট নং ৬৩২, সি.এস. প্লট/আর.এস. দাগ নং ৬৪৩(পি), জে. এল. নং ৩৫ মৌজা-গঙ্গাপুরের, থানা কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণা। **সীমাবদ্ধ সম্পত্তিঃ** মৌজায় সম্পত্তি - গঙ্গাপুর ক্যালকাটা লেদার কমপ্লেক্স, বানতলা, জোন-৮, ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), পিন-৭৪৩৫০২, লিজ হোল্ড সম্পত্তি মেসার্স চিউ লি ট্যানারির কাছে বরাদ্দকৃত লিজ নং ০৫৩৩৮-এর জন্য নিবন্ধিত দলিলের মাধ্যমে বছর ২০০৪। পূর্বঃ সিএসসি প্লট নং. ২-৮/৬৩১, পশ্চিমঃ সিএলসি প্লট নং জেড-বি/৬৩২, উত্তরঃ সিএলসি প্লট নম্বর জেড-৬২৭ এবং ৮/৬২৮, দক্ষিণঃ ১৫মিটার প্রস্থ রাস্তা। ০.৫৭২ বর্গমিটার পরিমাপের জমির সমস্ত অংশ এবং পার্সেল কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স, জোন নং ৮, প্লট নং ৬৩৩, সি.এস. প্লট/আর.এস. দাগ নং ৬৪৩(পি), জে. এল. নং ৩৫ মৌজা-গঙ্গাপুরের, থানা কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণা। **সীমাবদ্ধ সম্পত্তিঃ** মৌজায় সম্পত্তি - গঙ্গাপুর ক্যালকাটা লেদার কমপ্লেক্স, বানতলা, জোন-৮, ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), পিন-৭৪৩৫০২, লিজ হোল্ড সম্পত্তি মেসার্স চিউ লি ট্যানারির কাছে বরাদ্দকৃত লিজ নং ৬২৯৯-এর জন্য নিবন্ধিত দলিলের মাধ্যমে বছর ২০০৭। পূর্বঃ প্লট নং জোন-৮/৬৩২, পশ্চিমঃ ১৫এম প্রস্থ রাস্তা দ্বারা, উত্তরঃ প্লট নম্বর জোন-৮/৬২৪ এবং ৬২৬ আংশিক, দক্ষিণঃ ১৫এম প্রস্থ রাস্তা দ্বারা। **মোট জমির পরিমাপ (সম্পত্তিঃ ৪৭১৫.৮৭৫ স্কো.মি.)**
2.	১১ কাঠা ৫ ছটাক ১২ বর্গফুট পরিমাপের জমির সমস্ত টুকরো এবং পার্সেল, পৌরসভার হোল্ডিং নং. ৮২সি, মঠেশ্বরতলা রোড, এর অংশ সি.এস. প্লট নং. ৬৯৭, ৮৯৬, মৌজা-ট্যাংরার ৯৮৯ থানা তিলজলার অধীনের, ওয়ার্ড নং. ৫৯, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণায় গঠিত ভবন সহ। **সীমাবদ্ধ সম্পত্তিঃ** প্রাঙ্গনে সম্পত্তি নং ৮২সি, মহেশ্বরতলা রোড, ট্যাংরা, থানা তিলজলা, কলকাতা-৭০০০৪৫ লিজ হোল্ড সম্পত্তি মোঃ জাহেদকে বরাদ্দ করা সম্পত্তি ২০০১ সালের জন্য লিজ নং ১৫৭১-এর নিবন্ধিত দলিল দ্বারা জমি এলাকা-১১ কাঠা ৫ ছটাক ১২ স্কো.ফি.। পূর্বঃ মঠেশ্বরতলা রোড, পশ্চিমঃ চিউ শিউ শুনের জমি, উত্তরঃ আরসা থাই সে-এর জমি, দক্ষিণঃ সাধারণ পথ।

তারিখ-২০.০৮.২০২৪
স্থান-কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil)/BR-XII, KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/101/13/24-25
Name of the work: **Maintenance by relaying, resetting, painting kerbs and other ancillary works before ensuing festive season at median strip along Patuli Connector etc. in Ward No. 101.** Estimated Cost: ₹ **2,98,520.29.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **60 Days.**

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/102/13/24-25
Name of the work: **Maintenance of road by providing hot mix near Baghajatin C Block, New South Park etc. in Ward No. 102, BR-XII.** Estimated Cost: ₹ **1,49,745.08.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion: **180 Days.**

(3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/106/045/24-25
Name of the work: **Development of splayed corners/strip land & gifted passages along with ancillary drainage works at Pr. No. 253 P. Main Road, 183 P. Main Road & other different places in Ward No. 106.** Estimated Cost: ₹ **2,85,237.94.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **60 Days.**

(4) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/108/032/24-25
Name of the work: **Desiltation of drain at VIP Nagar, Gouranga Pally etc. in Ward No. 108.** Estimated Cost: ₹ **1,50,454.55.** Earnest Money: ₹ **3,100.00.** Period of Completion: **120 Days.**

(5) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/109/066/24-25
Name of the work: **Restoration of road damaged by W/S Deptt. for laying of D.I. Pipe near Pr. No. 321 Barakhola, 121 N Kanan & 18/2 Kalikapur H/o K. Barui to A. Patra etc. in Ward No. 109, BR-XII.** Estimated Cost: ₹ **2,15,039.63.** Earnest Money: ₹ **4,500.00.** Period of Completion: **120 Days.**

(6) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/109/068/24-25
Name of the work: **Painting of kerb stone along median strip of Mukundapur Main Road for Festival purpose in Ward No. 109, BR-XII.** Estimated Cost: ₹ **1,99,456.94.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **90 Days.**

(7) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/109/069/24-25
Name of the work: **Restoration of road damaged by W/S Deptt. for laying of D.I. Pipe near Pr. No. 1/84 Mukundapur to Sani Mandir in Ward No. 109, BR-XII.** Estimated Cost: ₹ **2,69,490.61.** Earnest Money: ₹ **5,500.00.** Period of Completion: **120 Days.** Last date and time of submission of Bid: **03.09.2024 - 12 noon (for Sl. No. 1 to 7).** Date and time of opening of Bid: **05.09.2024 - 1 p.m. (for Sl. No. 1 to 7).** The bid forms and other details are available on and from **23.08.2024 (5 p.m.).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 to 7).**

The Executive Engineer (Roads), KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/ROADS/2024-2025/233 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of road surface disturbed by P.U. Agencies and Pothole at different places of Garfa Main Road and Rajdanga Main Road under BR-XII.** Estimated Cost (incl. GST and CESS): ₹ **4,65,160.66.** Earnest Money: ₹ **9,400.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(2) NIT No.: KMC/ROADS/2024-2025/309 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of road at different places of Picnic Garden Road, Darga Road and Dhapa Road under BR-VII.** Estimated Cost (incl. GST and CESS): ₹ **4,97,840.87.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **180 Days.** Last date and time of submission of Bid: **07.09.2024 - 12 noon (for Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **24.08.2024 (12 noon)** from the website **https://wbtenders.gov.in (for Sl. No. 1 & 2).**

The DY.CE(E)(S&D)/KMC invites e-tender online item rate in two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/GRBU/SO-22/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Repairing, servicing and replacement of worn out components of 4 nos. cooling water pumps & cooling water reservoir cleaning at Monikhali DPS under GRBU.** Estimated Cost: **Rate to be quoted.** Earnest Money: ₹ **3,500.00.** Period of Completion: **12 Days.** Last date and time of submission of Bid: **04.09.2024 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **26.08.2024 (5 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Director General (S&D), KMC invites e-tender online for the following work:

NIT No.: KMC/S&D/DPS/23-24/04/1 (2nd Call)
Name of the work: **Removal of silt from the screen chamber & sump chamber at Mominpore Drainage Pumping Station.** Estimated Cost: ₹ **1,42,876.42.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion: **28 Days.** Last date & time of receipt/opening of tender: **04.09.2024 - 3 p.m. / 07.09.2024 - 3 p.m. (Technical Bid).** The bid forms and other details are available on and from **24.08.2024 (3 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The D.G. (Mech.)/Roads, KMC invites e-tender online item wise rate in two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/RRD/PR-5/2024-25
Name of the work: **Repairing & running maintenance of small type (5-6 ton capacity) road rollers clutch, engine head, F.I.P, Body repair with painting and other allied works of Roller No. OC-20 at Road Roller Deptt.** Estimated Cost: **Quotation.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **10 Days.**

(2) NIT No.: KMC/RRD/PR-6/2024-25
Name of the work: **Repairing and overhauling of body, shed with various mechanical works and painting of Roller OB-71, big type, 8-10 ton capacity at Road Roller Deptt.** Estimated Cost: **Quotation.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **10 Days.** Last date and time of submission of Bid: **05.09.2024 - 1 p.m. (for Sl. No. 1 & 2).** Bid opening date for Technical Proposal (online): **07.09.2024 - 1.10 p.m. (for Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **27.08.2024 (6 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in (for Sl. No. 1 & 2).**

456/24-25

চাষবাস

এই পদ্ধতিতে আপনি ঝিনুক চাষ করলে লাভবান হবেন

ঝিনুক চাষের চারটি পদ্ধতি
১) র্যাকে চাষ
২) লম্বা দড়িতে চাষ
৩) ঝুলানো ট্রে-তে চাষ
৪) জলের তলদেশে চাষ।

ঝিনুকের চাষে ছয় প্রজাতির ব্যবহার আছে। তবে সব চাইতে উৎকৃষ্ট প্রজাতি হল Crassostrea madrasensis (Preston)। এই প্রজাতির ঝিনুক সমুদ্রের জলের তলায় ১৭ মিটার গভীরতা পর্যন্ত ফলন দিতে পারে। ভারতবর্ষে ঝিনুক চাষে অগ্রণী রাজ্যগুলি হল কেরল, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, কর্নাটক, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গ। কেরলের গ্রাম্য মহিলারা স্বনির্ভর প্রকল্পে ঝিনুক চাষে অনেক এগিয়ে। এই চাষ করে তাঁদের সংসারে স্বচ্ছলতা আনতে সক্ষম হয়েছেন।

উপকারিতাঃ
১) ঝিনুকের চাষের জন্য সমুদ্র উপকূলের বা খাঁড়ি অঞ্চলের জলের বা স্থলের জৈবিক পরিবেশ খুবই উন্নত হয়। ফলে ওই এলাকার অন্যান্য গাছ বা প্রাণীরা প্রভূত লাভবান হয় এবং মানুষেরও উপকার হয়।
২) ঝিনুক শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার সময় তার আশেপাশের সমুদ্রের জলকে ফিল্টার করে বা পরিষ্কার করে।
৩) ঝিনুক পুড়িয়ে চূর্ণ (ক্যালসিয়াম অক্সাইড) তৈরি করা হয়।
৪) ঝিনুকের পাহাড়ের (Reef) আড়ালে বহু প্রাণী, (যেমন কাঁকড়া, কচ্ছপ, রঙিন মাছ, হেরিং মাছ, ইত্যাদি) আত্মগোপন করে বড় মাংসাশী প্রাণীদের আক্রমণ থেকে প্রাণ বাঁচায়।
৫) ঝিনুক জল থেকে বাতাসের দ্রবীভূত নাইট্রোজেন শুষে নিয়ে বাড়ে। তাদের পায়খানার মাধ্যমে জলের ফাইটো- প্লাঙ্কটন, জু প্লাঙ্কটন ও অন্যান্যদেরও বাড়তে সাহায্য করে। মাছেদের খাদ্যের যোগান দেয়।
৬) জলে দ্রবীভূত বিষাক্ত কার্বন-ডাই অক্সাইড, ঝিনুক খেয়ে নিয়ে শরীরে সঞ্চয় করে এবং বর্জ্য, সেডিমেন্ট হিসাবে জলে জমায়। এই বর্জ্য, বহু প্রাণীদের খেয়ে জীবনধারণ করতে সাহায্য করে।
৭) ঝিনুকের শক্ত দেহের আবরণীর উপর বহু সামুদ্রিক মাছের ডিম পাড়ার প্রিয় জায়গা।
৮) ঝিনুকের মাংস সারা পৃথিবীতেই দামী খাবার। ফলে ব্যাপক হারে চাষ বাড়ছে। খুব লাভজনক ব্যবসা। অনেক বেকার লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গও পিছিয়ে নেই।

আমাদের উঠে আসার পেছনে বেশি ভূমিকা রয়েছে মায়ের ঃ কমলা

ওয়াশিংটন, ২৩ আগস্টঃ যুক্তরাষ্ট্রে আগামী নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে ডেমোক্রেটিক পার্টির আনুষ্ঠানিক মনোনয়ন গ্রহণ করে কমলা হ্যারিস তাঁর ভারতীয় বংশোদ্ভূত মায়ের স্মৃতিচারণা করেছেন। শিকাগোতে বৃহস্পতিবার দলের জাতীয় সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে উৎফুল্ল সমর্থকদের উদ্দেশে ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস বলেন, তাঁর মা শ্যামলা গোপালান হ্যারিস মাত্র ১৯ বছর বয়সে ভারত থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় একা পাড়ি জমিয়েছিলেন। তাঁর দুর্দমনীয় স্বপ্ন ছিল, একজন বিজ্ঞানী হবেন যিনি ব্রেস্ট ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা করবেন। কমলা বলেন, 'আমার মা শ্যামলা হ্যারিসের ছিলেন এক নিজস্ব সত্তা। আমি তাঁকে প্রতিদিন অনুভব করি, বিশেষ করে বর্তমান সময়ে। আমি জানি, তিনি আজকের এ রাতের দিকে তাকিয়ে আছেন এবং হাসছেন।'

ভাইস প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, 'আমাদের উঠে আসার পেছনে বেশির ভাগ ভূমিকা রয়েছে মায়ের। একটি বাড়ি কিনতে সমর্থ হওয়ার আগে ইস্ট বেতে ছোট এক অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করেছিলেন তিনি। সেখানে পাহাড়ি এলাকা বা সমতল ভূমিদুই জায়গাতেই আপনি থাকতে পারবেন। আমরা সমতলে থাকতাম। সেটি ছিল অগ্নিনির্বাপণকর্মী, নার্স, নির্মাণকর্মীএমন সব শ্রমজীবী মানুষের এক সুন্দর আবাসস্থল।'

শ্যামলা গোপালান হ্যারিস ছিলেন ব্রেস্ট ক্যানসার বিশেষজ্ঞ। বার্কলের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এন্ডোক্রাইনোলজিতে ডক্টরেট ডিগ্রি সম্পন্ন করতে ১৯৬০ সালে ভারতের তামিলনাড়ু থেকে যুক্তরাষ্ট্রে যান তিনি। সমর্থকদের সামনে বক্তৃতায় কমলা বলেন, 'যখন মা তাঁর ডিগ্রি অর্জন করেন, তখন পারিবারিক পছন্দে বিয়ে করতে দেশে ফিরতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভাগ্যক্রমে আমার বাবা ডোনাল্ড হ্যারিসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তিনি ছিলেন জ্যামাইকা থেকে আসা ছাত্র। তাঁরা একে অপরকে ভালোবাসেন ও বৈবাহিক সম্পর্কে জড়ান। পরে বোন মায়া ও আমার জন্ম হয়।'

শিকাগোর অনুষ্ঠানে কথা বলেন কমলার বোন মায়া হ্যারিসও। তিনি তাঁর মা শ্যামলা হ্যারিস উন্নত জীবনের আশায় কীভাবে ভারত থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান এবং তাঁর মেয়েদের 'নিজেদের গল্পের রূপকার' হতে উৎসাহিত করেন, সে বিষয় তুলে ধরেন।

মায়া আরও বলেন, যদি তাঁদের প্রয়াত মা এখানে উপস্থিত থাকতেন, তবে তিনি তাঁর কন্যাদের নিয়ে কতটা গর্বিত, তা বলতেন। এরপর তিনি বলেন, 'অনেক হয়েছে। আপনাদের কাজ করতে হবে।'

কমলার ভারতীয় যোগসূত্র

কমলা হ্যারিস (৫৯) ১৯৬৪ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার ওকল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা অ্যাফ্রোজ্যামাইকান ডোনাল্ড হ্যারিস। অর্থনীতি বিষয়ে পড়াশোনা করতে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন তিনি। সেখানেই শ্যামলা গোপালানের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার আন্দোলন চলাকালে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কমলার বাবা-মায়ের সাক্ষাৎ হয়। এ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ছিল তখনকার ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম এক কেন্দ্র। ডোনাল্ড হ্যারিস স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির একজন ইমেরিটাস অধ্যাপক। শ্যামলা গোপালান ২০০৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ক্যানসারে মারা যান। পরের বছর ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যাটর্নি জেনারেল নির্বাচিত হন কমলা।

ডোনাল্ড হ্যারিসের সঙ্গে শ্যামলা গোপালানের বিচ্ছেদ হওয়ার পর কমলা ও তাঁর ছোট বোন মায়া তাঁদের মায়ের ছায়ায় বেড়ে ওঠেন। দুই মেয়েকে একসময় ভারত ভ্রমণে নিয়ে যান মা শ্যামলা। মাঝেমধ্যেই তামিলনাড়ুকে নিয়ে তিনি তাঁর আকর্ষণ বা হতাশার কথা প্রকাশ করতেন। কমলা হ্যারিস ২০১৯ সালে তাঁর লেখা বই 'দ্য ট্রুথস উই হোল্ড'এ এসব কথা তুলে ধরেছেন। কমলা হ্যারিসকে অনেক সময় ভারতের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র ও নানা পিভি গোপালানের প্রভাব নিয়ে কথা বলতে শোনা গেছে। কয়েক দশক আগেই তামিলনাড়ুর থুলাসেন্দ্রাপুরাম ছেড়ে যান পিভি গোপালান। তবে স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, তাঁর পরিবার নিয়মিতভাবে এ এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে ও উপাসনালয়ে অনুদান দিয়েছে।

ক্রমশ রোবট হয়ে উঠছে বুদ্ধিমান

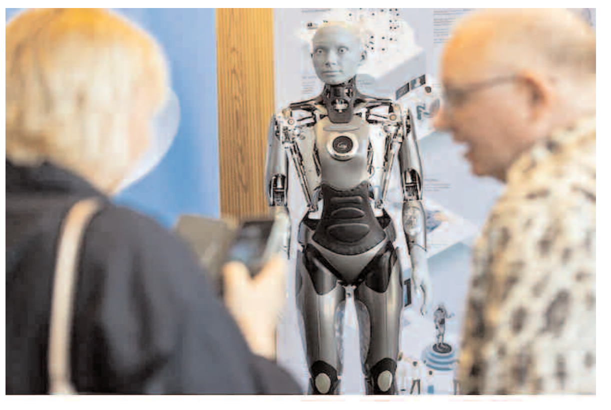

মানুষের মতো দেখতে রোবট এখন আর কেবল বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনিতেই সীমাবদ্ধ নেই। মানুষের মতো রোবট তৈরি করছে বিভিন্ন প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান। নানা কাজে এসব রোবটের ব্যবহারও শুরু হয়েছে। মার্কিন প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান বোস্টন ডায়নামিকস, টেসলা ও ওপেন এআই মানবসদৃশ উন্নত রোবট তৈরিতে কাজ করছে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকেও রোবট তৈরিতে সাহায্য করছে। এসব রোবট মানুষের মতো চলাফেরা করতে সক্ষম। পাশাপাশি নানা তত্পরতা ও দক্ষতার দিক থেকেও এগিয়ে যাচ্ছে। রোবটে এই দক্ষতা বাড়াচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ। গবেষকেরা বলেন, রোবটের মধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) যোগ করা গেলে এগুলো সত্যিকার অর্থেই দৈনন্দিন জীবনের নানা কাজে ব্যবহারযোগ্য হয়ে উঠতে পারে। তবে এ জন্য রোবটের মস্তিস্কে এআই প্রয়োগ করতে হবে বা এআই সক্ষমতাসম্পন্ন মস্তিষ্কযুক্ত রোবট তৈরি করতে হবে। এ ধরনের রোবট তৈরি করা গেলে সেগুলোর সঙ্গে মানুষের যোগাযোগের পদ্ধতি উন্নত হাতে পারে। রোবট মস্তিষ্কযুক্ত মানবসদৃশ রোবট তৈরি হলে তা বাজারে 'আইফোন মোমেন্ট' তৈরি করতে পারে। অর্থাৎ, বাজারে এ ধরনের রোবটের ব্যাপক চাহিদা তৈরি হতে পারে, যা আইফোন বাজারে আসার সময় হয়েছিল। রোবটকে ব্যাপক চাহিদা সম্পন্ন করে তুলতে হলে এতে বিশেষ বুদ্ধিমত্তা থাকতে হবে। এ ছাড়া এ রোবটকে নানা কিছু শেখার যোগ্য করে তুলতে হবে। ওপেনএআইয়ের তৈরি চ্যাটজিপিটির মতো এআই চ্যাটবট তৈরির পেছনে থাকা লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল (এলএলএম) প্রযুক্তি দেখিয়েছে যে এগুলো শিখতে সক্ষম। এলএলএমকে যে পরিমাণ তথ্য দিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, সেখান থেকে সঠিক তথ্য বেছে উপস্থাপন করতে পারে এগুলো। এগুলোকে তাই 'এমবডিড ইন্টেলিজেন্স' বা মূর্ত বুদ্ধিমত্তার চাবিকাঠি বলা হয়।

'এমবডিড ইন্টেলিজেন্স' শারীরিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে জ্ঞানীয় প্রক্রিয়াগুলোর একীভূত করণকে বোঝায়। আমাদের মস্তিষ্ক যেভাবে আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে নিয়ন্ত্রণ করে, অনেকটা সে রকম প্রক্রিয়া এটি। এমবডিড ইন্টেলিজেন্সের লক্ষ্য হচ্ছে, রোবটকে মানুষের মতো একইভাবে বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম করা। ধারণাটি নির্ভর করে লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল ও ভিজ্যুয়াল এআই সিস্টেমের ওপর। ভিজ্যুয়াল এআই সিস্টেম ভিডিও ও ছবিতে থাকা বস্তু সম্পর্কে কম্পিউটারকে ধারণা তৈরি করতে সাহায্য করে। এটি পর্যবেক্ষক ও বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক বুঝতে যান্ত্রিক যুক্তি প্রতিষ্ঠা করে এবং রোবটকে বুঝতে সাহায্য করে কীভাবে তাদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া ঘটতে পারে। গবেষকেরা বলেন, এলএলএম একা রোবটের মস্তিষ্ক হিসেবে কাজ করবে না। এর সঙ্গে আরও অনেক কিছুর প্রয়োজন হবে। এ ক্ষেত্রে গুগলের তৈরি এআই সিস্টেম 'পাম-ই'কে উদাহরণ হিসেবে ধরা যায়। এর প্রকৌশলীরা একে রোবট সেন্সর ডেটা দিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। এতে এআই সিস্টেমটি রোবটকে সবকিছু কার্যকরভাবে শিখতে সাহায্য করে। এআই খাত দ্রুত এগিয়ে চলেছে। একই সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে নতুন এআই মডেল উন্মুক্ত হচ্ছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, পাম-ইর মতো উন্নত প্রযুক্তিকে যদি মানব সৃদশ রোবটের সঙ্গে অন্যান্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে যুক্ত করা যায়, তাহলে খুব বেশি প্রোগ্রামিং করা ছাড়াই এগুলো আমাদের পৃথিবী সম্পর্কে ভালোভাবে ধারণা নিতে পারবে। কারখানা থেকে বাড়িতে

মানবসদৃশ রোবট ব্যবহারের ক্ষেত্র বিশাল ও বৈচিত্র্যময়। এ ধরনের রোবট তৈরির প্রাথমিক লক্ষ্য হচ্ছে, মানুষ যেসব বিপজ্জনক ও কঠিন জায়গায় কাজ করতে পারে না, সেখানে এগুলোর ব্যবহার করা। এর মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান নাসার তৈরি ভ্যালকিয়েরি রোবট। রোবটটি মহাকাশ অভিযানে ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এর বাইরে বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন কারখানায় মানবসদৃশ রোবট দেখা যাবে, যেগুলো নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বিভিন্ন কাজ করতে সক্ষম হবে। নির্ভুল এবং ধৈর্যের প্রয়োজন এমন কাজ করে উত্পাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থায় বিপ্লব ঘটাতে পারে টেসলার অপটিমাসের মতো রোবটগুলো। কয়েক মাস আগে ঘোষণা দেওয়া বোস্টন ডায়নামিকসের অ্যাটলাস ২এর মতো রোবট ইতিমধ্যে কারখানায় কিছু ক্ষেত্রে দক্ষতা দেখিয়েছে।

বিদ্যুৎ দপ্তরের ৯ কোটি ২ লক্ষ টাকার সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি

আগরতলা, ২৩ আগস্টঃ ভারী বর্ষণের ফলে ত্রিপুরার বিদ্যুৎ ব্যবস্থার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। রাজ্যের মোট বিদ্যুৎ গ্রাহকের মধ্যে ৩ লক্ষ ১৯ হাজার ৭৭৩ গ্রাহক নানাভাবে প্রভাবিত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। তিনি জানান, সর্বশেষ তথ্যে জানা গেছে বিদ্যুতের ১ হাজার ৬০৩টি খুটি ভেঙে পড়েছে, ৫০১টি ট্রান্সফরমার, ৬৪২ কিমি কন্ডাকটরস এবং ৩৩ কেভি ও ৬৬ কেভির ২টি সাব-স্টেশন সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এছাড়াও ৯টি স্থানে ৩৩ কেভি বৈদ্যুতিক লাইন ব্রেক ডাউন হয়ে গেছে। এরমধ্যে ৪টি স্থানে বৈদ্যুতিক লাইন সারাইয়ের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী এখন পর্যন্ত বিদ্যুৎ দপ্তরের ৯ কোটি ২ লক্ষ টাকার সম্পদের ক্ষতি হয়েছে। বিদ্যুৎ মন্ত্রী জানান, রাজ্যের বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে ৮-১০ জনের ১১১টি গ্রুপ কাজ করে যাচ্ছে। গোমতী এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার অনেক স্থান জলমগ্ন থাকায় বিদ্যুৎ কর্মীরা বিদ্যুৎ সারাইয়ের কাজ করতে পারছেন না। এছাড়াও আগরতলা শহরের (সার্কেল-১) বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাকে স্বাভাবিক করে তোলার লক্ষ্যে ২৫টি দল দিনরাত কাজ করে যাচ্ছে। তিনি আরও জানান, বিদ্যুৎ দপ্তর রাজ্যের হাসপাতালগুলোতে, রেলওয়ে স্টেশন, আদালত সহ বিভিন্ন অফিসগুলোতে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাকে স্বাভাবিক রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় প্রায় ১ লক্ষ ২৮ হাজার মানুষ

আগরতলা, ২৩ আগস্ট ঃ ত্রিপুরায় বন্যা পরিস্থিতি ক্রমশ উন্নতি হচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় তুলনামূলকভাবে কম বৃষ্টিপাত হয়েছে। রাজ্যের নদীগুলির জলস্তর বর্তমানে বিপদসীমার নীচে বইছে। তবে সোনামুড়ায় গোমতী নদী এখনও বিপদসীমার কাছাকাছি রয়েছে। বর্তমানে সারা রাজ্যে ৫৫৮টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। ত্রাণ শিবিরগুলিতে প্রায় ১ লক্ষ ২৮ হাজার মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন। বন্যায় ২৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, ২ জন আহত হয়েছেন এবং ২ জন এখনও নিখোঁজ রয়েছেন। এদিকে শুক্রবার বিকেলে স্টেট ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টারে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজস্ব দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পান্ডে জানান, মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা আজ হেলিকপ্টারে গোমতী ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন জায়গায় বন্যা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেছেন। রাজস্ব সচিব আরও জানান, ৫৫৮টি ত্রাণ শিবিরে প্রায় ১ লক্ষ ২৮ হাজার মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের প্রয়োজনীয় ত্রাণ দেওয়া হচ্ছে। এরমধ্যে রয়েছে খাদ্য, পানীয়জল, ওষুধপত্র প্রভৃতি। গোমতী এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হয়েছে। আজ পর্যন্ত বন্যায় ২৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, ২ জন আহত হয়েছেন এবং ২ জন এখনও নিখোঁজ রয়েছেন। রাজস্ব দপ্তরের সচিব জানান, আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় আজ এবং আগামীকাল হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

'২০৩০ সালের মধ্যে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে বিপর্যয় ৪০ শতাংশ বাড়বে'

ম্যানিলা, ২৩ আগস্টঃ এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও ২০৩০ সালের মধ্যে বিপর্যয়ের পরিমাণ ৪০ শতাংশ বাড়বে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে জাতিসংঘের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসবিষয়ক দপ্তর (ইউনাইটেড নেশনস অফিস ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন-ইউএনডিআরআর)।

বৃহস্পতিবার ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসসম্পর্কিত এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের (এপিএমসিডিআরআর-২০২৪) উদ্বোধন হয়। সেখানে উদ্বোধনী বক্তব্যে ইউএনডিআরআরের এশিয়া-প্যাসিফিক আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধান মার্কো তোসকানো-রিভালতা বলেন, 'এই শক্তিশালী অনুমান ইঙ্গিত দেয় যে ২০১৫ সালে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের জন্য বিশ্বব্যাপী সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্কে যে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলাম, তা থেকে আমরা সরে যাচ্ছি।' 'সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন' একটি বৈশ্বিক চুক্তি, যা এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোকে দুর্যোগ পরিকল্পনা, মোকাবিলা ও পুনর্বাসনে সহায়তার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল। আঞ্চলিক দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি ও সাড়া প্রদানের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে রিভালতা বলেন, 'মৌলিক বিষয় হচ্ছে, আমাদের (দুর্যোগ) মোকাবিলা ও ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রম দ্বিগুণ করতে হবে।' দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসে সম্মিলিত পদক্ষেপ ত্বরান্বিত করতে আগামী অক্টোবরে ফিলিপাইনে এপিএমসিডিআরআর সদস্যদের নিয়ে আরও একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস ও ঘুরে দাঁড়ানোর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে টেকসই ও প্রত্যাশিত অর্থায়ন নিশ্চিত করা, অন্তর্ভুক্তিমূলক ঝুঁকি হ্রাস, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সমন্বয় এবং আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হবে।

সম্মেলনে ফিলিপাইনের পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ বিভাগের সেক্রেটারি মারিয়া অ্যান্টোনিয়া ইউলো লোয়জাগা বলেন, 'এপিএমসিডিআরআর-২০২৪ আমাদের একত্র করেছে। এখান থেকে আমরা যা শিখলাম, তা সঙ্গে করে এগিয়ে যেতে প্রয়োজনীয় অংশীদারত্বকে শক্তিশালী করার সুযোগ দেয় এ সম্মেলন।' মারিয়া অ্যান্টোনিয়া ইউলো লোয়জাগা আরও বলেন, 'এই সম্মেলন আমাদের অগ্রগতি বজায় রাখতে আমাদের সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে সম্প্রদায় ও বাস্তুতন্ত্র রক্ষায় নিজেদের প্রতিশ্রুতি জোরদার করার একটি সুযোগ।'

ভারতীয় রেলওয়ের রাজধানী সংযোগ প্রকল্পের অধীনে মিজোরামের ভৈরবী এবং হর্তকির মধ্যে নবনির্মিত রেললাইনে ট্রেন চলাচলের জন্য সিআরএস-এর অনুমোদন

মালিগাঁও, ২৩ আগস্ট ঃ কমিশনার অব রেলওয়ে সেফটি (সিআরএস) শ্রী সুমিত সিংঘল ২২ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে ভৈরবী এবং হর্তকির মধ্যে ১৬.৭২৫ কিলোমিটার সদ্য স্থাপিত বিজি লাইনে মালবাহী এবং যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচলের জন্য অনুমোদন প্রদান করেন। এর আগে সিআরএস গত মাসের শেষের দিকে উল্লিখিত সেকশনের সতর্কতামূলক পরিদর্শন সম্পূর্ণ করেছিলেন। নির্মীয়মান ৫১.৩৮ কিমি লম্বা ভৈরবী-সাইরাং নতুন রেলওয়ে লাইন প্রকল্পের একটি অংশ হলো এই সেকশন। সফল পরিদর্শন এবং গতি পরীক্ষণের পর সিআরএস নতুন করে স্থাপিত রেললাইন দিয়ে সর্বাধিক ৭৫ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা গতিতে ট্রেন চলাচলের জন্য অনুমোদন দিয়েছে। নতুন করে স্থাপিত লাইনটি এই রুট দিয়ে আরও বেশি পণ্যবাহী ও যাত্রীবাহী ট্রেনের চলাচলের ক্ষেত্রে সহায় করবে। ভৈরবী ও হর্তকির মধ্যে নতুন করে স্থাপিত বিজি লাইন সেকশনে ২০টি মেজর ব্রিজ ও ২৭টি মাইনোর ব্রিজ এবং ০৩টি রোড ওভার ব্রিজ ও একটি রোড আন্ডার ব্রিজ রয়েছে। এই সেকশনে ১৩টি টানেলকভার্ড ওয়ে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই সেকশনটি ভূকম্পীয় অঞ্চল নং. -এ পড়ে, যার বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২১১২.৮২৩ মিলিমিটার। এই মুখ্য লাইনে অধিকতম ১০০ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা গতিতে এবং লুপ লাইনে ৩০ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা গতিতে ট্রেন পরিচালনের জন্য সেকশনটি নির্মাণ করা হয়েছে। সেকশনটিতে কার্ভড ট্র্যাকের মোট শতাংশ ২৭.০৩। ৪০ ও ৪২ নং ব্রিজে ব্যালাস্ট লেস ট্র্যাক দেওয়া হয়েছে এবং সমগ্র সেকশনটি লেভেল ক্রসিং গেট থেকে মুক্ত। সেকশনটিতে এমএসিএল সিগনালের সাথে ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং প্রদান করা হয়েছে। স্টেশনের মধ্যে যোগাযোগের জন্য ২৫ ওয়াট ভিএইচএফ সহ ওএফসি সিস্টেম থাকবে। হর্তকি রেলওয়ে স্টেশনে নতুন এফওবি, ওয়েটিং হল, ২য় শ্রেণির ওয়েটিং রুম, কভার্ড প্ল্যাটফর্ম, পুরুষ ও মহিলার জন্য পৃথক শৌচালয় রয়েছে। কঠিন ভূখণ্ডে নির্মীয়মান ভৈরবী-সাইরাং রেলওয়ে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে একাধিক টানেল এবং ব্রিজ। এই প্রকল্পে টানেলের মোট দৈর্ঘ হলো ১২৮৫৩ মিটার। প্রকল্পটিতে মোট ৫৫টি মেজর ব্রিজ এবং ৮৯টি মাইনোর ব্রিজ রয়েছে। প্রকল্পটির সবচেয়ে উঁচু পিয়ার অর্থাৎ সাইরাং স্টেশনে প্রবেশের সময় ব্রিজ নং. ১৯৬-এর পিয়ার পি-৪ নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। এই পিয়ারের উচ্চতা ১০৪ মিটার, যা কুতুব মিনারের উচ্চতা থেকে ৪২ মিটার অধিক। এই প্রকল্পের অধীনে রয়েছে চারটি স্টেশন যথাক্রমে হর্তকি, কাওনপুই, মুয়ালখং এবং সাইরাং। ৫১.৩৮ কিমি লম্বা ভৈরবী-সাইরাং নতুন রেল লাইন প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হওয়ার পর মিজোরামের জনগণকে উন্নত সংযোগ ব্যবস্থার পাশাপাশি অঞ্চলটিতে ক্ষুদ্র মাপের শিল্প বিকাশে সাহায্য করবে এবং রাজ্যের পর্যটন শিল্পকেও উৎসাহিত করবে।

এই প্রকল্পটি স্থানীয় জনগণের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য পাহাড়ি রাজ্যটিতে যাত্রী ও বিভিন্ন উপকরণ তথা সামগ্রী পরিবহণের ক্ষেত্রে ব্যয়ের হার যথেষ্ট হ্রাস করাটা নিশ্চিত করবে। মিজোরামের রাজধানী এবং অসমের নিকটবর্তী স্থানগুলির মধ্যে ভ্রমণের সময় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস হবে। এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ দেশের দূর দূরান্ত অঞ্চলে যাওয়ার সুবিধা লাভ করবেন এবং অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর বাধাহীন সরবরাহ লাভ করবেন।

Name Change
I, Meherunnechha Molya W/o. Ainur Rahaman R/o. Vill.- South Bamunia, P.O.- B Chaltaberia, P.S.- Kashipur, Dist.- 24 Pgs. (S), Pin- 743502 shall henceforth be known as Meharun Nassa Bibi. I declare that Meharun Nassa Bibi and Meherunnechha Molya is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 23-08-2024.

Name Change
I, Ainul Molya S/o. Latafat Molla R/o. Vill.- South Bamunia, P.O.- B Chaltaberia, P.S.- Kashipur, Dist.- 24 Pgs. (S), Pin- 743502 shall henceforth be known as Ainur Rahaman. I declare that Ainur Rahaman and Ainul Molya is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 23-08-2024.

Name Change
I, Abdur Rahim Molya S/o. Ershad Ali Molla R/o. Vill.- South Bamunia, P.O.- B Chaltaberia, P.S.- Kashipur, Dist.- 24 Pgs. (S), Pin- 743502 shall henceforth be known as Abdur Rahim. I declare that Abdur Rahim and Abdur Rahim Molya is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 23-08-2024.

Name Change
I, Emran Shaikh S/o. Rabiul Sekh R/o. Vill.- Hantra, P.O.- Chhoto Andulia, P.S.- Chapra, Dist.- Nadia, Pin- 741124 shall henceforth be known as Imran Sekh. I declare that Imran Sekh and Emran Shaikh is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 23-08-2024.

Name Change
I, Abiul Sekh S/o. Nurhossain Sekh R/o. Vill.- Hantra, P.O.- Chhoto Andulia, P.S.- Chapra, Dist.- Nadia, Pin- 741124 shall henceforth be known as Rabiul Sekh. I declare that Rabiul Sekh and Abiul Sekh is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 23-08-2024.

Name Change
I, Dipak Kumar Sarkar S/O Late Haripada Sarkar resident at Prachin Mayapur Shree Chaitanya Colony, Ward No. 21 of Nabadwip Municipality, P.O. & P.S. Nabadwip, Dist. Nadia, Pin-741302 WB, India, do hereby solemnly affirm & declaring my & my father's actual name DIPAK KUMAR SARKAR S/o LATE HARIPADA SARKAR instead of NIRANJAN RAJBANSHI S/o HARIPADA RAJBANSHI alias NIRANJAN RAJBANSHI S/o LATE HARIPADA RAJBANSHI which is wrongly recorded in my purchase deed being No. 1343 dt. 09/07/2002 vide an affidavit sworn before Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Nabadwip, Nadia on 13/03/2024. DIPAK KUMAR SARKAR S/o LATE HARIPADA SARKAR and NIRANJAN RAJBANSHI S/o HARIPADA RAJBANSHI all are same and one identical person.

Name Change
I, Pintu Karmakar S/o Amal Karmakar resident of Choto Karail Nawpara, PS Nadanghat, PO- Nawpara, Dist. Purba Bardhaman, West Bengal, Pin-713515 India do hereby solemnly affirm & declaring my & my father's actual name Pintu Karmakar S/o Amal Karmakar instead of PINTU NUNIA KARMAKAR S/o AMAL NUNIA KARMAKAR, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Kalna on 23/08/2024. Pintu Karmakar S/o Amal Karmakar and Pintu Nunia Karmakar S/O Amal Nunia Karmakar both are same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) SANJOY CHATTARAJ S/o- DHANANJAY CHATTARAJ, Residing at, Vill- Sonarundi, Post- Banowaribad raj, Ps- Salar, Dist- Murshidabad, Pin- 713123, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SANJOY CHATTARAJ To SANJAY CHATTARAJ (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SANJAY CHATTARAJ in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 08 Aug 2024, SANJAY CHATTARAJ and SANJOY CHATTARAJ both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) DHANANJOY CHATTARAJ S/o- TRIBHANGA MOHAN CHATTARAJ, Residing at, Vill- Sonarundi, Post- Banowaribad raj, Ps- Salar, Dist- Murshidabad, Pin- 713123, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from DHANANJOY CHATTARAJ To DHANANJAY CHATTARAJ (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) DHANANJAY CHATTARAJ in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 08 Aug 2024, DHANANJAY CHATTARAJ and DHANANJOY CHATTARAJ both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) RAJIB SHAIKH S/o- HARROJ ALI, Residing at, Vill- Natun Beguntola, Post- Charbabupur, Ps- Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732127, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from RAJIB SHAIKH To RAJIB SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) RAJIB SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 08 Aug 2024, RAJIB SK and RAJIB SHAIKH both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) HORROJ SHAIKH S/o- SIKANDAR ALI, Residing at, Vill- Natun Beguntola, Post- Charbabupur, Ps- Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732127, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from HORROJ SHAIKH To HARROJ ALI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) HARROJ ALI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 08 Aug 2024, HARROJ ALI and HORROJ SHAIKH both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) ABDUL HAQUE TARAFDER S/o- RABIUL HOSSAIN TARAFDAR, Residing at, Vill- Nagarpota, Post- Ulasi, Ps- Hanskhali, Dist- Ranaghat, Pin- 741502, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ABDUL HAQUE TARAFDER To ABDUL HAQUE TARAFDAR (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ABDUL HAQUE TARAFDAR in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 08 Aug 2024, ABDUL HAQUE TARAFDAR and ABDUL HAQUE TARAFDER both are Same and one identical person.

Name Change
I, Bijon Halder S/o. Niranjan Halder R/o. Ramkrishna Pally, P.O.- Belegachi, P.S.- Baruipur, Dist.- 24 Pgs. (S), Pin- 743376 shall henceforth be known as Bijan Halder. I declare that Bijan Halder and Bijon Halder is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 23-08-2024.

নাম পরিবর্তন
আমি শ্রীমতি মাধুরী রায়, স্বামী বিশ্বজিৎ রায়,পিতা স্বর্গীয় অমিল চন্দ্র বিশ্বাস,গ্রাম পূর্ব রামচন্দ্রপুর,পোস্ট ছয়ঘড়িয়া, থানা-বনগাঁ, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা,পিন-৭৪৩৪০৫, পশ্চিমবঙ্গ। আমি এই মর্মে জানাইতেছি যে, আমার বিবাহের পর এতদিন মাধুরী রায়(বিশ্বাস) মাধুরী রায়বিশ্বাস এবং মাধুরী বিশ্বাস উপাধি ব্যবহার করিতাম। কিন্তু গত ২৩ জুলাই ২০২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত হইতে এফিডেফিট বলে মাধুরী রায় হইলাম। মাধুরী রায়(বিশ্বাস) এবং মাধুরী রায় বিশ্বাস এবং মাধুরী বিশ্বাস এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

ডেঙ্গি আক্রান্তের বাড়িতে গিয়ে সচেতনতার বার্তা স্বাস্থ্য দপ্তর এবং ব্লক প্রশাসনের

ক্রমাগত এলাকায় থাবা বসাচ্ছে ডেঙ্গি, আক্রান্তের সংখ্যা ৭

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৩ আগস্ট ঃ এলাকায় থাবা বসাচ্ছে ডেঙ্গি। নতুন করে ফের একজন ডেঙ্গি আক্রান্ত। এই নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা সাত। আতঙ্ক ছড়াচ্ছে এলাকাবাসীর মধ্যে। কিন্তু এলাকাবাসীর অভিযোগ সঠিক ভাবে নিকাশী নালা পরিষ্কার হচ্ছে না। বৃষ্টির ফলে জমে থাকতে জল। যার ফলে ছড়াচ্ছে মশার লার্ভা। এদিকে ডেঙ্গু আক্রান্তের বাড়িতে গিয়ে এবং তার পাড়ার মানুষের সঙ্গে কথা বলে সচেতনতার বার্তা দিলো প্রশাসন। নিজেদের বাড়ি পরিষ্কার রাখা থেকে শুরু করে ডেঙ্গুর উপসর্গ নিয়ে করা হলো আলোচনা। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুরে এই মুহূর্তে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা সাত। নতুন করে সদরের থানাপাড়া এলাকায় একজন ব্যক্তি ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছেন। যিনি এই মুহূর্তে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। চিন্তার ভাঁজ স্বাস্থ্য দপ্তরের কপালে। তবে আশার আলো যারা আক্রান্ত হচ্ছেন তাদের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। এদিন থানাপাড়া এলাকায় যান হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের স্বাস্থ্য আধিকারিক অমলকৃষ্ণ মন্ডল এবং যুগ্ম ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মহম্মদ আলী রুইন। তারা আক্রান্ত ব্যক্তির পরিবারের লোকের সঙ্গে কথা বলেন। ডেঙ্গু রোধে সচেতনতার বার্তা দেন। সাথে কি কি উপসর্গ দেখা গেলে ডাক্তার দেখাতে হবে সেই নিয়েও আলোচনা করেন। এদিকে থানাপাড়ার মানুষের অভিযোগ এলাকায় চার বছর আগে একটি নর্দমা তৈরি হয়েছিল। পরিষ্কার না হওয়াই সেই নর্দমা বুজে গেছে। সেখানে জমে থাকছে জল। সেই জলে জন্ম নিচ্ছে মশার লার্ভা। দ্রুত এলাকা পরিষ্কারের দাবি তুলেছে এলাকাবাসী। যদিও তৃণমূলের স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যার প্রতিনিধি দুর্জয় দাস জানান এর আগে নর্দমা পরিষ্কার করা হতো। কিন্তু বর্তমানে জোটের দখলে থাকা পঞ্চায়েত প্রধানকে বলা হলে তিনি কর্ণপাত করছেন না। তবে তারা চেষ্টা করবেন দ্রুত পরিষ্কার করার।

বিজেপির স্বাস্থ্য দপ্তর অভিযানে কর্মীদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে থানা ঘেরাও ও পথ অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৩ আগস্ট ঃ আরজিকর-কাণ্ডে নির্যাতিতার ওপর যে পাশবিক অত্যাচার করা হয়েছে এবং তাকে যেভাবে খুন করা হয়েছে তার প্রতিবাদে রাজ্য জুড়ে পথে নেমেছে বিজেপি। এমতাবস্থায় বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য ভবন অভিযানের ডাক দিয়েছিলো বঙ্গ বিজেপি। সেখানে শুরুতেই গ্রেপ্তার হয় শুভেন্দু অধিকারী সহ একাধিক বিজেপি নেতা ও কর্মী সমর্থক। পাশাপাশি বিজেপির তরফে কর্মীদের ওপর পুলিশের অত্যাচারেরও অভিযোগ তোলে। সামগ্রিক ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার রাজ্য জুরে বিক্ষোভ কর্মসূচীর ডাক দেয় বিজেপি। আর শুক্রবার নদীয়ার বিভিন্ন এলাকায় পথ অবরোধ ও থানা ঘেরাও কর্মসূচী পালন করে বিজেপির তরফে। এদিন নদীয়ার শান্তিপুর ফুলিয়ার ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ করে রাস্তায় বসে টায়ার জ্বালিয়ে এবং মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ করে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চেয়ে আন্দোলনে নামে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। যদিও এই অবরোধকে ঘিরে রানাঘাট পুলিশের তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো। পাশাপাশি ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় শান্তিপুর থানার পুলিশ বাহিনী এবং রানাঘাট পুলিশ জেলার এসডিপিও শৈলজা দাশ এবং বিশাল পুলিশ বাহিনী। প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে চলে এই পথ অবরোধ, যার ফলে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক ভোগান্তির শিকার হতে হয় সাধারণ মানুষকে। এরই সাথে শুক্রবার বিকেলে নবদ্বীপে বিক্ষভ মিছিল ও নবদ্বীপ থানা ঘেরাও কর্মসূচী পালন করে বিজেপির তরফে। এদিন বিকেলের পর শহরের মতিরায়ের বাঁধ এলাকা থেকে এক সুবিশাল প্রতিবাদী মিছিল, বৌবাজার হয়ে নবদ্বীপ থানার সামনে এসে পৌঁছায়, সেখানেই একাদারে যেমন তিলোত্তমার বিচারের দাবী তোলে বিজেপি, পাশাপাশি রাজ্য সরকার ও পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধেও সোচ্চার হতে দেখা যায় বিজেপি নেতা কর্মীদের। তবে আরজিকরের ঘটনা নিয়ে যে বিজেপি রাজ্য সরকারের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করতে ও বিচারের দাবীতে ক্রমাগত আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে সেটা এদিনও প্রমানিত।

জেলা পরিষদের রিসর্টে মধু চক্রের আসর, গন সাক্ষকর করা অভিযোগ পত্র হাতে নিয়ে সোচ্চার নারী শক্তি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৩ আগস্ট ঃ খোদ জেলা পরিষদের রিসর্টে মধু চক্রের আসর, গন সাক্ষকর করা অভিযোগ পত্র হাতে নিয়ে সোচ্চার নারী শক্তি, খারাপ ব্যাবসা বন্ধ করার শপথ। শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি থানার অন্তর্গত রামসাই অঞ্চল অবস্থিত জেলা পরিষদ বাংলোতে রমরমিয়ে মধু চক্রের আসর বসার অভিযোগ উঠলো। এই ঘটনা বন্ধের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠা রাম সাই অঞ্চলের মহিলারা এদিন গন সাক্ষর করা অভিযোগ পত্র জমা দিলেন জেলা পরিষদের এই ও তথা অতিরিক্ত জেলা শাসকের কাছে। ঘটনা প্রসঙ্গে অভিযোগকারীদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, দীর্ঘ সময় ধরে দিনে ও রাতে এলাকার অল্প বয়সের মেয়ে, এবং ছেলেরা ওই মধু চক্রে সামিল হচ্ছে, সঙ্গে চলে দেদার মদের ব্যবহার, এমন অবস্থায় আমাদের ঘরের সন্তানদের ওপর এর কু প্রভাব যেমন পরছে তার সঙ্গে এলাকার সুস্থ পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। অপরদিকে এই ঘটনার সাফাই দিতে গিয়ে ময়নাগুড়ি ব্লকের অন্যতম তৃণমূল কংগ্রেস ব্লক সভাপতি মনোজ রায় বলেন, রামসাই এলাকায় অবস্থিত জেলা পরিষদের যে রিসোর্টটির বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ উঠেছে, সেটি এত দিন প্রায় পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিলো, তবে দ্রুত জেলা পরিষদ সেটিকে সংস্কার করার কাজ শুরু করবে। এদিকে খোদ জেলা পরিষদের রিসর্টের মধ্যে দেহ ব্যবসা, মদের আসর বসার অভিযোগ প্রসঙ্গে ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুমুদ রঞ্জন রায় জানান, আজ এলাকার মহিলারা জেলা পরিষদে এসেছেন, বিষয়টি জানলাম, যাতে এলাকায় দ্রুত স্বাভাবিক পরিবেশ গড়ে তোলা যায় সেটা অবশ্যই দেখবো। এলাকার বাসিন্দা সেলিমা খাতুন এই প্রসঙ্গে সাফ জানিয়ে দেন, আমরা ম্যাডাম সহ অনেকের কাছেই অভিযোগ করলাম।

টোল প্লাজায় বেআইনিভাবে তোলা আদায়ের অভিযোগ, গ্রেফতার যুবক

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৩ আগস্ট ঃ টোল প্লাজায় বেআইনিভাবে গাড়িদের থেকে তোলা আদায়ের অভিযোগ। অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার তৃণমূল নেতার ছেলে টোলেরই কর্মী বলে জানা যায় । এদিন জলপাইগুড়ি আদালতে ধৃতকে নিয়ে আসা হয়। পুলিশ সূত্রের খবর, রাজগঞ্জ আইএটিটিউসির ব্লক সভাপতি সলেমান মহম্মদের ছেলে রাহুল মহম্মদের বিরুদ্ধে জলপাইগুড়ি ফাটাপুকুর সংলগ্ন পানিকৌড়ি টোল প্লাজা এরিয়া থেকে গাড়ি থেকে বেআইনিভাবে তোলা আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাতে টোল প্লাজা থেকে রাহুল মহম্মদকে গ্রেফতার করে রাজগঞ্জ থানার পুলিশ। এদিন তাকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়। পুলিশ সূত্রের আরও খবর, রাহুল টোল প্লাজারই কর্মী, টোলেই গাড়ি থেকে বেশি টাকা আদায়ের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদিন জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হলে তাকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাবে বলে খবর। অপরদিকে গ্রেপ্তারের ঘটনার কথা শিকার করে নিয়ে আইএনটিটিউসির জেলা সভাপতি তপন দে জানান পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

দিনহাটার পিঠা কাণ্ডের অভিযোগ কারিনীর স্বামী যোগ দিলেন তৃণমূলে

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৩ আগস্ট ঃ অবশেষে শুক্রবার বাবলু বর্মন তৃণমূলে যোগদান করলেন। নামটা পরিচিত মনে হচ্ছে? হওয়ারই কথা! বাবলু বর্মন দিনহাটায় পিঠা কাণ্ডের অভিযোগ কারিনীর স্বামী। কয়েক মাস আগেই তৃণমূল কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধে বাবলু বর্মনের স্ত্রী অভিযোগ এনেছিলেন তাকেও পিঠা বানানোর জন্য রাতে যেতে বলেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা। ঘটনায় তোলপাড় হয়েছিল দিনহাটা। এদিন সেই বাবলু বর্মন যোগদান করলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। যদিও বা নিন্দুকেরা বলছেন, উদয়ন গুহর হুমকি এবং ভয়ের কারণেই দলে যোগদান করেছেন বাবলু, কিন্তু বিষয়টি কতখানি ঠিক তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে রাজনৈতিক মহলে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে সম্পূর্ণ ঘটনায় ছিল তৃণমূলকে কলুষিত করার জন্য শুধুই রটনা। বাবলু বর্মন বলেন, আমরা আগে বিজেপি করতাম এখন আর করব না, তৃণমূল দল ভালো লাগে তাই তৃণমূলের যোগদান করেছি। পুরোনো সব কথা নিয়ে আর কোনো আলোচনা নেই আমার।

সুইগি, জ্যোমাটোর কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষা দিতে উদ্যোগী রাজ্য

কলকাতা, ২৩ আগস্ট ঃ রাজ্য সরকার সুইগি, জ্যোমাটোর মত অ্যাপ নির্ভর পণ্য সরবরাহকারী সংস্থার কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষা দিতে উদ্যোগী হয়েছে । ন্যূনতম মজুরি, দুর্ঘটনা বিমা সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধে দিতে এই কর্মীদের জন্য একটি কল্যাণ পর্ষদ তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী জানিয়েছেন। সম্প্রতি নবান্নে এই ব্যাপারে একটি বৈঠকও হয়েছে। অর্থ, শ্রম এবং পরিবহণ দফতরের উচ্চ পদস্থ অফিসাররা বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন। পরিবহণমন্ত্রী বলেন, রোদ, ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে রাতের বেলাতেও বাড়ি বাড়ি পরিষেবা দিয়ে থাকেন সংস্থার কর্মীরা। তাদের স্বীকৃতি দিতেই রাজ্য সরকার এই পরিকল্পনা নিয়েছে।

রক্ত বিক্রি চক্রের পর্দা ফাঁস

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৩ আগস্ট ঃ মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে রক্ত বিক্রির অভিযোগে হাতেনাতে বিক্রেতা ও ক্রেতাকে ধরলেন ব্লাড ব্যাংকের কর্মীরা। দু'জনকেই ইংরেজবাজার থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। রক্ত বিক্রি চক্রের পর্দা ফাঁস করলেন ব্লাড ব্যাংকের কর্মীরা। শুক্রবার রক্ত দিতে আসা যুবককে দেখেই সন্দেহ হয় ব্লাড ব্যাংকের কর্মীদের। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদে সন্তোষজনক উত্তর না মেলায় ডোনার ও রিসিভারকে আটকে রেখে ইংরেজবাজার থানায় খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে দুজনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। থানায় যাওয়ার পথে রক্ত নিতে আসা ব্যক্তি জানায়, এক ইউনিট রক্তের জন্য তার থেকে তিন হাজার টাকা চাওয়া হয়েছিল। রক্ত বিক্রি করতে আসা ব্যক্তি নিজের নাম পরিচয় জানাতে রাজি না হলেও, সে নিজেকে কালিয়াচকের বাসিন্দা বলে দাবি করেছে।

মৃত চিতাশাবক

দুরন্ত বার্তা, ডুয়ার্স, ২৩ আগস্ট ঃ শুক্রবার সকালে ডুয়ার্সের মাল ব্লকের গুডহোপ চা বাগানের ওল্ড সেকসনের একটি ঝোপের মধ্যে থেকে এক চিতাবাঘের শাবক উদ্ধার হয়। শ্রমিকরা কাজে গেলে ঝোপের মধ্যে ওই চিতাবাঘের মৃত শাবক দেখতে পায়। খবর পেয়ে মালবাজার থেকে বন্যপ্রান স্কোয়ার্ডের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃত শাবকটিকে উদ্ধার করে। উল্লেখ্য, ডুয়ার্স সহ অন্যান্য স্থানে চিতাবাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে সম্প্রতি এমনই পরিসংখ্যান মিলেছে জাতীয় পর্যায়ে করা সমীক্ষায়। পাশাপাশি, চিতার বিচরণ ভূমি কমে যাওয়ায় ক্রমশই অসুরক্ষিত হয়ে পড়ছে এই প্রজাতি। বনকর্মীরা জানায়, প্রাথমিক ভাবে অনুমান করা হচ্ছে নিজদের মারামারির ফলে শাবকটির মৃত্যু হয়েছে। শরীরের পিছনের অংশে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। শাবকটি স্ত্রী চিতাবাঘ ছিল।

অবশেষে চালু হলো ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক

দুরন্ত বার্তা, সিকিম, ২৩ আগস্ট ঃ অবশেষে চালু হলো বাংলা সিকিম লাইফ লাইন ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। তবে ভারী যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি রাখা হয়েছে। জাতীয় সড়ক দিয়ে চলবে শুধুমাত্র ছোট যান, যাত্রী বোঝাই ছোট গাড়ি এবং বাস। ভারী মালবোঝাই গাড়িকে আগের মতোই বিকল্প পথ ব্যবহারের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার পূর্ত দপ্তরের তরফে জেলা প্রশাসনকে জাতীয় সড়কটি ছোট যান চলাচলের জন্য সবুজ সংকেত দেওয়া হয়। সেইমতো কালিম্পং জেলা প্রশাসন শুক্রবার থেকে জাতীয় সড়ক দিয়ে ছোট যান চলাচল ও যানবাহন নিয়ন্ত্রণের নির্দেশিকা জারি করে। এরপর এদিন সকাল থেকে ওই স।ক দিয়ে শুরু হয় ছোট যান চলাচল। আর জাতীয় সড়ক খুলতেই স্বস্তিতে পর্যটনমহল থেকে সাধারণ মানুষ।

OFFICE OF THE DHULAURI GRAM PANCHAYAT
Domkal, Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER NO-02/15TH CFC/2024-25

For and on behalf of the Prodhan, Dhulauri Gram Panchayat, invites sealed percentage rate tenders for total 3(Three)Nos. similar works. Source of Fund: 15 th CFC. Intending bidders may download tender documents from e-procurement portal of our website http://wbtenders.gov.in from 23.08.2024 at 12.00 Hours to 31.08.2024. up to 12.00 Hours. The pre-qualification documents alone will be opened on 02.09.2024 at 12.00 hours.

Sd/- Prodhan
Dhulauri Gram Panchayat

নোটিশ

আমার মক্কেল পঙ্কজ জয়সওয়াল প্রয়াত মানিকলাল জয়সওয়ালের ছেলে, যিনি ৯ /১, বলদেওপাড়া রোড, কলকাতাঃ ৭০০০০৬, থানাঃ মানিকতলা ১৯৯১ সালের দলিল নং ১৭১৫৫ হারিয়েছেন তিনিও জিডি এন্ট্রি নং- এর মাধ্যমে মানিকতলা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেছেন। ১৩৮৩ তারিখ ২২-০৮-২০২৪। যে কোন ব্যক্তির কোন দাবি, শেয়ার, অধিকার, শিরোনাম, স্বার্থ, বিষয় বা কোন আপত্তি যাহাই হোক না কেন সমর্থনকারী দলিল প্রমাণ সহ নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবশ্যই এই তারিখ থেকে পাক্ষিকের মধ্যে অবহিত করতে হবে যেখানে দাবির পরে যদি কোনটি মওকুফ করা হবে বলে গণ্য করা হবে এবং আর কোন দাবি গ্রহণ করা হবে না।

পল্লবী কর্মকার
উকিল
ফোন নং. ৯০০৭৮২৪৯৫৭

ABRIDGED e-TENDER NOTICE

UNDERSIGNED invites e-tenders, vide **NIT 07/EO/2024-25** for Sinking of submersible pump with soak pit (10 nos.) within Khanakul-I Panchayat Samity. Last date of application **28.08.2024 up to 5:00 PM**. For details please visit '**wbtenders.gov.in**'

Sd/- Executive Officer,
Khanakul-I Panchayat Samity,
Khanakul, Hooghly

e- Tender invitation of Narayanpur GP under Namkhana Block, Nit no.185 /NGP/2024 dated 24/08/24 & Last date of submission 02/09/2024 before 2.00 PM & Opening date.04/09/24, in website. www.wbtenders.gov.in

Sd/-Pradhan
Narayanpur Gram Panchayat

লামডিং ডিভিশনের অধীনে আরপিএসএফ জিও-এর মেস প্রতিস্থাপন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এলএমজি/ইএনজিজি/১৩৩ অব ২০২৪, তারিখঃ ২১-০৮-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ ক্র. নং. ১। **আই টেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** সিনি. ডিইএন/IV/লামডিং অধিক্ষেত্রের অধীনে নং. ১ বিএন/আরপিএসএফ/লামডিঙে আরপিএসএফ জিও-এর মেস প্রতিস্থাপন। টেন্ডার মূল্যঃ ৮৫,০৬,৩৭৬ টাকা; বায়নার ধনঃ ১,৭০,১০০ টাকা। **ই-টেন্ডার** ১২-০৯-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে ও খুলবে** ১৩-০৯-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১২-০৯-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম/ওয়ার্কস, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Namkhana Gram Panchayat
Shibnagar Abad, Namkhana
Mail-namkhanagp@gmail.com

Office of the Namkhana Gram Panchayat, Namkhana, South 24 pgs, Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. NIT No: 01 / NAMGP/24/(2024-25), dt: 23/08/2024 (Fund-15 th CFC Tied). Last Date of Bid Submission: 02/09/2024, 17:00 Hrs. Date of Opening: 05/09/2024, 11:00 Hrs. For details Pl. contact the Office of the Namkhana Gram Panchayat, South 24 PGS. or Visit: https://wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Namkhana Gram Panchayat

Tender has invited by the Executive Officer, Pursurah Panchayat Samity for **Construction for ICDS Center & Toilet. NIT No. 12/PUR/EO/24-25 Dt.- 21.08.2024, Tender ID No 2024_ZPHD_737232_1 to 3**. Last date for submission of Tender: **28/08/24 up to 5.00 P.M. wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Pursurah Panchayat Samity
PursurahHooghly**

কোচসমূহের অভ্যন্তরীণ ড্রাই ক্লিনিং, ওয়াটার টপিং, প্যাড লকিং এবং আনলকিং

ই-টেন্ডার নোটিস সংখ্যা. মেক-এপিডিজে-২০২৪-০৫ তারিখঃ ২১-০৮-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেণ্ডার সংখ্যা. মেক-এপিডিজে-২০২৪-০৫। কাজের নামঃ** ০২ (দুই) বৎসরের (৭৩০ দিন) এক সময়সীমার হেতু উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের অন্তর্গত প্ল্যাটফর্মে ঘুরে আসা রেলসমূহের কোচসমূহের জন্যে অভ্যন্তরীণ ড্রাই ক্লীনিং, ওয়াটার টপিং, প্যাড লকিং এবং আনলকিং কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৬,০২,৫৫,১৩৪.১৪/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৪,৫১,৩০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ১২-০৯-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ১২-০৯-২০২৪ তারিখের ১৬.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্রপত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিএমই, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দফায় উল্লিখিত তারিখে দুপুর ১২টার পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নোটিস নং (১) ১১৪-ইএলসি-জি-কেজিপি-২৪-২৫-২৭। কাজের বিবরণ ঃ** জেনারেল স্টোরস ডিপো এবং আর ইয়ার্ড, খড়গপুরের পরিকাঠামোর উন্নয়নের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮৬,৩৮,৬৮৪.৪৪ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন/প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১,৭২,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নোটিস নং (২) ১১৪-ইএলসি-জি-কেজিপি-২৪-২৫-৩১। কাজের বিবরণ ঃ** খড়গপুর আর.ডব্লু. পাইপ প্রতিস্থাপন, ক্ষতিগ্রস্ত বাইরের নর্দমা থেকে প্রধান নর্দমা, স্টাফ কোয়ার্টার্স পুনরায় প্লাস্টার করা ও রঙ করা প্রভৃতির জন্য বৈদ্যুতিক কাজ । **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১০,৩৭,১৪০.৬০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন/প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২০,৮০০ টাকা। **খোলার তারিখ ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ১১.০৯.২০২৪। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** প্রতিক্ষেত্রে শূন্য টাকা। **সম্পূর্ণ হওয়ার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখের পর থেকে ক্র. নং ১-এর জন্য ৯ মাস ও ২-এর জন্য ৬ মাস। **দাখিলের তারিখ ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ১১.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ, নির্দিষ্টকরণ-এর জন্য এবং তাঁদের দরপ্রস্তাব অনলাইনে দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন। এই কাজের ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিলকৃত টেন্ডার গৃহীত হবে না। **বি.দ্র.ঃ** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশ নিতে নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-517)**

Notice

It is hereby inform that Aditi Chakraborty, W/o Goutam Chakraborty, of 67, Narendranagar, Kol-56, buy a Land of Mouja-Kathore, J.L.-72, L.R.Dag-222, & Kh.-312, worth 7.28 Decimal vide deed No.-05916 of A.D.S.R. Barasat, Book-1, Vol.-101, Page 233-238, Dt.-09/07/1993, from Papri Das Modak, W/o-Kalyan Kr. Das Modak of Badu, Bsrasat, Kol-128, and he buy the deed through Power Deed No.-12, Book-4, Vol.-1, Page 67-72, Dt.-26/11/1987 of S.R.Barasat. Now this case is under B.L. & L.R.O. Barasat-1 for mutation.

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী কৃষ্ণপদ মাহাথা পিতা হারাধন মাহাথা, সাকিম অসুরবাঁধ, পোষ্ট-দেওলি, থানা-সাঁওতালডি, জেলা-পুরুলিয়া (পঃবঃ)। গত-২৯ ।০৪।২০২১ তারিখে পুরুলিয়া এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২১৪৬ নম্বর কোবালা দলিল মূলে পুরুলিয়া (সদর) থানার অন্তর্গত কেতিকা নিবাসী সৌরিশ সরকার এবং অন্যান্য দশজনের নিকট হইতে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি খরিদ করিয়াছেন এবং তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি মিউটেশন করার জন্য আবেদন করিয়াছেন।

তাই যদি উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকে, তাহলে সাত দিনের মধ্যে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা লইতে পারেন।

তপশীলঃ

জেলা-পুরুলিয়া, থানা- পুরুলিয়া (সদর), মৌজা-কেতিকা, হাল খতিয়ান নং-১২৪, হাল প্লট নং- ২৪৯, পরিমান- ৪০ ডেসিমেল মধ্যে ২ কাঠা ৩ ছটাক ২৬ বর্গফুট।

স্বাক্ষর
কৃষ্ণপদ মাহাত
এ্যাডভোকেট
এনরোলমেন্ট নং.-
এফ-২০৯ / ২৩০ অফ ২০০৬.

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ (সিনিয়র ডিইএন/১/হাওড়ার অধিকারক্ষেত্রের জন্য) নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **এনআইটি নংঃ ১৬৪_২০২৪-২৫, কাজের বিবরণঃ** এইএন/ব্যান্ডেলের অধীনে এম/লাইনে কিমি. ৮৫.৩৬০-৮৫.৩৭৫-এর মধ্যে ব্রিজ নং. ১৭৮এ-র কাট অ্যান্ড কভার মেথড দ্বারা আর.সি.সি. বক্স কালভার্টের নবীকরণ। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১,৭১,৬৭,৬৬২.৭৮ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,৩৫,৮০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২ (বারো) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বনধ্/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের তারিখে খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ১৩.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি এবং টিডিসি প্রদান-ই-টেন্ডারিংয়ের সাপেক্ষে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য (টিডিসি) কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গৃহীত হবে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।

HWH-239/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Falta Gram Panchayat
PO & PS: Falta, Dist:- South 24 Parganas

E-Tender is invited by the Pradhan, Falta Gram Panchayat under 5 th SFC 1 st Inst. & General Fund 2023-2024. NIT No:- 16 - Road – 1 no. – Amount: Rs. 225000/-
NIT No:- 17 – Tubewell (Submersible) – 1 No. – Amount: Rs. 402156/- Tender Notice date: 22.08.2024, Tender published Date: 23.08.2024, at 3.00 PM. Document download start date: 23.08.2024 at 3.00 P.M., Document download end date: 31.08.2024 at 3.00 PM. Bid submission Start Date: 23.08.2024 at 3.00 P.M., Bid Submission end date: 31.08.2024 at 3.00 P.M. Technical Bid Opening Date: 03.08.2024 at 2.00 P.M. For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Pradhan
Falta Gram Panchayat

NOTICE INVITING E-TENDER

e-Tender is hereby Published on behalf of Chairman, Habra Municipality for works within Habra Municipality.

Sl. No.	Ref. e-Tender No.	Last Date of submission of e-Tender
1	WBMAD/HM/PWD/NIT e-596/ 2024-25 (Sl No. 1&2)	17/09/2024 up to 5.00 PM

For details please see at the website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer,
Habra Municipality

Office of the
Rampur Dihibhursut Asanda GRAM PANCHAYAT
VILLAGE :ASANDA, P.O :DIHIBHURSUT, P.S :UDAYNARAYANPUR, DIST: HOWRAH
Pin 712408, e-mail : rdagpasanda@gmail.com : 8343917594

Memo No:- Dated-

E-Tender are invited by the Pradhan Rampur Dihibhursut Asanda Gram Panchayet under Udaynarayanpur Block , Howrah from reputed and resourceful contractors for 11 nos E-Tender ID-2024_ZPHD_738564_1. 2024_ZPHD_738581_1 , 2024_ZPHD_738595_1 & 2024_ZPHD_738618_1 Publish date-23/08/2024 at 6.00PM . Last date of Online Submission Technical & Financial Bid up to 31/08/2024 at 12.00 P.M., Date opening-02/09/2024 at 12.30 PM for details Visit website https://wbtenders.gov.in

Sd/ Pradhan
Rampur Dihibhursut Asanda Gram Panchayet

PUBLIC NOTICE

এটি জানানো যাচ্ছে যে আমরা, মেসার্স. আইসিআইসিআই সিকিউরিটিজ লিমিটেড, যার SEBI রেজিস্ট্রেশন নম্বর রয়েছে। INZ000183631 এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং BSE লিমিটেডের সদস্য), ইউনিট নং ৫০২, ৬০১,৭০১,৮০১, ৯০১, বিল্ডিং নং ৩ মাইন্ডস্পেস জুইনগর, প্লট নং Gen-2/1/D, Gen-2-এ কর্পোরেট অফিস রয়েছে / 1/E (পার্ট) এবং Gen-2/1/F (পার্ট) ট্রান্স থানে ক্রিক, M.I.DC TTC ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, জুইনগর, নাভি মুম্বাই ৪০০৭০৬. নিম্নলিখিত অনুমোদিত ব্যক্তিকে (AP) সমাপ্ত / অসম্পর্কিত করার প্রক্রিয়া শুরু করেছেঃ-

এপির নাম	ট্রেড নাম	ঠিকানা	এপি রেজি নং. ও তারিখ
সুদীপ্তা দে	সুদীপ্তা দে	১৮ শরৎ চন্দ্র রোড নিউ ব্যারাকপুর, ওয়ার্ড নং ১১ ব্যারাকপুর ।। উত্তর, চব্বিশ পরগনা কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- পূর্ব, ৭০০১৩১	NSE-CASH Ap0346106151 তারিখ- ৩০-নভেম্বর-২০২৩

উপরোক্ত AP -এর সাথে লেনদেনকারী বিনিয়োগকারীদের একই কথা নোট করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে AP আমাদের সাথে অধিভুক্ত থাকবে যতক্ষণ না এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে এর নিবন্ধন বাতিল করা হয়'।

যেকোনো প্রশ্নের জন্য ইমেল আইডিতে যোগাযোগ করুন -iseccomplianceicicisecurities.com/ ifahelpdesk@icicisecurities.com

পরিচালক আইসিআইসিআই সিকিউরিটিজ লিমিটেডের
আদেশ দ্বারা
বিজয় চন্দক

NOTICE INVITING QUOTATION

e-quotations are invited by The Chairman, Egra Municipality from the reliable, resourceful, bonafide and experience agencies/suppliers. vide **(1) NI(e)Q No.- 03/Computer Materials /24-25, Date - 20/08/24 (2) NI(e)Q No.- 04/Electric Materials/24-25, Date - 20/08/24(3) NI(e)Q No.- 05/Materials(PHE)/24-25, Date - 20/08/24(4) NI(e)Q No.- 06/House Connection/24-25, Date - 20/08/24(5) NI(e)Q No.- 07/Labour (Zone - I)/24-25, Date - 20/08/24(6) NI(e)Q No.- 08/ Labour (Zone - II)/24-25, Date - 20/08/24(7) NI(e)Q No.- 09/ Stationary Materials/24-25, Date - 20/08/24.** Last date & time of submission of quotation **14/09/2024 upto 05:30 pm (I.S.T).** Others details can be seen from the **https://wbtenders.gov.in** & Notice Board of the undersigned or website **www.egramunicipality.org.in**

Sd/- Chairman,
Egra Municipality

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer, Water Supply (Jadavpur Unit) BR-XII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:–

1. NIeT No.: **WS/BR-XII/105/LAYING/24-25/02**
Name of Work: **Enhancement of Water Supply by Laying of 100 mm dia DI New Pipeline Parallel to the existing old worn out Pipe Line from Pre. No.-29 Ashutosh Colony to 92 Ashutosh Colony in Ward No.-105, Br-XII.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): **₹ 2,28,916.00**. Earnest Money: **₹ 4,600.00**. Period of Completion: **14 Days.**

2. NIeT No.: **WS/BR-XII/105/LAYING/24-25/01 (1st Call)**
Name of Work: **Improvement of Water Supply by Laying of New Pipe (100 mm dia di Pipe) Parallel to the existing old worn out Pipe from Pre. No.-123 K.P. Roy Lane to 1A K. P. Roy Lane in Ward No.-105, Br-XII.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): **₹ 1,80,443.00**. Earnest Money: **₹ 3,700.00**. Period of Completion: **14 Days.**

3. NIeT No.: **WS/BR-XII/109/LAYING/24-25/02 (1st Call)**
Name of Work: **Advancement of Water Supply by Laying of 100 mm dia New Di Pipe from 125 Bikesh Guha Colony to 127 Bikesh Guha Colony and 134 Bikesh Guha Colony to 137 Bikesh Guha Colony in Ward No.-109, Br-XII.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): **₹ 1,64,623.00**. Earnest Money: **₹ 3,500.00**. Period of Completion: **14 Days.**

4. NIeT No.: **WS/BR-XII/105/LAYING/24-25/03 (1st Call)**
Name of Work: **Upgradation of Water Supply system by Laying of 100 mm dia di New Pipeline Parallel to the Existing Old Worn Out Pipe Line from Pre. No.-3/1 Jadavgarh to 3/22A Jadavgarh in Ward No.-105, Br-XII.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): **₹ 1,75,923.00**. Earnest Money: **₹ 3,600.00**. Period of Completion: **14 Days.** Last date of receipt/opening of Tender (Online): **05.09.2024, 2.00 p.m./09.09.2024, 2.00 p.m.** (for Sl. No. 1 to 4). The bid forms and others details will be available on and from **27.08.2024 after 2.00 p.m.** (for Sl. No. 1 to 4). The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 4).

E.E. (W.S)/(TPS), KMC invites e-tender online in two bid system for the following works:–

1. NIT No.: **KMC/WS/TPS/55/2024-2025.**
Name of the Work: **Strengthening of Earthing Arrangement at Station 3 under TPS.** Estimated Amount: **₹ 2,39,513.54**. Earnest Money: **₹ 5,000.00**. Period of Completion: **30 Days.**

2. NIT No.: **KMC/WS/TPS/54/2024-2025.**
Name of the Work: **Masonry works and protective painting of 1st floor of office building at Tallah Pumping Station.** Estimated Amount: **₹ 4,70,848.60**. Earnest Money: **₹ 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days.**

3. NIT No.: **KMC/WS/TPS/53/2024-2025.**
Name of the Work: **Monitoring of pumping units of one and three of station number two at Tallah Pumping Station.** Estimated Amount: **₹ 2,95,024.15**. Earnest Money: **₹ 6,000.00**. Period of Completion: **183 Days**. Last date and time of submission of bid: **07.09.2024 upto 2.00 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3). For detail information please visit website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 3).

Executive Engineer (Water Supply/North), KMC invites e-tender in two bid systems for the following work:–

E-NIT No.: **KMC/WS/N/24-25/16**
Name of the Work: **Improvement of 100 mm dia F.W. Main from Tarak Pramanick Road to Vivekananda Road in Ward No.-25.** Estimated Cost: **₹ 1,59,553.00**. Earnest Money: **₹ 3,200.00**. Time of Completion: **15 Days**. Last date and time of submission of bid: **07.09.2024 at 02.00 p.m.** The tender will be opened on: **09.09.2024 at 02.00 p.m.** The bid forms and other details will be available on and from: **30.08.2024 after 5.00 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

Executive Engineer/WS/Central, KMC invites e-tender for the following works (Submission of bid through online) :–

1. NIT No.: **KMC/EE/WS/C/MAN/31/4/2024-25**
Name of the Work: **Improvement of F.W. main by replacing old and Worn out encrusted CI dia 4" Pipe Line at 29 S.K. Daw Ln and its Adjacent area in Ward No.-31.** Estimated Cost: **₹ 4,19,439.18**. Earnest Money: **₹ 8,390.00**. Period of Completion: **20 Days**. Last date and time of online submission of bid: **09.09.2024 at 12.00 noon**. Tender will be opened on: **12.09.2024 at 12.00 noon.**

2. NIT No.: **KMC/EE/WS/C/MAN/13/7/2024-2025**
Name of the Work: **Development of F.W. Supply at 6A Gorapada Sarkar Lane, 56F/3, Bidhannagar Road and its surrounding areas by replacing 150 mm dia existing old and worn out service main in Ward No.-13.** Estimated Cost: **₹ 4,69,792.29**. Earnest Money: **₹ 10,000.00**. Period of Completion: **20 Days**. Last date and time of online submission of bid: **09.09.2024 at 3.00 p.m.** Tender will be opened on: **12.09.2024 at 11.00 a.m.** The bid forms and other details will be available on and from: **27.08.2024 at 12.00 noon** (for Sl. No. 1 & 2). The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer, Water Supply (West), KMC** invites e-tender for the following work :–

NIT No.: **KMC/WS/W/T024/2024-25**
Name of Work: **Strengthening of 675 mm dia Filtered Water Reserve main by M.S. Jacketing on Goragacha Road near Mint Colony under Borough-IX.** Estimated Amount: **₹ 2,91,639.00**. Earnest Money: **₹ 5,900.00**. Period of Completion: **7 Days**. Last date of receipt/opening of Tender (Online): **04.09.2024, 01.00 p.m. / 06.09.2024, 01.00 p.m.** The bid forms and other details are available from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Dy. C.E. (Parks & Squares), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:–

NIT No.: **KMC/DCE_PS/BR1/05/01/24-25 (1st Call)**
Name of Work: **Repairing and Painting of Fibre Model along with Boulevard at Manmatha Dutta Road from Paikpara More to Tala Circus Math Ward No.-05, Br.-I.** Estimated Amount: **₹ 4,94,266.14**. Earnest Money: **₹ 10,000.00**. Period of Completion: **60 Days**. Last date and time of submission of bid: **04.09.2024, 1.00 p.m.** The bid forms and other details shall be available on and from **27.08.2024 (10.00 a.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in.**

454/24-25

টেস্টের আকর্ষণ বৃদ্ধি করতে আইসিসি তৈরি করছে ১২৬ কোটির তহবিল

দুবাই, ২৩ আগস্টঃ টেস্ট ক্রিকেটকে বাঁচাতে বিশেষ উদ্যোগ নিল ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। লাল বলের ক্রিকেটের জন্য একটি বিশেষ তহবিল তৈরির পরিকল্পনা করেছে আইসিসি। ভারত এবং অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট বোর্ড আইসিসির এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে। টেস্ট ক্রিকেট নিয়ে তেমন আগ্রহ দেখা যায় না ক্রিকেটপ্রেমীদের একাংশের। বিক্রি হয় না টিকিট। অধিকাংশ সময়ই টেস্ট খেলা হয় প্রায় ফাঁকা মাঠে। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট আসার পর ক্রিকেটারদের একটা অংশও টেস্ট খেলতে আগ্রহী নন। তবু ক্রিকেটের স্বার্থেই টেস্টকে বাঁচিয়ে রাখতে চায় আইসিসি। এ জন্য ১.৫ কোটি ডলারের (প্রায় ১২৬ কোটি টাকা) একটি তহবিল তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে। আইসিসির এই উদ্যোগের পাশে দাঁড়িয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) এবং ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। টেস্টে ম্যাচ ফি বৃদ্ধি করে ক্রিকেটারদের আকৃষ্ট করাই মূল লক্ষ্য আইসিসির। ক্রিকেটারেরা বেশি রোজগারের আশায় শুধু টি-টোয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ খেলুক, তা চান না আইসিসি কর্তারা।

‘জরুরি ঘোষণা করব’

ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করলেন রাহুল

মুম্বই, ২৩ আগস্টঃ নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে পোস্ট করলেন কেএল রাহুল। লিখলেন, ‘আমার একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করার আছে।’ তাঁর এই পোস্টে কীসের ইঙ্গিত দিলেন তিনি? তবে কি অবসর ঘোষণা করতে চলেছেন ভারতের তারকা ব্যাটার? প্রশ্ন উঠছে। অনেকে মনে করছেন, তাঁর ঘোষণা ক্রিকেট সম্পর্কিত নাও হতে পারে। বর্তমান ভারতীয় দলের অন্যতম প্রতিভাবান ক্রিকেটার কেএল রাহুল। সব ফরম্যাটেই সমান পারদর্শী তিনি। প্রয়োজনে উইকেটকিপিংও করেন। গত দু’বছর খুব একটা ভাল পারফরমেন্স দেখা যায়নি তাঁর তরফে। খুইয়েছেন টি-২০ দলের জায়গা। বর্তমানে ছুটিতে রয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। এই আবহে ইনস্টাগ্রামে তাঁর এমন পোস্ট ভাবাচ্ছে ক্রিকেটপ্রেমীদের। টি-২০ বিশ্বকাপের দলে ছিলেন না তিনি। বিশ্বকাপ জেতার পর টি-২০ ফরম্যাট থেকে অবসর ঘোষণা করেন রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, রবীন্দ্র জাদেজার মতো সিনিয়র ক্রিকেটাররা। রাহুলও কি সেই পথেই হাঁটছেন, সময় বলবে। লখনউ সুপার জায়ান্টের অধিনায়ক হিসেবেও তাঁকে আর দেখা যাবে কিনা সেই নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। আপাতত যা খবর দলীপ ট্রফিতে দেখা যাবে রাহুলকে। শুভমন গিলের নেতৃত্বে ভারতের ‘এ’ দলের হয়ে খেলবেন তিনি। উইকেটকিপারের দৌড়ে এগিয়ে ঋষভ পন্ত। মূলত তাঁর সঙ্গেই দলে থাকার লড়াই রাহুলের। যদি সুযোগ পান, তাহলে ব্যাটার হিসেবেই তিনি সুযোগ পাবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

ডুরান্ড কাপ

সেমিফাইনালে মোহনবাগান

জামসেদপুর, ২৩ আগস্টঃ রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ। তবে মোহনবাগানকে এতটা চাপে ফেলবে পঞ্জাব এফসি, তা অবশ্য প্রত্যাশিত ছিল না। নির্ধারিত এবং অ্যাডেড টাইমে স্কোরলাইন ৩-৩ থাকায় ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। পঞ্জাবের গোলরক্ষক রবি কুমার। মোহনবাগানের বিশাল কাইথ। ম্যাচের ভাগ্য গোলকিপারদের হাতেই। জেসন কামিন্সের স্পট কিক পোস্টে লাগে। মনবীর অবশ্য গোল করেন। প্রথম দুই শটের পর ২-১ এগিয়ে ছিল পঞ্জাব এফসি। বিশাল কাইথ একটি সেভ করেন। পঞ্চম শট নেন গ্রেগ স্টুয়ার্ট। গোলও করেন। পাঁচ শটের পর স্কোর লাইন ৪-৪ দাঁড়ায়। ফিফার নিয়মে এখন আর সাডেন ডেথ শব্দটি ব্যবহার হয় না। টাইব্রেকার চলতে থাকে। বিশাল কাইথ আরও একটি সেভ এবং টম অ্যালড্রেড স্পট কিক থেকে গোল করতেই সেমিফাইনালে মোহনবাগান। ম্যাচের শুরু থেকে মনে হচ্ছিল মোহনবাগান সহজেই জিতবে। যদিও কড়া টক্কর দেয় পঞ্জাব এফসি। এরপরও ২-১ এর লিড নিয়েছিল মোহনবাগান। ৬২ মিনিটে ডি বক্সের বাইরে থেকে জোরালো শটে গোল জালাকের। ২-২ করে পাঞ্জাব এফসি। মোহনবাগানের কাজ আরও কঠিন হয়। প্রশ্ন ওঠে মোহনবাগানের ডিফেন্স নিয়েও। তা হলে কি আত্মতুষ্টিতে ভুগছিল মোহনবাগান রক্ষণ? নাকি আক্রমণে বাড়তি নজর দিতে গিয়ে মনসংযোগে ব্যাঘাত ঘটে! যাই হোক না কেন, স্কোর লাইন ২-২ হতেই একটা আশঙ্কা কাজ করছিল। কোয়ার্টার ফাইনালে বিদায় নিয়েছিল গত বারের রানার্স ইস্টবেঙ্গল। চ্যাম্পিয়নরাও যদি কোয়ার্টারেই বিদায় নেয়! সেই আশঙ্কাই কাজ করছিল। ৬৮ মিনিটে দিমিত্রি পেত্রাতোসকে নামানো হয়। ম্যাচের ৭১ মিনিটে আবারও ধাক্কা। বক্সের বাঁ-দিক থেকে দুর্দান্ত শটে গোল পুলগা ভিদালের। তার আগে দারুণ একটা পাস বাড়িয়েছিলেন জালাক। অবশেষে ৮০ মিনিটে ম্যাচে ফেরে মোহনবাগান। বক্সের বাঁ দিক থেকে লিস্টনের ক্রস ডানদিকে মনবীরকে। তিনি বল ধরেই সেন্টার করেন মনবীর। জেসন কামিংস এগিয়ে আসছিলেন। রানিংয়েই গোলে শট নিয়ে স্কোরলাইন ৩-৩ করেন। ৭ মিনিট অ্যাডেড টাইম দেওয়া হয়। ডুরান্ডের নিয়ম অনুযায়ী, নির্ধারিত সময়ের ম্যাচের ফল না হলে সরাসরি টাইব্রেকার। সেদিকেই এগোয় ম্যাচ। রুদ্ধশ্বাস জয়ে শেষ চারে মোহনবাগান। টানা দ্বিতীয় বার ডুরান্ডের সেমিতে সবুজ মেরুন।

কাস্টমসকে ৬ গোলের মালা কলকাতা লিগের শীর্ষে অপ্রতিরোধ্য ভবানীপুর

দুরন্ত বার্তা, নৈহাটি, ২৩ আগস্টঃ কলকাতা লিগে ছুটছে ভবানীপুর ক্লাবের জয়রথ। ক্যালকাটা কাস্টমসকে গোলের মালা পরিয়ে ম্যাচ জিতে নিলেন আজহারউদ্দিন মল্লিকরা। তাঁরা জিতলেন ৬-০ গোলে। ভবানীপুরের হয়ে একটি করে গোল জোজো, শিবিন, আজহারউদ্দিন, জিতেন মুর্মুর। জোড়া গোল করেন দীপ সাহা। নৈহাটির বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়ামে

ম্যাচের ১৫ মিনিটেই ভবানীপুরকে এগিয়ে দেন জোজো। রিজওয়ানের দূরপাল্লার শট প্রতিহত করেন কাস্টমসের গোলকিপার। কিন্তু বক্সের মধ্যে অপেক্ষা করছিলেন জোজো। ফাঁকা গোলে বল ঠেলে দিতে ভুল করেননি তিনি। দ্বিতীয় গোল পাওয়ার জন্য যদিও অপেক্ষা করতে হল ৪৪ মিনিট পর্যন্ত। প্রায় একক দক্ষতায় কাস্টমসের বক্সে ঢুকে যান বীরেন। তাঁকে আটকাতে ফাউল করলে পেনাল্টি পায় ভবানীপুর। সেখান থেকে গোল করে যান দীপ সাহা। দ্বিতীয়ার্ধে একতরফা ফুটবল খেলল ভবানীপুর। ৬০ মিনিটে কর্নার থেকে গোল করেন শিবিন। যদিও সেক্ষেত্রে ফ্লাইট মিস করেন কাস্টমসের গোলকিপার শুভম সেন। পরের গোল ঠিক ৩ মিনিটের মাথায়। এবার গোলের কারিগর জোজো। দুরন্ত থ্রু বল বাড়িয়ে দেন আজহারউদ্দিনের পায়ে। সেখান থেকে জাল জড়িয়ে দেন আজহার। বাঁ পায়ের ভলিতে দলের পঞ্চম গোলটি করেন জিতেন। ৮০ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল ও দলের ষষ্ঠ গোলটি করেন দীপ। ৬-০ গোলে ম্যাচ জিতে ইস্টবেঙ্গলকে টপকে লিগ শীর্ষে উঠে এল ভবানীপুর। দুদলের পয়েন্ট সমান। যদিও একটি ম্যাচ কম খেলেছে লাল-হলুদ বাহিনী।

সৌদি লিগে রোনাল্ডোর গোলের সংখ্যা ‘৫০’

রিয়াধ, ২৩ আগস্টঃ ঠিক আগের দিনই ইউটিউব চ্যানেল খুলে দ্রুততম ১০ লাখ সাবস্ক্রাইবারের রেকর্ড গড়েছিলেন। এবার মাঠে নেমে গোলের একটি মাইলফলকও ছুঁয়েছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। ৩৯ বছর বয়সী আল নাসর তারকা রোনাল্ডো সৌদি প্রো লিগে ৫০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন। এ নিয়ে চতুর্থ লিগে ন্যূনতম ৫০ গোল করলেন রোনাল্ডো। এর আগে ইংল্যান্ডের প্রিমিয়ার লিগ, স্পেনের লা লিগা

এবং ইতালির সিরি আ-তেও একই কীর্তি গড়েছিলেন এই পর্তুগিজ তারকা। রোনাল্ডো সৌদি লিগের ৫০তম গোলটি করেছেন গতকাল রাতে আল রাদের বিপক্ষে। কিং সৌদ ইউনিভার্সিটির আল আউয়াল পার্কে অনুষ্ঠিত ম্যাচের ৩৪তম মিনিটে গোলটি করেন চমৎকার এক হেডে। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধেও একবার বল জালে জড়ান রোনাল্ডো। তবে ৮৫ মিনিটের সেই গোল ভিএআর অফসাইড হিসেবে বাতিল করে দেয়। শেষ পর্যন্ত ১-১ ড্র নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয় আল নাসরকে। এটি ছিল নতুন মরসুমে দুই দলের প্রথম ম্যাচ। ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে আল নাসরে খেলছেন রোনাল্ডো। গত দেড় বছর পূর্ণাঙ্গ মরসুম ছিল ২০২৩-২৪, যেখানে লিগ রেকর্ড ৩৫ গোল করেছিলেন তিনি। ৬৮ বছরের পুরোনো ক্লাব আল নাসরে অবশ্য রোনাল্ডোর আগেও ৫০ গোলের মাইলফলক ছোঁয়া ফুটবলার আছেন। এই কীর্তিটা আছে মহম্মদ আল সাহলাবি (৭৭), আবদুল রাজ্জাক হামাদাল্লাহ (৫৬) এবং রোনাল্ডোর ব্রাজিলিয়ান সতীর্থ অ্যান্ডারসন তালিস্কার (৫০)। সৌদে লিগের ইতিহাসে দ্রুততম ৫০ গোলের মাইলফলক স্পর্শেও রোনাল্ডো প্রথম নন। তিনি সময় নিয়েছেন ৪৮ ম্যাচ। বর্তমানে আল শাবাবের হয়ে খেলা প্রাক্তন আল নাসর স্ট্রাইকার হামাদাল্লাহ ৫০ ছুঁয়েছিলেন ৪২ ম্যাচেই। আর আল-আহলির প্রাক্তন ফুটবলার ওমর আল সোমাহ এই কীর্তিতে নাম লিখিয়েছিলেন ৪৫তম ম্যাচে।

বিয়ের বন্ধনে কি আবদ্ধ হয়েছেন রোনাল্ডো-জর্জিনা

রিয়াধ, ২৩ আগস্টঃ ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো ও জর্জিনা রদ্রিগেজের বিয়ের গুঞ্জন নতুন কিছু নয়। আট বছর ধরে একসঙ্গে তাঁরা। দুজনের সংসারে এসেছে দুই সন্তানও। এর মধ্যেই বেশ কয়েকবার শোনা গেছে, দীর্ঘদিনের প্রেমিকা জর্জিনার সঙ্গে রোনাল্ডোর বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার গুঞ্জন। যদিও রোনাল্ডো বা জর্জিনা কেউই আনুষ্ঠানিকভাবে এ ধরনের খবর কখনোই নিশ্চিত করেননি। এবার রোনাল্ডো-জর্জিনার বিয়ের গুঞ্জনে প্রবল বাতাস দিয়েছে রোনাল্ডোরই এক মন্তব্য। নিজের ইউটিউব চ্যানেলের এক ভিডিওতে

জর্জিনাকে ‘স্ত্রী’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন রোনাল্ডো। এমনকি ভিডিওতে দুজনের হাতে আংটিও দেখা গেছে। মাদ্রিদের একটি দোকানে সাক্ষাতের সূত্র ধরে রোনাল্ডো-জর্জিনা ২০১৬ সাল থেকে একত্রে আছেন। গত আট বছরে পেশাগত কারণে রোনাল্ডো যেখানে গেছেন, জর্জিনাও তাঁর সঙ্গী হয়েছেন। স্পেন হয়ে ইতালি, সেখান থেকে ইংল্যান্ড হয়ে সৌদি আরব-সব দেশেই সংসার পেতেছেন তাঁরা। শোনা যায় সৌদি আরবে বিয়ে ছাড়া একসঙ্গে থাকা নিষিদ্ধ হলেও রোনাল্ডোকে বিশেষ ব্যবস্থায় অনুমতি দেওয়া হয়েছে। রিয়াধে তাঁরা রোনাল্ডোর পাঁচ সন্তানসহ বসবাস করেন। সম্প্রতি চালু করা নিজের ইউটিউব চ্যানেলের একটি ভিডিওতে রোনাল্ডো জর্জিনাকে ‘ওয়াইফ’ উল্লেখ করায় দুজনের সম্পর্ক নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। জর্জিনার সঙ্গে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস গেম খেলার প্রস্তুতির কথা বলতে গিয়ে রোনাল্ডো ‘আমার স্ত্রী’ শব্দটি ব্যবহার করেন। এ সময় দুজনের হাতে আংটিও দেখা যায়। চলতি বছরের শুরুর দিকেও অবশ্য একই ধরনের শব্দ ব্যবহার করেছিলেন রোনাল্ডো। হুপ নামের একটি স্পোর্টস ব্র্যান্ডের বিজ্ঞাপনে রোনাল্ডো বাড়ির ভেতরে অনুশীলন করতে গিয়ে বলেছিলেন, ‘‘আমি যখন ক্লাবে থাকি না, তখন বাড়িতে স্ত্রীর সঙ্গে অনুশীলন করি। কারণ, আমি তাঁকে অনুপ্রাণিত করতে পারি, সে-ও আমাকে অনুপ্রাণিত করতে পারে।’’ রোনাল্ডোর মুখে জর্জিনা সম্পর্কে ‘স্ত্রী’ সম্বোধনে নেটিজেনদের ধারণা, দুজনে এরই মধ্যে বিয়ে সেরে ফেলেছেন। এক ইউটিউব ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘‘যেভাবে তিনি ‘আমার স্ত্রী’ বললেন।’’ আরেকজন লিখেছেন, ‘‘তিনি বলেছেন ‘আমার স্ত্রী জিও।’’

অলিম্পিকের চেয়েও সেরা থ্রো নীরজ চোপড়ার, লসেন ডায়মন্ড লিগেও দ্বিতীয়

লসেন, ২৩ আগস্টঃ প্যারিস অলিম্পিকে পাকিস্তানের জ্যাভলিন থ্রোয়ার আর্শাদ নাদিমের দৈত্যাকার থ্রোয়ে সোনা ধরে রাখতে পারেননি নীরজ চোপড়া। কুঁচকির চোট নিয়েই প্যারিসে খেলেছিলেন টোকিও অলিম্পিকে সোনাজয়ী নীরজ। প্রথম থ্রো ফাউল হয়েছিল। আর্শাদ নাদিমের প্রথম থ্রোও ফাউল হয়েছিল। তবে দ্বিতীয় থ্রো-তেই ৯২.৯৭ মিটার ছুড়েছিলেন। নীরজ চোপড়া দ্বিতীয় থ্রো-তে ছুড়েছিলেন ৮৯.৪৫ মিটার। প্যারিসে রুপোর পর দেশে ফেরেননি নীরজ। বরং লসেন ডায়মন্ড লিগের প্রস্তুতিতে নেমে পড়েন। লসেন ডায়মন্ড লিগে অলিম্পিকের চেয়েও ভালো পারফরম্যান্স। যদিও এই ইভেন্টেও দ্বিতীয় স্থানে শেষ করলেন নীরজ চোপড়া। কুঁচকির চোট যে সমস্যায় ফেলছে, তা পরিষ্কার। লসেন ডায়মন্ড লিগে প্রথম থ্রোয়ে ৮২.১০ মিটার ছোড়েন নীরজ চোপড়া। যা তাঁর দক্ষতা অনুযায়ী ভালো বলা যায় না। গ্রেনাডার অ্যান্ডারসন পিটারস ৮৬.৩৬ মিটার ছুড়ে প্রথমে ছিলেন। দ্বিতীয় থ্রো-তে দূরত্ব বাড়লেও সেরা পারফরম্যান্স ছিল না। ৮৩.২১ মিটার ছোড়েন নীরজ। তৃতীয় থ্রোয়ে অ্যান্ডারসন পিটার্স আরও ভালো পারফর্ম করে শীর্ষস্থান মজবুত করেন। চতুর্থ থ্রোয়ের পর শীর্ষ তিন থেকে ছিটকে যান নীরজ। ফাইনাল এবং ষষ্ঠ থ্রো-য়ে মিট রেকর্ড গড়েন অ্যান্ডারসন পিটার্স।

তিনি ৯০.৬১ মিটার ছোড়েন। শেষ থ্রো-য়ে নীরজও সেরা থ্রো করেন। এ মরসুমে তাঁর সেরা থ্রো। ষষ্ঠ থ্রো-য়ে ৮৯.৪৯ মিটার ছুড়ে দ্বিতীয় হন নীরজ। অল্পের জন্য ৯০ মিটারের টার্গেট পূরণ হয়নি। তেমনই অল্পের জন্য শীর্ষস্থানেও থাকা হয়নি। লসেনে ইভেন্ট শেষে নীরজ চোপড়া বলেন, ‘‘শুরুর দিকে একেবারেই খুশি ছিলাম না। তবে পরের দিকে রিকোভার করেছি। বিশেষ করে শেষ চেষ্টায় কেরিয়ারের দ্বিতীয় সেরা থ্রো করতে পেরেছি। শুরুটা কঠিন হলেও প্রত্যাবর্তনও ভালো হয়েছে।’’ ময়দানে তো বটেই, ময়দানের বাইরেও কার্যত ছক্কা হাঁকাচ্ছেন নীরজ চোপড়া। ব্র্যান্ড ভ্যালুতে একাধিক ভারতীয় ক্রিকেটারকেও ছাড়িয়ে গেছেন নীরজ চোপড়া। সর্বভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, এই মুহূর্তে নীরজের ব্র্যান্ড ভ্যালু ৩৩০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। অলিম্পিক্স শুরুর আগে ভারতীয় দলের ক্রিকেটার হার্দিক পান্ডিয়ার সমতুল্য ব্র্যান্ড ভ্যালু ছিল নীরজের। এখন তাঁকে ছাড়িয়ে যেতে চলেছেন নীরজ। বর্তমানে ভারতীয় ক্রিকেটারদের বাদ রেখে তাঁর ব্র্যান্ড ভ্যালুই সবচেয়ে বেশি।

বিশ্ব কুস্তিতে সোনা জিতল বিনেশের গ্রামের মেয়ে নেহা, প্রতিযোগিতায় চারটি সোনা ভারতের

আমান (জর্ডন), ২৩ আগস্টঃ গত সপ্তাহে অলিম্পিক্স অভিযান শেষে বিনেশ ফোগাট বাড়ি ফেরার দিন মাঝরাত পর্যন্ত জেগেছিল সে। টাকার নোট দিয়ে মালা বানিয়ে পরিয়ে দিয়েছিল বিনেশের গলায়। অলিম্পিক্সে বিনেশের পদক হাতছাড়া হলেও, মান রাখল নেহা সাঙ্গওয়ান। হরিয়ানার যে বালালি গ্রামে থাকেন বিনেশ, সেই গ্রামের মেয়ে নেহা অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতল। প্রতিযোগিতায় এখনও পর্যন্ত চারটি সোনা জিতেছে ভারত। বৃহস্পতিবার বিকেলে ৫৭ কেজি বিভাগে সোনা জেতে নেহা। জাপানের সো সুতসুইকে হারায় ১০-০ পয়েন্টে। এক ওয়েবসাইটে বলেছে, ‘‘আমার কাছে এই সোনা বিরাট ব্যাপার। বিনেশ দিদি এবং সকল মহিলা কুস্তিগিরকে এই পদক উৎসর্গ করছি। বিনেশ দিদি আমাদের সবার কাছে অনুপ্রেরণা। এই পদক বালালি গ্রাম এবং ভারতের আরও অনেক মহিলা কুস্তিগিরকে অনুপ্রেরণা জোগাবে।’’ নিজের গ্রামে ফিরে বিনেশ বলেছিলেন, একদিন তাঁর গ্রামের মেয়েরাও বিশ্ব মঞ্চে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করবে। সেটাই হয়েছে। নেহার বাবা অমিত কুমার সাঙ্গওয়ান বলেছেন, ‘‘বিনেশ ফেরার দিন দুপুরবেলা বসে বসে ধৈর্য নিয়ে মালা বানিয়েছিল নেহা।

মঞ্চে যাওয়ার পর বিনেশ বলেছিলেন, ওর মতো কুস্তিগিরদের স্বপ্ন পূরণের জন্য ছোটা উচিত। বিশ্ব কুস্তিতে নেহার পদক দেখে নিশ্চয়ই বিনেশ গর্বিত। শুধু নেহাই নয়, বিশ্ব কুস্তিতে আরও তিনটি সোনা জিতেছে ভারত। অদিতি কুমারি, পুলকিত এবং মানসী সোনা জিতেছে। ৪৩ কেজি বিভাগে অদিতি ফাইনালে গ্রিসের লুইজা কিকাকে হারায় ৭-০ পয়েন্টে। ৬৫ কেজি ফাইনালে পুলকিত ৬-৩ জেতে দারিয়া ফ্রোলোভার বিরুদ্ধে। ৭৩ কেজি ফাইনালে মানসী হারায় হানা পিরস্কায়াকে।

সাকিব আল হাসানের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ!

ঢাকা, ২৩ আগস্টঃ বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম এখন পাকিস্তান সফরে। রাওয়ালপিন্ডিতে প্রথম টেস্ট চলছে। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ এই সিরিজ। খেলছেন প্রাক্তন অধিনায়ক সাকিব আল হাসানও। তাঁর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ভবিষ্যৎ নিয়ে অবশ্য সংশয় ছিল। তবে পাকিস্তান সফরে স্কোয়াডে সুযোগ পেয়েছেন সাকিব। এর মাঝেই আরও অস্বস্তির খবর সাকিব আল হাসানের জন্য। খুনের অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে! এমন তথ্যই সামনে আসছে। ক্রিকেট ওয়েবসাইট ইএসপিএন ক্রিকইনফোর খবর অনুযায়ী, সাকিবের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়েছে। এক বস্ত্র ব্যবসায়ী মহম্মদ রুবেলের খুনের অভিযোগ সাকিব আল হাসানের বিরুদ্ধে। অভিযোগ করেছেন রফিকুল ইসলাম। বাংলাদেশ সংবাদমাধ্যম ঢাকা ট্রিবিউনের খবর অনুযায়ী, গুলিতে মৃত্যু হয়েছিল মহম্মদ রুবেলের। ঢাকার রিং রোডে একটি মিছিল চলাকালীন গুলি চলে। সে সময়ই গুলিবিদ্ধ হন রুবেল এবং মৃত্যু হয়। বাংলাদেশ সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, সেই ঘটনায় শতাধিকের নামেই এফআইআর করা হয়। তার মধ্যে রয়েছে দেশের জনপ্রিয় ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানেরও নাম। হাসিনা সরকারে তিনি ছিলেন আওয়ামী লিগের সাংসদ।

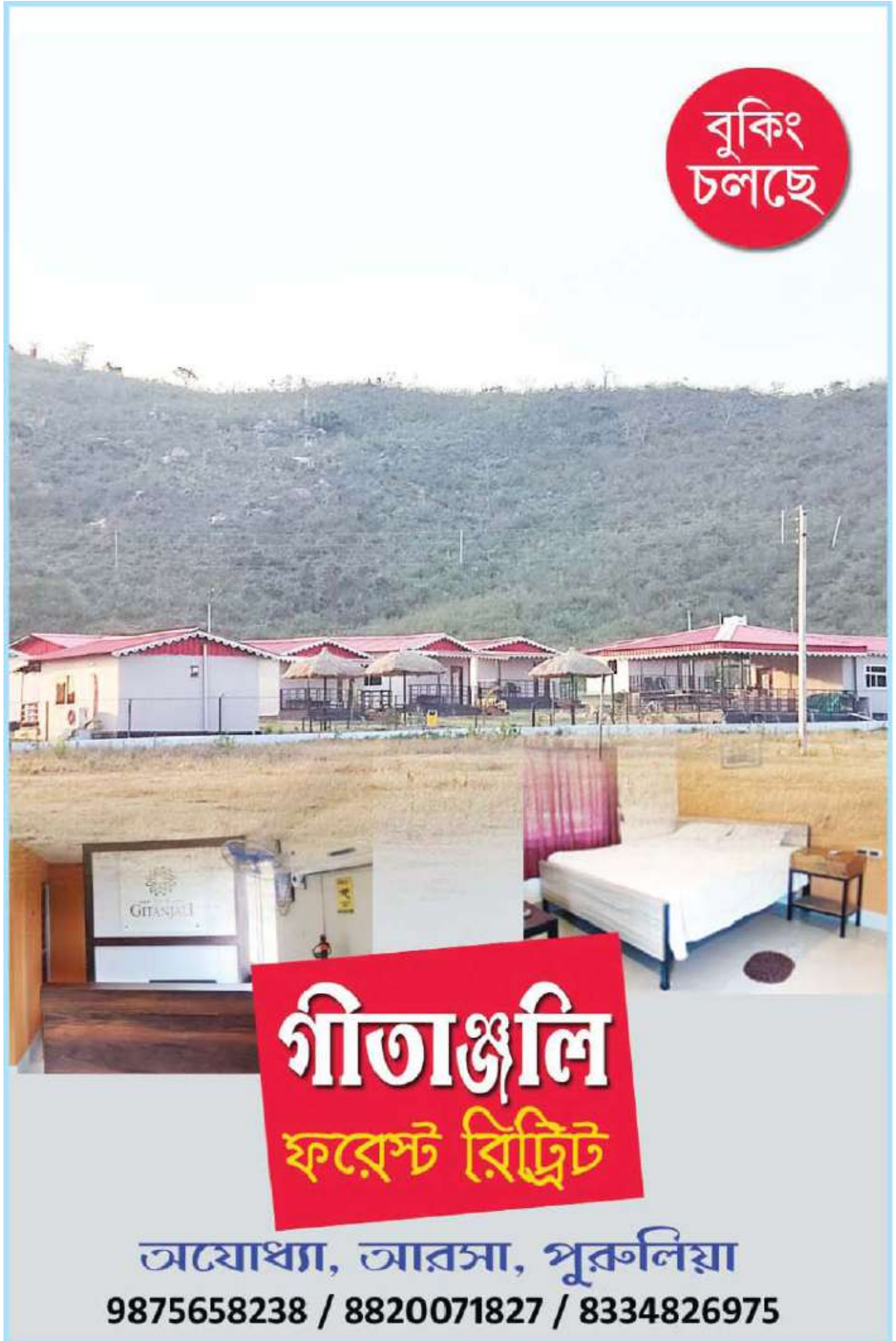

ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলে লড়াইটা স্পেন ও ইতালিরও

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ম্যানচেস্টার সিটি না আর্সেনাল, রিয়াল মাদ্রিদ না বার্সেলোনা, বায়ার্ন মিউনিখ না লেভারকুসেন-নতুন মরসুমের শুরুতে বিভিন্ন লিগে সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়নদের নিয়ে আলোচনায় আসছে এ নামগুলোই। তবে ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগ মিলিয়েই ভিন্ন এক লড়াইয়ে মুখোমুখি দুটি দেশ-স্পেন ও ইতালি। এই লড়াই ক্লাবের নয়, কোচদের। সর্বশেষ দুই মরসুমে ইউরোপের শীর্ষস্থানীয় প্রতিযোগিতায় সাফল্যের দিক থেকে স্পেন ও ইতালির কোচরা একে অপরকে টেক্কা দিয়েছেন। তাতে একবার ‘জিতেছেন’ স্প্যানিশরা, একবার ইতালিয়ানরা। এবারের ২০২৪-২৫ মরসুমে জিততে চলেছেন কারা? ২০২২-২৩ মরসুমে শীর্ষ পাঁচ লিগের মধ্যে স্প্যানিশ কোচরা শিরোপা জিতেছিলেন দুটিতে। লা লিগায় বার্সেলোনার হয়ে জাভি হার্নান্দেজ এবং প্রিমিয়ার লিগে ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে পেপ গার্দিওলা। আর ইতালিয়ানদের মধ্যে লিগ জিতেছিলেন সেবার সিরি আ’য় নাপোলির হয়ে লুসিয়ানো স্পালেত্তি। লিগ আঁ পিএসজির হয়ে জিতেছেন ক্রিস্তোফার গালতিয়ের (ফ্রান্স) এবং বুন্দেসলিগা জিতেছেন বায়ার্ন মিউনিখের কোচ টমাস টুখেল (জার্মানি)। একই মরসুমে উয়েফা আয়োজিত চ্যাম্পিয়নস লিগ

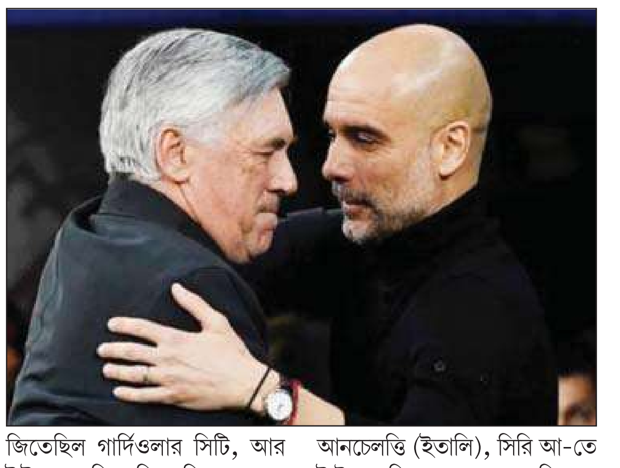

জিতেছিল গার্দিওলার সিটি, আর ইউরোপা লিগ জিতেছিল আরেক স্প্যানিশ কোচ হোসে মেন্দিলিবারের সেভিয়া। অর্থাৎ ২০২২-২৩ মরসুমে ইউরোপের শীর্ষস্থানীয় ৭টি ট্রফির ৪টিই জিতেছিলেন স্প্যানিশ কোচরা, ইতালিয়ানরা জিতেছে একটি। কিন্তু ২০২৩-২৪ মরসুমে পাশার দান উল্টে দিয়েছেন ইতালির কোচরা। গত মে মাসে শেষ হওয়া পাঁচ লিগে কারা জিতেছেন, সেটি দেখে নেওয়া যাক আগে। প্রিমিয়ার লিগে ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে গার্দিওলা (স্পেন), লা লিগায় রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে কার্লো আনচেলত্তি (ইতালি), সিরি আ-তে ইন্টার মিলানের হয়ে সিমোন ইনজাগি (ইতালি), বুন্দেসলিগায় লেভারকুসেনের হয়ে জাবি আলোনসো (স্পেন) আর লিগ আঁ-তে পিএসজির হয়ে লুইস এনরিকে (স্পেন)। অর্থাৎ পাঁচ লিগের তিনটিতেই জিতেছে স্প্যানিশরা, দুটিতে ইতালিয়ান। কিন্তু উয়েফা আয়োজিত দুটি বড় প্রতিযোগিতা জিতে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে ইতালির কোচরাই। কারণ আনচেলত্তির রিয়াল জিতেছে চ্যাম্পিয়নস লিগ, আর জিয়ান গাসপারিনির (ইতালি) আতালান্তা জিতেছে ইউরোপা লিগ। ২০২৩-২৪ মরসুমে তাই স্প্যানিশ কোচদের সঙ্গে ইতালিয়ান কোচরা জিতেছেন ৪-৩ ব্যবধানে। এবার ২০২৪-২৫ মরসুমে কারা জিততে পারেন? গার্দিওলার সিটি ও আনচেলত্তির রিয়াল মাদ্রিদ এ বছরও লিগ এবং চ্যাম্পিয়নস লিগের অন্যতম দাবিদার। এ দুই দলের সাফল্যের ওপর স্পেন ও ইতালিয়ান কোচদের হার-জিত নির্ভর করছে অনেকটাই। তবে হিসাব-নিকাশ থেকে বাদ দেওয়া যাবে অন্য অন্যদেরও। বিশেষ করে ইংলিশ লিগে গার্দিওলার দল জিততে না পারলে যাদের চ্যাম্পিয়ন ভাবা হচ্ছে, সেই আর্সেনাল কোচ মিকেল আরতেতাও একজন স্প্যানিশ। আবার সিরি আ’র দলগুলোয় ইতালির বাইরের কোচই যেহেতু মাত্র তিনজন, উয়েফার টুর্নামেন্ট জিতে তাদের এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও বেশ ভালোই।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com